উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৭৯৬.১৫ (+৬৭৭.৫৫)

নিফটি : ২৪,৯৪৬.৫০ (+২২৭.৯০)

আটকে ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া

ইরান-ইজরায়েলের হামলা-পালটা হামলার জেরে ইরানে আটকে পড়েছেন ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া। তাঁদের অধিকাংশ সেখানে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। ৭

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান সাইপ্রাসের

সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার মাকারিওজ থার্ড' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁকে এই সম্মান দিলেন সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৫°	৩২°	২৭°	৩৩°	২৭°	৩৩°	২৬°

মমতার তোপে

জামালদহ সীমান্ত থেকে তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার পর রাজ্য প্রশাসনের নিশানায় বিএসএফ। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। ৮

২ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 17 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 30

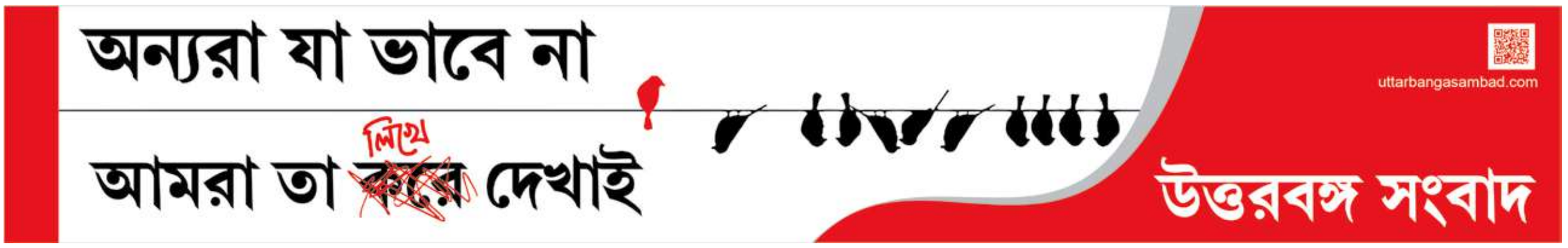

কথায় কথায়

বিবেকের ফাইল খোলা হয় সময় বুঝে

আশিস ঘোষ

কবি কখন কবিতা লিখবেন, শিল্পী কখন ক্যানভাসে ছবি আঁকবেন কে বলতে পারে। যখন-তখন তাঁদের ভাব আসতে পারে, যে কোনও সময়। কিন্তু সিনেমা বানানো তেমন নয়। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে একটা ফিল্ম বানাতে হয়। তবে যিনি ফিল্ম বানান, তাঁর ভাব কখন আসে তা-ও বলা মুশকিল।

কারও কারও ক্ষেত্রে অবশ্য তা বলা কঠিন নয়। যেমন বিবেক অগ্নিহোত্রী। তাঁর ফিল্ম তৈরির বেগ আসে ঠিক ভোটের আগে। তিনি দিন গুনে ভোটের ঠিক আগে নানা নামের ফাইল বের করেন। কখনও তাসখন্দ ফাইলস, কখনও বা কাশ্মীর ফাইলস। সেগুলোর কাহিনী আলাদা বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য একটাই। নানারকম ফাইল খুলে সংখ্যালঘুদের বা বিরোধী দলের সরকারকে কাঠগড়ায় তোলা। কেন্দ্রের শাসক আর সরকারের পূর্ণ মদতে সে সব ফিল্ম বাজারে নামানো হয়, তা সে বাজারে চলুক বা না চলুক।

ফাইলবাজ এই বিবেক এবার বাজারে ছাড়তে চলছেন আরেক ফাইল। বেঙ্গল ফাইলস। পটভূমি ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা। প্রচারের ভাষায় দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস। কলকাতার সঙ্গে থাকবে নোয়াখালি দাঙ্গার কথাও। ওই জঘন্য ঘটনার ৭৯ বছর পর বাঙালির হৃদয়ের ক্ষত খুঁচিয়ে তোলা ফিল্মের উদ্দেশ্য। আর মজার ব্যাপার দেখুন, ছাব্বিশের ভোটের আগে এ বছরের শেষের দিকে বেঙ্গল ফাইলসের সম্ভাব্য মুক্তির দিন।

এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

সাতের পাতায়

অশ্বীনের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ

এগারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মনোজের শাস্তি, শিখাকে ধমক মমতার

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন : বিধানসভায় ফের ধুন্ধুমারে ঘুরে-ফিরে আলোচনায় উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়করা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় ওয়েলে নেমে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে হইচই করায় মার্শাল ডেকে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁকে বের করে দেন অধ্যক্ষ। পরে তাঁকে একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় বিধানসভার অধিবেশন থেকে। একই কারণে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে সতর্ক করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভার ভেতরে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন শংকর। তাঁকে ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মমতার বেশকিছু কথা ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে হইচই করেন বিজেপি বিধায়করা। বিজেপির বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই করে থাকেন। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে ফের সেই প্রসঙ্গে বলার সময় তিনি নিশানা করেন শিখা চট্টোপাধ্যায়কে।

শিখা একসময় তৃণমূল নেত্রী ছিলেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ওই বিজেপি বিধায়কের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলতে থাকেন, 'বিজেপি টাকা দিয়ে সাংবাদিকদের দিয়ে মিথ্যা খবর করায়। আপনিও ফেক ভিডিও করেন।' শিখা ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মমতা বলেন, 'আপনি কী করে বেড়ান সব জানি। আপনার সবটাই জানি।' একইভাবে তাঁর নিশানায় ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক।

শংকরের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আগে কাউন্সিলার নির্বাচনে জিতে আসুন। তারপর কথা বলবেন।' শিলিগুড়ি পুরসভার গত নির্বাচনে শংকরের পরাজয়কে তিনি নিশানা করেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক পালটা নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়ের

বিধানসভায় বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের।

বাদানুবাদে তপ্ত বিধানসভা

উল্লেখ করলে ক্রুদ্ধ মমতা বলেন, 'আমাকে জোর করে হারানোর চক্রান্ত হয়েছিল। আমি তা প্রমাণ করে দিয়েছি। আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি জিতে এসেছি।'

বিধানসভার চলতি অধিবেশনে সোমবার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উপস্থিতি। কিন্তু তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রবল হইচই হয়। ওই মন্তব্য কুরুচিকর ও সম্মানহানিকর দাবি করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক পরে বলেন, 'এটা ব্যক্তিগত চরিত্রহনন। মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে বলতে পারেন আমার সব জানেন?

এরপর আটের পাতায়

তেল আভিভ বিধ্বস্ত, তেহরানের আকাশ দখল

তেল আভিভ ও তেহরান, ১৬ জুন : আয়রন ডোমকে ব্যর্থ করার সেই সাফল্যের পর যুদ্ধের খেলাটা ঘুরে যাচ্ছে পশ্চিম এশিয়ায়। কার্যত তেহরানের আকাশের দখল নিয়ে ফেলেছে ইজরায়েল। যুদ্ধ জয় সময়ের অপেক্ষা বলে আস্ফালন শুরু করে দিয়েছে তেল আভিভ। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করেন, ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষে বিজয় অর্জন করতে চলেছে তাঁর দেশ।

ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, ইরানের আকাশের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' এখন তাদের হাতে। ইতিমধ্যে ইরানের মিসাইল লঞ্চারের এক-তৃতীয়াংশ তারা ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করছে। তেহরানের পশ্চিমাংশে একটি সামরিক ঘাঁটিতে, এমনকি হাসপাতালে হামলা হয়েছে আকাশপথে। তেহরানে একটি সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ে খবর পাঠ করছিলেন সঞ্চালিকা। সেই সময় ক্ষেপণাস্ত্র এসে আছড়ে পড়ে সেখানে। যদিও সোমবার সকালটা এরকম ছিল না। কার্যত গোটা ইজরায়েলকে বাংকারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ইরান।

সোমবার ভোররাত থেকে তেল আভিভে নজিরবিহীন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করে ইরানি সেনা। আয়রন ডোমের ঘেরাটোপ এড়িয়ে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে তেল আভিভের বসতি এলাকায়। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। ভেঙে পড়েছে একাধিক বহুতল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার মার্কিন দূতাবাস। কিন্তু দুপুরের পর থেকে খেলা ঘুরতে শুরু করে।

তেহরানে ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু হয়। ইজরায়েলের হামলায় একটি সেনাঘাঁটি ধ্বংসের কথা স্বীকার করেছে ইরানি সেনা। হামলার তীব্রতা বাড়বে জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তেহরান ছেড়ে চলে যেতে বলেছে ইজরায়েল। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে ইরানের ফোর্ডো পারমাণবিককেন্দ্রে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে, রিখটার স্কেলে তার কম্পনের তীব্রতা ধরা পড়েছে ২.৫।

নাতঞ্জে ইরানি পারমাণবিক গবেষণাগারে পড়েছে ক্ষেপণাস্ত্র। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করছে ইজরায়েল। তবে ইরানি হামলায় তেল আভিভে ৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত শতাধিক। ইজরায়েলের জবাবি হামলায় ইরানে মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র পড়েছে ইজরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর হাইফায়।

এরপর আটের পাতায়

একই ব্লকে দুই আধিকারিক

ভূমি দপ্তরের অফিস নিয়ে গুঞ্জন

সপ্তর্ষি সরকার

ময়নাগুড়ি, ১৬ জুন : 'দামিনী' সিনেমায় সানি দেওলের বিখ্যাত ডায়ালগ 'তারিখ পে তারিখ' শোনেননি, এমন মানুষ দেশে খুঁজে পাওয়া ভার। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি বিএলএলআরও অফিস চত্বরে কান পাতলেই আপাতত এই 'তারিখ পে তারিখ' এবং 'অর্ডার পে অর্ডার' কথা দুটোই কানে আসে। ব্লক ভূমি দপ্তরের অফিস হোক বা আশপাশের সরকারি অফিস, সব জায়গাতেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ময়নাগুড়ি বিএলএলআরও অফিসের বর্তমান হালচাল। একই সময়ে, একই ব্লকে, একইসঙ্গে রয়েছেন দুজন বিএলএলআরও। পদমর্যাদায় এক হলেও অফিসে দুজনের জায়গাটা অবশ্য এক নয়। এখানে দুয়োরানি এবং সুয়োরানির মতো হাল দুই আধিকারিকের।

এই পরিস্থিতি নিয়ে ময়নাগুড়িতেই নানা কানাঘুষো চলছে। কেউ বলেন, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তর পর্যন্ত বিশাল বড় শক্তিশালী চেন থাকায় নাকি এক আধিকারিককে ওই পদে রাখতে বারবার জারি হচ্ছে সরকারি নির্দেশিকা। আবার কেউ বলেন, ময়নাগুড়ি হয়ে যাওয়া গ্যাস পাইপলাইনের ভূমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় জড়িত বিশাল দালালচক্র এবং কোটি কোটি টাকার খেলাই নাকি এই বিভ্রাটের মূল কারণ।

নিজের চেম্বারে দুই বিএলএলআরও। ভিক্টর সাহা ও দেবায়নী মিত্র।

বদলি নাটক

- গত ২১ এপ্রিল দেবায়নী মিত্রকে বদলি করা হয়
- ৩০ এপ্রিল দেবায়নীর বদলি ১ মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ সচিবের নির্দেশে
- ২৮ মে দেবায়নীকে আবার বদলি করা হয়
- ২ জুন আবার সেই বদলি স্থগিত হয়

এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও জবাব দেননি। একইভাবে মেসেজের জবাব দেননি জেলা শাসক শামা পারভিন।

ভূমি দপ্তরের উলটোদিকে ময়নাগুড়ি পুরসভায় অফিসে বসে পুর চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'বিএলএলআরও অফিসের বর্তমান অবস্থা নিয়ে মানুষ হাসাহাসি এবং সমালোচনা করছে। বিশাল দালালরাজ চলছে ওই অফিসে। ভয়ানক দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। একজন বিএলএলআরও মাস দুয়েক হল কাজে যোগ দিয়ে বসে রয়েছেন। আমি পুরো বিষয়টি রাজ্য ভূমি দপ্তরের শীর্ষ স্তরে জানিয়েছি এবং অবিলম্বে এর সমাধান দাবি করেছি।'

বছর চারেক ধরে ময়নাগুড়িতে বিএলএলআরও হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন দেবায়নী মিত্র। চলতি বছরের ২১ এপ্রিল রাজ্য ভূমি

এরপর আটের পাতায়

বৃষ্টি নামতেই ধানের চারা বুনতে শুরু করেছেন কৃষকরা। সোমবার জলপাইগুড়িতে।

এটিএম লুটে ধৃত আরও এক

শুভদীপ শর্মা ও সুভাষ বসু

ময়নাগুড়ি ও বেলাকোবা, ১৬ জুন : এটিএম লুটের ঘটনায় আরও এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ল। সোমবার রাতে চেউলিবাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ভোরের আলো থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নরেশ কোহলি। তার বাড়ি হরিয়ানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত আটটা নাগাদ বিন্নাগুড়ির ভোটপাড়ার চেউলিবাড়িতে নরেশকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় ভোরের

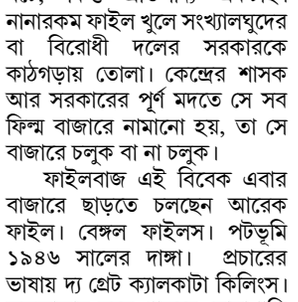

ধৃত নরেশ কোহলি

আলো থানার টহলদারি পুলিশের। তাকে আটক করে ভোরের আলো থানায় নিয়ে আসা হয়। রাতেই তাকে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের ঘটনায় সরস্বতীপুর থেকে রবিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় ২ জন। তাদের কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। সোমবার বিকেলে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের বেলাকোবা রেঞ্জ থেকে তৃতীয় দুষ্কৃতী ধরা পড়ে। আগে ধৃত তিন দুষ্কৃতীর মধ্যে আসলুপ খান হরিয়ানার, মহম্মদ শামসের খান বিহারের ও ইরফান খান রাজস্থানের বাসিন্দা।

সোমবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সাংবাদিককে বলেন, 'গোটা অপারেশন বিহার, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সংগঠিত হয়েছে। এই কাণ্ডে জড়িত অপরাধীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশজুড়ে একাধিক এটিএম লুটের ঘটনায় জড়িত। রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশের পুলিশকে ধৃতদের বিবরণ পাঠানো হয়েছে। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। সেসময় ওই পথ দিয়ে গাড়ি করে জলপাইগুড়ির এক বাসিন্দা লাটাগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হওয়ায় তিনি দুষ্কৃতীদের সাদা গাড়িটিকে তাড়া করেন। ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানান। এরপর পুলিশের তাড়া খেয়ে দুষ্কৃতীরা গজলডোবার কাছে

এরপর আটের পাতায়

প্রয়াণের শতবর্ষে দেশবন্ধুর ছবিতে শেষপর্যন্ত মালা

দীপায়ন বসু

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালের ১৬ জুন মারা যান। সবাই খুব কেঁদেছিলেন। ঠিক ১০০ বছরে একই দিনে আবারও অনেকের চোখে জল। নেপথ্যে সেই দেশবন্ধুই। আরও ভালো করে বলতে গেলে তাঁর ছবি ও কয়েকটি মালা।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশবন্ধুর অবদান কী তা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। দার্জিলিংয়ের বাড়িতে মারা যাওয়ার পর তাঁর মরদেহ ট্রয়ট্রেনে করে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর অন্য ট্রেনে কলকাতা রওনা। শিয়ালদা পৌঁছানোর আগে সেই ট্রেন যতগুলি স্টেশনে থেমেছিল, মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নামে। তাঁর মরদেহ নিয়ে ট্রেনটি কলকাতা রওনা হওয়ার আগে সেই ঢল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনেও নেমেছিল। শহর কিন্তু সেই স্মৃতিকে বুক দিয়ে আগলে রাখেনি। এই স্টেশনে কত মনীষীর পা পড়েছে তা নিয়ে মাঝেমধ্যে নানা জায়গাই কথা হয়, কাজের কাজটি হয় না। বছর দশেক আগে বেশ কয়েকটি ছবির পাশাপাশি দেশবন্ধুর একটি ছবিও এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টাঙানো হয়। সময়ের কোপে অন্য ছবিগুলি ঝরে গেলেও দেশবন্ধুর বহুবিবর্ণ ছবিটি আজও কোনওমতে টিকে। দার্জিলিংয়ে তোলা সেই ছবিতে দেশবন্ধুর পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধি ও অ্যানি বেসান্তরাও আছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

মানুষটির মৃত্যুর শতবর্ষে সেই ছবি কেমন সমাদর পাচ্ছে তা দেখতে এদিন টাউন স্টেশনে যাওয়া হয়েছিল। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সেই ছবির নীচে তখন ফাঁকা। আশপাশে গুটি কয়েকজন আড্ডা মারতে ব্যস্ত। এমন এক স্মরণীয় দিনে এহেন স্মরণীয় ছবিকে ঘিরে এহেন নিস্পৃহ মনোভাব এদিন সেই ছবি দেখতে যাওয়া একজনকে বেশ আঘাত করেছিল। সেই মন খারাপ কাটাতে খানিক বাদে নিজের উদ্যোগে রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল ফুল আর গাঁদার মালা নিয়ে সেখানে হাজির হন।

প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে থাকা ছবির নাগাল পাওয়া সহজ নয়। অতএব, সেই ছবির বেশ কিছুটা নীচে থাকা, দেওয়ালের গায়ে গজানো একটি গাছের ডালে কোনওমতে মালা দেওয়ার চেষ্টা। তারপর? যা হল, একদম সিনেমার মতোই। 'স্যর, মালা দেবেন?' দাঁড়ান, দাঁড়ান, আসছি।' সেই আড্ডার দলেরই একজন কয়েক সেকেন্ডে হাতলভাঙা এক চেয়ার নিয়ে হাজির। তাতে উঠেই ছবিতে মালা দেওয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু তিন ফুটের সেই চেয়ার বড্ড নীচু। সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্টেশন চত্বরেই ব্যবসা সামলান। ভাঙাচোরা চেয়ার নিয়ে তিনিই হাজির হয়েছিলেন। 'কয়েক সেকেন্ড দিন' বলে তিনি আবার হাওয়া। খানিকক্ষণ বাদে এবারে এক ভাঙাচোরা মই নিয়ে তিনি ময়দানে। তাতে সেই মানুষটিকে উঠতে বলা। চেয়ারে ওঠা সহজ, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে রাখা মইয়ে চড়াটা...। অতএব সেই চেষ্টাই ইতি। কিন্তু ছবিতে মালা দেওয়ার কী হবে?

দেশবন্ধু একতার স্বপ্ন দেখতেন। এদিন তাঁর সেই ছবি দেশবন্ধুরই স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখল।

সেই মুহূর্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছবিতে মালা দিচ্ছেন খোকনরা। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে।

এরপর আটের পাতায়

নিট, জেইই অ্যাডভান্সডে নজরকাড়া ফল প্রত্যয়ের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জুন : ডাক্তারির প্রবেশিকা নিটে নজরকাড়া ফল করলেন কোচবিহারের প্রত্যয় বর্মন। এসসি ক্যাটিগোরিতে তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাংক ১০৫। নিটের পাশাপাশি জেইই অ্যাডভান্সড-এ ভালো ফল করেছেন এই মেধাবী ছাত্র। সেখানে এসসি ক্যাটিগোরিতে সর্বভারতীয় স্তরে ৪৭৮ র‍্যাংক করেছেন প্রত্যয়।

আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কোচবিহার শহরের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা এই মেধাবীর সাফল্যে পরিবারের লোকেরা তো বটেই খুশি প্রতিবেশীরাও।

বিডি জৈন স্কুল থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিকে প্রত্যয় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাবা কান্তেশ্বর বর্মন গৌরাঙ্গ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা তাপসী বর্মন তুফানগঞ্জের বলরামপুরের নায়েব আলি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার শিক্ষিকা। প্রত্যয় জানিয়েছেন, দিল্লি অথবা ভুবনেশ্বর এইমসে তিনি ডাক্তারি পড়তে চান।

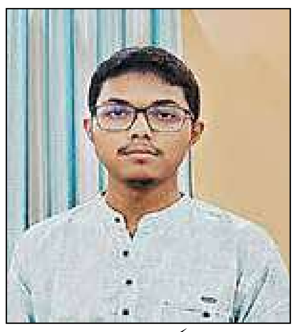
প্রত্যয় বর্মন

প্রত্যয় বলেন, 'কোনও বাঁধাধরা নিয়ম মেনে পড়াশোনা করিনি। যখন ইচ্ছা হত তখন পড়তাম। ডাক্তারি পড়ে আগামীদিনে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আমার সাফল্যের পেছনে বাবা-মা, দিদির অবদান রয়েছে। এছাড়া কোচিং, টিউশন ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।'

লেখাপড়ায় বরাবর মেধাবী হিসেবে পরিচিত প্রত্যয় ভালো গিটারও বাজান। অবসর সময় গল্পের বই পড়তে পছন্দ করেন। ভালোবাসেন সত্যজিৎ রায়, ডেল কার্নেগির লেখা পড়তে। প্রত্যয় বিরাট কোহলির ভক্ত। প্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং।

ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা কান্তেশ্বর বর্মন। তিনি বলেন, 'নিটের জন্য সপ্তাহে দু'দিন করে শিলিগুড়িতে একটি সেন্টারে কোচিং নিত প্রত্যয়। গত দুই বছর ধরে ও কোচিং নিয়েছে। ছেলে ডাক্তারি পড়তে চায়। ওর স্বপ্ন পূরণে আমরা পাশে আছি।' প্রত্যয়ের সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি খুশি তাঁর শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

Dhupguri Municipality
e-NIT (Abridged)

e-NIT are invited by the Chairperson, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Civil Works under Dhupguri Municipality.

Sl No.	Tender ID
1	2025_MAD_865047_1
Bid submission End Dt. 30.06.25 at 17 hrs.	

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
আঞ্চলিক কার্যালয় : কলকাতা, ফোন : (০৩৩) ২২৮৮-১৩৫২
সিআইএন : ইউ৯৩০৯০টিএন১৯৩৮জিওআই০০০১০৮

মাইক্রো অফিস দার্জিলিং-এর অফিস স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

আমরা আমাদের এমও দার্জিলিং অফিস ৪১ ডিবি গিরি রোড, দার্জিলিং - ৭৩৪১০১, পশ্চিমবঙ্গ-এর বর্তমান ঠিকানা থেকে আমাদের নতুন ঠিকানা ২৫/২ ডিবি, গিরি রোড, বড় কাকঝোড়া, দার্জিলিং - ৭৩৪১০১, পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করছি, মাইক্রো অফিস দার্জিলিং ০৪.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। পলিসি, ক্লেম ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত ভবিষ্যতের পরিষেবাগুলি এই নতুন স্থান থেকে পাওয়া যাবে। এই তথ্যটি সকলের উদ্দেশে দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আঞ্চলিক কার্যালয়, কলকাতা

নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নং. এসএস/এনসিবি/০১/০৬/২০২৫ তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০২৫

নিউ কোচবিহার (এনসিবি) রেলওয়ে স্টেশনে অবতীর্ণ পার্সেল কনসাইনমেন্ট (ফ্লোর পলিশিং মেশিন, টাইলস পলিশিং হ্যান্ড মেশিন এবং মেশিন অ্যাকসেসরিজ) - এর পাবলিক নিলামের তারিখ ১৮-০৬-২০২৫ (বুধবার) ১১:০০ টায় নিউ কোচবিহার পার্সেল অফিসে 'যেমন আছে যেখানে আছে' ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসএস/নিউ কোচবিহার -কে পাবলিক নিলাম পরিচালনার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

নিলামের শর্তাবলী:-
১) সমস্ত অর্থ নগদে পরিশোধ করা হবে।
২) নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিক্রিত পার্সেল সরাতে হবে।
৩) খোলা নিলামে টেন্ডারের অসন্তোষজনক বিডের ক্ষেত্রে, নিলাম পরিচালনাকারী কর্মকর্তা আরও লাভজনক বিড পাওয়ার জন্য সিল করা কোটেশন/বিড আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৪) কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে পার্সেলটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো বিড অসন্তোষজনক বিবেচিত হলে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করার বা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও পর্যায়ে নিলাম বিক্রয় থেকে কোনও পার্সেল প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

বিক্রিত জিনিসপত্র:- মেঝে পলিশিং মেশিন, টাইলস পলিশিং হ্যান্ড মেশিন এবং মেশিনের অনুষাঙ্গিক।

বিস্তারিত তালিকা কমার্শিয়াল সুপারভাইসর/নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পাওয়া যাবে।

নিলামের এই বিজ্ঞপ্তিটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailway.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

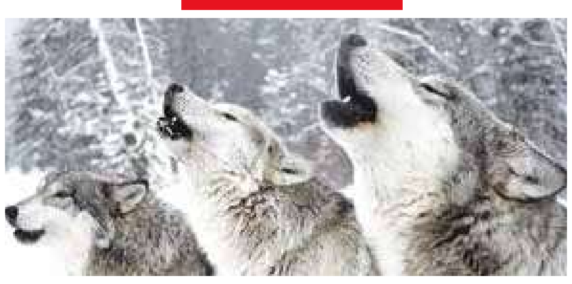
আ উলফ'স চয়েস- ফ্যামিলি অর ফ্রিডম? রাত ৮.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৩.৫০ কৃষ্ণকান্তের উইল, সন্ধে ৬.৩০ অন্ধ বিচার, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রিফিউজি, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল, ১.০০ চপার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ১০.৩০ চিতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিশানা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মালিক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ লমহা, ২.১৫ আ ওয়েডনেসডে!, বিকেল ৪.০০ বাবুল, সন্ধে ৬.৪৫ হেলিকপ্টার ইলা, রাত ৯.০০ বধাই হো, ১১.১৫ শিবায়
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : বেলা ১১.০৪ ইন্টেলিজেন্ট, দুপুর ১.১০ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৩.৩৬ ভিভেগম, ৫.৫৭ কি, রাত ৮.০৩ গার্ডিয়ান, ৯.৪৩ রবার্ট
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৫ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.২৪ আরআরআর, বিকেল ৫.০৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, ১১.০৭ বিজনেসম্যান-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪০ কৃশ-থ্রি, দুপুর ২.৩৫ সির্ফ তুম, বিকেল ৫.১৯ সত্য প্রেম কি কথা, সন্ধে ৭.৩০ বিবি নম্বর ওয়ান, রাত ৯.৫২ মঙ্গলবার
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩৯ ফোবিয়া, ২.২৮ কহানি-টু, বিকেল ৪.৩৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ রাঞ্ঝনা, ১১.২০ জওয়ানি জানেমন

কৃশ-থ্রি বেলা ১১.৪০ অ্যান্ড পিকচার্স

আইস এজ-কলিশন কোর্স রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

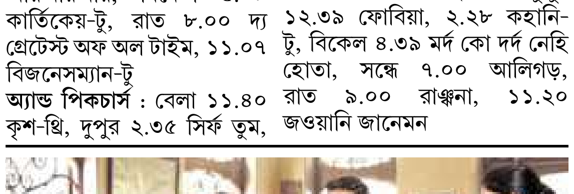
দৃশ্যম-টু দুপুর ১.১০ কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন ট্রেন চলাচলে ব্যবস্থা

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১১.০৭.২০২৫ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ভিড় সামাল দিতে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পেশাল ট্রেন

● ০৩৪৮০ / ০৩৪৭৯ জামালপুর-সুলতানগঞ্জ-জামালপুর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৮০ কিউল-জামালপুর-প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গঠন অনুসারে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ এবং চলাচলের তারিখ অনুযায়ী চলবে ঃ

জামালপুর-সুলতানগঞ্জ প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৮০ ০৩৪৭৯	সুলতানগঞ্জ- জামালপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	০৯.০৫	↓ জামালপুর	১২.৪০	–
০৯.১৮	০৯.১৯	রতনপুর	১১.৫৪	১১.৫৫
০৯.২৮	০৯.২৯	বারিয়ারপুর	১১.৪৪	১১.৪৫
০৯.৩৫	০৯.৩৬	কল্যাণপুর রোড	১১.৩৫	১১.৩৬
০৯.৫০	০৯.৫১	গনগনিয়া	১১.২২	১১.২৩
১০.৪৫	–	সুলতানগঞ্জ ↑	–	১১.১৫

চলাচলের তারিখ ঃ জামালপুর থেকে ০৩৪৮০ ও সুলতানগঞ্জ থেকে ০৩৪৭৯ – উভয় ট্রেন ১১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (প্রতিদিন) = ৩০ টি করে ট্রিপ চলবে। স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

● ০৩৪৪২/০৩৪৪১ জামালপুর-দেওঘর-জামালপুর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৪২/৫৩৪৪১ জামালপুর-দেওঘর- জামালপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুসারে নিম্নোক্তমতো রবিবারে চলবেঃ

সংক্ষিপ্ত সময়সূচি ঃ

জামালপুর-দেওঘর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৪২ ০৩৪৪১	দেওঘর-জামালপুর স্পেশাল স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	০৫.১০	↓ জামালপুর	২২.০৫	–
০৬.০৫	০৬.১০	সুলতানগঞ্জ	২০.১০	২০.১৫
০৬.৫০	০৬.৫৫	ভাগলপুর	১৯.১০	১৯.২০
০৮.৩৮	০৮.৪৩	বাঁকা	১৭.১০	১৭.১৫
১০.১০	–	দেওঘর ↑	–	১৫.৪৫

চলাচলের তারিখ ঃ জামালপুর থেকে ০৩৪৪২ ও দেওঘর থেকে ০৩৪৪১– উভয় ট্রেন ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ৫ টি করে ট্রিপ চলবে।

● ০৩৪৪৪ / ০৩৪৪৩ দেওঘর-গোড্ডা-দেওঘর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৪৪/৫৩৪৪৩ দেওঘর-গোড্ডা-দেওঘর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী নিম্নোক্তমতো রবিবারে চলবেঃ

সংক্ষিপ্ত সময়সূচি ঃ

দেওঘর-গোড্ডা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৪৪ ০৩৪৪৩	গোড্ডা -দেওঘর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	১০.৪৫	↓ দেওঘর	১৫.০৫	–
১১.৪৬	১১.৪৮	হাঁসদিহা	১৩.৫৭	১৩.৫৯
১২.৪০	–	গোড্ডা ↑	–	১৩.১৫

চলাচলের তারিখ ঃ দেওঘর থেকে ০৩৪৪৪ ও গোড্ডা থেকে ০৩৪৪৩ – উভয় ট্রেন ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ৫ টি করে ট্রিপ চলবে।

বি.দ্র. ঃ ০৩৪৪২/০৩৪৪১ এবং ০৩৪৪৪/০৩৪৪৩-এর রেক লিঙ্কটি ৫৩৪৪২/৫৩৪৪১ ও ৫৩৪৪৪/৫৩৪৪৩-এর বিদ্যমান লিঙ্ক অনুযায়ী চলবে।

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

● সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ ঃ

মেলা চলাকালীন নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নির্দিষ্ট দিনে ০২ (দুই) মিনিটের জন্য সুলতানগঞ্জ স্টেশনে নিম্নরূপে অস্থায়ীভাবে থামবে ঃ

ট্রেন নং. ও নাম	পৌঁছাবে	ছাড়বে
১৫৬১৯ গয়া - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৭.৪৫	১৭.৪৭
১৫৬২০ কামাখ্যা - গয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	০০.১১	০০.১৩
১২২৫৩ যশবন্তপুর-ভাগলপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	০৮.০৪	০৮.০৬
১২২৫৪ ভাগলপুর-যশবন্তপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৪.০৮	১৪.১০
১৩৪২৩ ভাগলপুর - আজমের এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.৩৮	১৩.৪০
১৩৪২৪ আজমের - ভাগলপুর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.৫০	১৩.৫২
১৩৪২৯ মালদা টাউন-আনন্দবিহার এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.০২	১৩.০৪
১৩৪৩০ আনন্দবিহার-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৭.৫৫	১৭.৫৭

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

হোটেলে কাজের ছেলে লাগবে। স্থান- জলপাইগুড়ি, তালমা। M : 7797682148. (C/116935)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি সহিদুল মিয়া, পিতা- শাহের আলী। আমার পুত্র সিরাজ উদদৌল্যা, আমাকে ও আমার স্ত্রীকে কোনও ধরনের দেখভাল না করার কারণে তাকে দিনহাটা নোটারি কোর্টে 16/6/25 ইং অ্যাফিডেভিট বলে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। গ্রাম- গর্ভডাঙ্গা, পোস্ট- খোচাবাড়ি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিকসড বেতন - ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা, 8th পাশ। Ph. 9832009039. (C/116825)

●

ফ্যাক্টরি, শপিংমল, অফিসে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : ১২০০০/-, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M : 9733083706. (C/116940)

স্পোকেন ইংলিশ

স্পোকেন ইংলিশ দ্রুত শেখার বিস্ময়কর সহজ নতুন পদ্ধতি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের কোচিং। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/116825)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bekbul Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Domser Ali ঠিকানা দেওগাও, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, পিন-735213, গত 13. 05.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Maqbul Hussain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bekbul Hossain (পুরাতন নাম) ও Maqbul Hussain (নতুন নাম) একই ব্যক্তি। (B/S)

LAW ADMISSION
(SESSION-2025-2026)

Balurghat Law College is inviting online Application for Admission in 5 years B.A.LL.B integrated Course Forms will be available from the College Website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 17/06/2025 to 24/06/2025 interested candidates may contact on mobile- 9382097598/ 9832790510. First merit list will be published on 26/06/2025.

Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

Tender Notice

E-NIT No-: NIET-03(e)/ CHL-II/P.S of 2025-2026, Dated-12/06/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov.in Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev.Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity, Malatipur, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের জন্য, ২৮.০৮.২০২৫ থেকে ৩০.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ৩১.০৮.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

● বাতিল ঃ (১) ১৩১৪১ শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (২) ১৩১৪৫ কলকাতা - রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (৩) ১৩১৮৯ শিয়ালদহ - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (৪) ১৩১৬৩ শিয়ালদহ - সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮ ও ০১.০৯.২০২৫); (৫) ১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৬) ১৫৭১০ নিউ জলপাইগুড়ি - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৭) ১৫৭০৯ মালদা টাউন - নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৮) ১৩১৯০ বালুরঘাট - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৯) ১৩১৬৪ সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (১০) ১৩১৪২ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (১১) ১৩৪৬৬ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১২) ১৩৪৬৫ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৩) ১৫৬৪০ কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫); (১৪) ১৩১৪৯ শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (১৫) ১৩১৪৬ রাধিকাপুর - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৬) ১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (১৭) ১৩০৬৩ হাওড়া - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৮) ১৩০৬৪ বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৯) ১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (২০) ১৩১৮১ কলকাতা - শিলঘাট টাউন কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২১) ১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২২) ১৫৭১২ কাটিহার - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২৩) ১৫৬৩৯ পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৪) ১৩১৮২ শিলঘাট টাউন - কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৫) ১৩০৩৩ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৬) ১৫৭১১ হাওড়া - কাটিহার সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৭) ১৩১৬৯ শিয়ালদহ - সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৮) ১৩১৬০ যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৯) ১২৩৬৩ কলকাতা - হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (৩০) ১৩১৭৫ শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩১) ১৩০৩৪ কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩২) ১৩১৭০ সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৩) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৪) ১৩৪৩১ নবদ্বীপধাম - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৫) ১৩৪৩২ বালুরঘাট - নবদ্বীপধাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৬) ১৩৪০৯ মালদা টাউন - কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৭) ১৩৪১০ কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৮) ১২০৪১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৯) ১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৪০) ১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫); (৪১) ৫৫৭০২ কাটিহার - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪২) ৫৩০২৭ আজিমগঞ্জ - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৩) ৬৩৪০১ সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৪) ৬৩৪০২ মালদা টাউন - সাহেবগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৫) ৫৫৪২২ বালুরঘাট - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৬) ৫৫৭০১ মালদা টাউন - কাটিহার প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (৪৭) ৫৩০২৮ মালদা টাউন - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (৪৮) ৫৫৪২১ মালদা টাউন - বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫)।

● পথ পরিবর্তন ঃ (১) ১৫৬৫৭ দিল্লি - কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মোকামা - বারাউনি - কাটিহার হয়ে চলবে। (২) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা - দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার - বারাউনি - মোকামা হয়ে চলবে। (৩) ১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার - খাগারিয়া - মুঙ্গের - জামালপুর - কিউল হয়ে চলবে। (৪) ২২৫০৩ কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট - ভাগলপুর - জামালপুর - খাগারিয়া - কাটিহার - বারসোই হয়ে চলবে। (৫) ১৫৬২৯ তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আসানসোল - ঝাঁঝাঁ - বারাউনি - কাটিহার হয়ে চলবে। (৬) ১৫৬১৯ গয়া - কামাখ্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মুঙ্গের - খাগারিয়া - কাটিহার হয়ে চলবে। (৭) ২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট - ভাগলপুর - জামালপুর - খাগারিয়া - কাটিহার - বারসোই হয়ে চলবে।

● পুনর্নির্ধারণ ঃ (১) ১৫৬৪৩ পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ১৩১৭৩ শিয়ালদহ - সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮ ও ০২.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১৩১৪৮ বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ এবং ০৩.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) ১৩১৭৫ শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) ১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯ এবং ০২.০৯.২০২৫) ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) ১২৩৪৫ হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫) ৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে।

● সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ (১) ১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫) রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫) রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হমসফর এক্সপ্রেসের শুভারম্ভ (সাপ্তাহিক)

ট্রেন নং. ১৩১১৫/১৩১১৬ শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হমসফর এক্সপ্রেসের শুভারম্ভ (সাপ্তাহিক) করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে দেওয়া হলঃ

রেল নং ১৩১১৫ শিয়ালদহ থেকে ২০-০৬-২০২৫ তারিখে (শুক্রবার) ফ্রীকুয়েন্সী = সাপ্তাহিক

রেল নং ১৩১১৬ জলপাইগুড়ি রোড থেকে ২১-০৬-২০২৫ তারিখে (শনিবার) ফ্রীকুয়েন্সী = সাপ্তাহিক

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩.৪০ (শুক্রবার)	↓ শিয়ালদহ	০৮.১০ (রবিবার)	—
০১.২৬	০১.২৮	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন	০৫.১২	০৫.১৪
০৬.৫৮	০৭.০০	সামসি	০০.৩০	০০.৩২
০৭.৪৪	০৭.৪৬	বারসোই জংশন	২৩.২০	২৩.২২
০৮.৩১	০৮.৩৩	কিশনগঞ্জ	২২.৩০	২২.৩২
০৮.৫৯	০৯.০১	আলুয়াবাড়ি রোড	২২.০০	২২.০২
১০.১০	১০.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	২১.০৫	২১.১৫
১২.০০ (শনিবার)	—	জলপাইগুড়ি রোড ↑	—	২০.৩০ (শনিবার)

গঠনঃ এসি-৩ টায়ার (পনেরোটি), শ্লীপার শ্রেণী (তিনটি), এসি হট বাফেট কার: (একটি), লাগেজ ভ্যান (দুটি) = ২১ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: নৈহাটি, রানাঘাট জংশন, বেরহামপুর কোর্ট, আজিমগঞ্জ জংশন, জাঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা এবং মালদা টাউন।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের প্রতিটি কথা ধৈর্য সহকারে শুনুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। **বৃষ :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ মেটার সম্ভাবনা। কাউকে যেচে টাকা দিতে যাবেন না। **মিথুন :** বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের হস্তক্ষেপে দাম্পত্যে অশান্তি কাটবে। **কর্কট :** সারাদিন প্রিয়জনের সঙ্গে খুব ভালো কাটবে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। **সিংহ :** পথেঘাটে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মামলা-মোকদ্দমায় ফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। **কন্যা :** কোনও সহায়হীন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে শান্তি পাবেন। বিকেল অর্থনৈতিক যোগ। **তুলা :** ব্যবসায় বুদ্ধিবলে শত্রুর চক্রান্ত ধরে ফেলতে পারবেন। বহুমূল্য কোনও জিনিস ফেরত পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। **ধনু :** প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে উপকৃত হবেন। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। **মকর :** একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা বাড়লেও প্রচুর ব্যয় বাড়বে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। **কুম্ভ :** শারীরিক কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। ব্যবসায় বাবার সাহায্য মিলবে। **মীন :** কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বাবার চিকিৎসায় খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ জুন, ২০২৫, ২ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় বদি, ২০ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২১। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।১২। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৬। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৮।২৪। বণিজকরণ দিবা ১২।১২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।২২ গতে ববকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫৬ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১২।১২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪০ গতে ৯।০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।৩৬ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।১০ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১০।৫৬ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১০।১০ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN's result validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence

No Matter the Level of Exam
ALLEN is the Clear Leader

660 ALLENites out of 2207 in AIIMS-MBBS (2024)

13 AIR-1 in last 16 years in pre-medical entrance

37 Years of Legacy & Trust of more than 35 Lac Students

Result: NEET UG 2025

AIR 4 — Mrinal Kishore Jha — Classroom Course
AIR 7 — Keshav Mittal — Classroom Course
AIR 8 — Jha Bhavya Chirag — Classroom Course
AIR 10 — Aarav Agrawal — Distance Learning
AIR 12 — Aashi Singh — Classroom Course
AIR 13 — Tanay — Classroom Course
AIR 15 — Manvendra Singh Rajpurohit — Classroom Course
AIR 16 — Rachit Sinha Chaudhuri — Online Test Series
AIR 21 — Umaid Ahmed Khan — Classroom Course
AIR 22 — Ruchir Gupta — Classroom Course
AIR 28 — Himank Baghla — Distance Learning
AIR 30 — Harsh Tilotia — Classroom Course
AIR 41 — Desai Yagnesh Kanubhai — Classroom Course
AIR 42 — Pranshu Jahagirdar — Classroom Course
AIR 43 — Manu Sharma — Classroom Course
AIR 45 — Aagam Jain — Distance Learning
AIR 47 — Rijul Jain — Classroom Course
AIR 49 — Naveen Mittal — Distance Learning
AIR 51 — Tisha Jain — Classroom Course
AIR 52 — Aditya Yadav — Classroom Course
AIR 54 — Aditya Gupta — Distance Learning
AIR 55 — Panelia Namya Hitesh — Classroom Course
AIR 57 — Rudra Jogesh Bavishi — Classroom Course
AIR 58 — Neev Mit Mankad — Classroom Course

10 Students in Top 25 AIR

39 Students in Top 100 AIR

ALLEN Siliguri Delivers Again

AIR 785 — Maahir Hasan — Classroom Course
AIR 2802 — Sankalan Roy — Classroom Course
AIR 5287 — Deboleena Hazarika — Classroom Course
AIR 9739 — Prathama Banerjee — Classroom Course
AIR 10430 — Bodhisattw Basak — Classroom Course
AIR 10508 — Praveen K. Singh — Classroom Course
AIR 10876 — Titas Das — Classroom Course
AIR 11676 — Prashant K. Saha — Classroom Course
AIR 11858 — Amogh Kanjilal — Classroom Course
AIR 20422 — Oyshee Ghosh — Classroom Course
AIR 21190 — Suzauddin — Classroom Course
AIR 22794 — Jay Sah — Classroom Course
AIR 29498 — Md Liakat Ali — Classroom Course

4 Students in Top 10000 AIR

13 Students in Top 30000 AIR

As per result compiled till 15 June 2025 (11:00 AM)

No Tamasha. No Dramebaazi. Bas Results

ADMISSIONS OPEN
NEET | JEE | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 18 JUNE ONWARDS
For course start dates & direct admission visit website or nearest center.
Scan to register

TALLENTEX 2026
For Class 5th to 10th Students
Register now & avail early bird benefit, visit tallentex.com
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Scholarships worth* ₹250 Crore
Cash Prizes ₹2.5 Crore
Scan to register

Attention!
Get up to 90%* Scholarship based on NEET 2025 rank
*T&C Apply.

ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in

ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examination. Selection depends on preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All classroom and online students are part of full-time courses. All students mentioned are enrolled in paid programs.

রাত ৩টে নাগাদ বেরিয়ে গিয়েছিলেন বুধুয়া

সিসিটিভি ফুটেজে বিতর্ক বাড়ল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৬ জুন : মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যুর পর সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা গিয়েছে, ১১ জুন রাত তিনটে নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন বুধুয়া ওরাওঁ। তখন গেটে দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে কথাও বলেছেন বুধুয়া। কিন্তু কেন তাকে আটকানো হয়নি, সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সোমবার বিকেলে রোগীর পরিবারের সঙ্গে বৈঠক করে হাসপাতাল সুপার। অভিযোগ, সেই বৈঠকে এই মৃত্যুর যাবতীয় দায় চাপানো হয়েছে রোগীর পরিবারের উপর। রোগীর পরিবারের দাবি, রোগীর সঙ্গে কোনও আত্মীয়স্বজন না থাকায় রোগী হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে যায়, এমনই সাফাই দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিন বারবার হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুধীর কুমারকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি, মেসেজের উত্তর দেননি।

রবিবার সকালে হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মন্ত্রী তথা মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বুলু চিকবড়াইক। সেই বৈঠকে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, সোমবার বিকেলে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেইমতো সোমবার দুপুরে

হাসপাতালের সুপারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন বুধুয়ার আত্মীয়রা।

বুধুয়া ওরাওঁয়ের ছেলে সুজনকে হাসপাতাল থেকে ফোন করে ডাকা হয়। সুজন স্থানীয় কিছু বাসিন্দার সঙ্গে হাসপাতালে পৌঁছান। সাড়ে তিনটা নাগাদ শুরু হয় আলোচনা। সেখানে মন্ত্রী-পুত্র তথা রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইক ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সুজন জানান, সুপারের ঘরে সেই বৈঠকে রোগীর পরিবারকে ১১ জুন রাতের বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হয়। সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মাঝরাতে বুধুয়াকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগের গেটের সামনে একাধিকবার আসা-যাওয়া করতে দেখা গিয়েছে। রাত তিনটে নাগাদ হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে যান বুধুয়া। সেই সময়ও নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। এক অ্যাম্বুল্যান্সচালকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন বুধুয়া। তবে বুধুয়ার হাতে স্যালাইনের কোনও চ্যানেল না থাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের সন্দেহ হয়নি।

সুজন বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে, রোগীর সঙ্গে

> সরকার সঠিক তদন্ত করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করলে শাসকদল এবার বড় আন্দোলন দেখবে।
>
> **রাজেশ লাকড়া**
> *আদিবাসী নেতা*

পরিবারের কেউ থাকলে এই ঘটনা ঘটত না। হাসপাতালের এই বক্তব্যে অসন্তুষ্ট রোগীর পরিবার। প্রসঙ্গত, সোমবার দুপুরে হাসপাতালের পুরুষ বিভাগে থাকা কয়েকজন রোগীর পরিবারের মহিলা সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী পুরুষ হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর দেখাশোনা করতে রাতে ভিতরে থাকার অনুমতি দেয় না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় আমাকে এক হাসপাতালকর্মী রোগীকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। তাঁদের প্রশ্ন, যাঁর পরিবারে দ্বিতীয় পুরুষ ব্যক্তি নেই, সেই রোগীর দেখাশোনার জন্য তবে কি লোক ভাড়া করে আনতে হবে?

বুধুয়ার পরিবারের এক সদস্য এদিন বলেন, 'সমস্ত বিষয়টি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাব। আশা করছি, উনি এই ঘটনার সঠিক তদন্তের নির্দেশ দেবেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়া রোগীর মৃত্যুতে সরব হয়েছেন আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া। তিনি বলেন, 'সরকার সঠিক তদন্ত করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করলে শাসকদল এবার বড় আন্দোলন দেখবে।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'চিকিৎসাধীন আদিবাসী রোগীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরেও নিজের গাফিলতি এড়িয়ে যাচ্ছে হাসপাতাল। আমরা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি।' সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'এটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রীর চরম ব্যর্থতা।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জল ও জীবন।। *ঘোষপুকুরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের কৌশিক পাল।*

টোটোর দাপটে পিছিয়ে বাস মালিকরা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ জুন : একাধারে যেমন লাইসেন্স নেই, তেমনই দেওয়া হয় না কোনও রোড ট্যাক্স। তা সত্ত্বেও এশিয়ান হাইওয়ে এবং জাতীয় সড়কের ওপর অবাধে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো। যার জেরে এবার ব্যবসায়িক মন্দার সামনে পড়ছে স্বল্প রুটের বাসগুলি। অবস্থা এমন যে মালিকরা বাস বন্ধ করে দিতে চাইছেন। আর এর জন্যে প্রশাসনিক গাফিলতি এবং অবৈধ টোটোতে মানুষের যাত্রা করাকেই দায়ী করছেন বাস মালিকরা। এনিয়ে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক নবীনচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'পারমিট থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ বাস চালাচ্ছেন না, তা আমরা জানি। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁদের কী সমস্যা হচ্ছে তা কেউ জানাননি। এটা নিয়ে এখনও কেউ অভিযোগ জানাননি। আমি পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব এবং এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।'

অন্যদিকে, স্বল্প রুটের বাসের এক কর্মী গৌতম বোস বলেন, 'টোটো কখনও যাত্রী নিয়ে ময়নাগুড়ি আবার কখনও বীরপাড়া চলে যাচ্ছে। যাত্রীরা টোটোর ওপরেই ভরসা করছেন। প্রশাসনও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সেখানে বাস চালিয়ে দিনভর একজন কর্মীর মাত্র ১০০ টাকা আয় হচ্ছে।' একই দাবি অপর এক বাসের চালক সুনীল দাসের। তাঁর কথায়, 'সারাদিন বাস চালিয়ে বাসের মালিকের লাভ বলতে কিছুই থাকে না। তাই তাঁরা মনে করছেন, এভাবে বাস না চালানোই ভালো। তাই স্বল্প রুটের বাসগুলিকে মাঝেমধ্যে বাস টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।'

> **সমস্যা যেখানে**
>
> - বিনা লাইসেন্স ও রোড ট্যাক্সে এশিয়ান হাইওয়ে এবং জাতীয় সড়কে অবাধে টোটো চলছে
> - প্রশাসনিক গাফিলতি এবং অবৈধ টোটোতে মানুষের যাত্রা করাকেই দায়ী করছেন বাস মালিকরা
> - স্বল্প রুটে নিজেদের ইচ্ছামতো চলাচলের জন্যে যাত্রীরা টোটোর ওপরই ভরসা করেন
> - ফলে ছোট বাস মালিকদের ব্যবসায় টান পড়ছে

এদিকে এই বাসগুলি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর (আরটিও)-তে রোড ট্যাক্স, চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স, পারমিট সহ একাধিক প্রসঙ্গে রাজস্ব জমা করে থাকে। কিন্তু এব্যাপারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ বাস মালিকদের। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর অবশ্য হাইওয়ের ওপর টোটো চলাচলে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছিল। তবে জেলা স্তরে এক, দুইবার অভিযান চালানো ছাড়া আর কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। প্রতিবারই পরিবহণ দপ্তর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জানায়। আদতে তা হয়ে ওঠে না।

অনেক যাত্রী অবশ্য বিমাহীন টোটোতে যাত্রা করা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে টোটোর যাত্রীরা বিমার কোনও সুবিধা তো পাবেনই না, তেমনই ঝুঁকির যাত্রায় টোটোচালকদের একাংশের তিনচাকার গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এক যাত্রী বলেন, 'এটা ঠিক যে, টোটোচালকের একাংশের টোটো চালানোর অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনও বিমার সুবিধা না পাওয়ার আশঙ্কাই রয়েছে। কিন্তু স্বল্প রুটে নিজেদের ইচ্ছামতো চলাচলের জন্যে যাত্রীদের অনেকেই টোটোর ওপরই ভরসা করছেন।'

দুর্ঘটনায় মৃত ১

মালবাজার, ১৬ জুন : বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের, আহত হয়েছেন একজন। মৃতের নাম বাজলুর রশিদ বুলবুল (৩৩)। বাড়ি মাল ব্লকের তেশিমলার হায়হায়পাথার এলাকায়। সোমবার দুর্ঘটনাটি মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি হাসপাতালের কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে। বাইকে করে দুই তরুণ মালবাজার থেকে ওদলাবাড়ির দিকে আসছিলেন। বাইকটি দ্রুতগতিতে একটি ছোট গাড়িকে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে প্রথমে লোহার খুঁটি ও পরে একটি গাছে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন পাশের ঝোপে ছিটকে পড়ে যান। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি জখমদের উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। আঘাত গুরুতর হওয়ায় দুজনকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে আসার পথে মৃত্যু হয় বাজলুরের। অপর বাইক আরোহী অরুণ গুরুং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাইক দুর্ঘটনা

নাগরাকাটা, ১৬ জুন : নাগরাকাটা থেকে চম্পাগুড়ি হয়ে জিতি চা বাগানগামী রাস্তায় সোমবার বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন দুই তরুণ। আহতদের নাম অলোক মাহাতো ও দীপক ওরাওঁ। তাঁদের বাড়ি জিতি চা বাগানের নয়া লাইনে। বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের লোহার ব্যারিকেডে ধাক্কা মারলে দুই আরোহী ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। একজনের অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়।

বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : জাতীয় সড়ক ও জেলা পরিষদের অধীনে থাকা রাস্তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সোমবার জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বৈঠক হল। দোমোহনি থেকে আন্ডারপাস দিয়ে তিস্তা সেতুর দিকে যাওয়ার রাস্তার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। দ্রুত যাতে মেরামতির কাজ শুরু হয়, সেজন্য সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে (এনএইচএআই) ওই বৈঠকে আর্জি জানিয়েছেন। পাশাপাশি গড়ালবাড়ি এলাকায় জেলা পরিষদের একটি বেহাল সেতু নিয়েও জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে।

ছাগল চুরি

রাজগঞ্জ, ১৬ জুন : ছাগল চুরি করে শেষরক্ষা হল না। চুরি করা ছাগলটিকে তুলে পালানোর সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল টোটো। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়ে দুই মহিলা সহ তিন চোর। অপর একজন পলাতক। সোমবার রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহুডাঙ্গি বাজার এলাকায় ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ তিনজন চোরকে গ্রেপ্তার করে।

মশারি বিতরণ

নাগরাকাটা, ১৬ জুন : ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ রুখতে নাগরাকাটা ব্লকে ৬ হাজার মশারি বিতরণ শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সোমবার বামনডাঙ্গা, টন্ডু, ক্যারন, কলাবাড়ি চা বাগানে মশারি দেওয়া হয়েছে। মশারি বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক ম্যালেরিয়া ইনস্পেকটর সজল সরকার সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

কুমলাই চা বাগানের ক্রেশ।

ক্রেশের দায়িত্ব দিতে উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : শ্রম দপ্তর উত্তরবঙ্গের ৬৯টি চা বাগানে ক্রেশ তৈরি করেছে। কিন্তু সেগুলি পরিচালনার জন্য আগ্রহী স্বনির্ভর গোষ্ঠী পাচ্ছে না। তাই শ্রম দপ্তর ক্রেশগুলির দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিতে দ্বিতীয়বারের জন্য আবেদনপত্র চাইল। চলতি মাসের মধ্যে ৬৯টি ক্রেশের দায়িত্ব মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিতে তারা উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্য শ্রম দপ্তরের টি ডিরেক্টরেটের ওএসডি অমরনাথ মল্লিক বলেন, 'শীঘ্রই নতুন ৬৯টি ক্রেশ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

উত্তরবঙ্গে নির্মিত মোট ৭৬টি ক্রেশের মধ্যে আলিপুরদুয়ারের দলমোর, রামঝোরা, এথেলবাড়ি, মধু, তুলসীপাড়া, রিয়াবাড়ি ও বিজয়নগর চা বাগানের ক্রেশের দায়িত্ব আগেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৬৯টি ক্রেশ তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে দার্জিলিং জেলায় ৪৩টি, জলপাইগুড়িতে ১৩টি, উত্তর দিনাজপুর, কালিম্পং ও কোচবিহারে ১টি করে এবং আলিপুরদুয়ারে ১০টি ক্রেশ তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। গত মার্চ মাসে শ্রম দপ্তর ক্রেশগুলি পরিচালনার জন্য আবেদনপত্র চেয়েও পায়নি। আলিপুরদুয়ারে মাত্র সাতটি ক্রেশের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পরিচালনার দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিতে শ্রম দপ্তর পুনরায় আবেদনপত্র চেয়েছে। তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা নকুল সোনারের কথায়, 'প্রচণ্ড গরমে চা শ্রমিকরা বাগানে পাতা তোলার কাজ করছেন। কিন্তু চা বাগানের ভাঙাচোরা ক্রেশে শিশুদের গরমের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। দ্রুত নতুন ক্রেশগুলি চালু করা প্রয়োজন।'

শ্রম দপ্তর সূত্রে খবর, যে সমস্ত চা বাগানে ক্রেশগুলি নির্মাণ করা হয়েছে সেই এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আবেদন করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া ক্রেশে শিশু প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ রয়েছে কি না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। অধিকাংশ গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্রেশ দেখভালের মতো উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এমনকি যে বাগানে ক্রেশ রয়েছে সেখানে অভিজ্ঞ স্বনির্ভর গোষ্ঠী পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক চা বাগানে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কয়েক বছর ধরে

> শীঘ্রই নতুন ৬৯টি ক্রেশ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।
>
> **অমরনাথ মল্লিক**
> *ওএসডি, টি ডিরেক্টরেট, রাজ্য শ্রম দপ্তর*

সক্রিয় নেই। ফলে প্রথমবার শ্রম দপ্তর ক্রেশের দায়িত্ব দেওয়ার আবেদন চাওয়ার পর আলিপুরদুয়ারের সাতটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোনও গোষ্ঠী আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

ক্রেশগুলিতে ছয় মাস থেকে শুরু করে ছয় বছরের শিশুকে রেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা দেখভাল করবেন। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুষ্টির বিষয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা দেখবেন। বেশ কয়েক দফায় বিভিন্ন চা বাগানে সকাল সাতটা থেকে দুপুর দুটো, সকাল সাড়ে আটটা থেকে আড়াইটে অথবা সকাল নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ক্রেশে শিশুদের দেখাশোনা করা হবে। একটু বড় বয়সের শিশুদের প্রাকপ্রাথমিকের পড়াশোনা সহ খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকবে।

অন্ধকারে কারখানায় তালা

রাজগঞ্জ, ১৬ জুন : শ্রমিকদের না জানিয়েই বন্ধ করে দেওয়া হল মিলেনিয়াম সিমেন্ট কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কারখানা। আচমকাই কর্মহীন হয়ে পড়লেন শতাধিক শ্রমিক। ফলস্বরূপ, সোমবার প্রায় ৩ ঘণ্টা কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। রাজগঞ্জের একমাত্র সিমেন্ট কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত দত্ত এবং প্রাক্তন উপপ্রধান হেমন্ত রায়।

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের করতোয়া মোড়ের ওই কারখানাটিতে শনিবার শেষ কাজ করেন বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন। রবিবার তাঁরা কাজে এসে দেখেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ গেটে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, সহযোগী বাণিজ্যিক সংস্থা চুক্তি বাতিল করায়

রাজগঞ্জ

সাময়িকভাবে কারখানাটি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে ওই বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দেওয়া হল কেন? তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী।

ওই কারখানাটিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ১২০ জন শ্রমিক কাজ করেন। আগামী দুই মাস কারখানা বন্ধ থাকলে প্রত্যেকেই সমস্যায় পড়বেন বলে বক্তব্য। একইসঙ্গে না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করায় শ্রমিকদের আরও ক্ষোভ বাড়ছে। এদিন প্রতিবাদে শামিল হন আইএনটিটিইউসি-র জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি তপন দে ও রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি সলেমান মহম্মদ। তপন বলেন, 'হঠাৎ এভাবে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া যায় না। শ্রমিকরা খাবেন কী? তাহলে তাঁদের অন্তত পরিবার চালানোর মতো আর্থিক সাহায্য করতে হবে কারখানা কর্তৃপক্ষকে।'

বিক্ষোভরত কর্মহীন শ্রমিক রাজু রায় বলেন, 'কারখানায় কাজ করে আমার সংসার চলে। কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে মাথায় বাজ পড়েছে। সমস্যার কথা আগে জানানো যেত। এখন আমাদের অনুরোধ সংসার চালানোর জন্য আমাদের টাকা দিক মালিক।' কারখানার ম্যানেজার হিরালাল কর্মকারকে ফোনে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, তাঁর শরীর খারাপ।

মোষের গাড়ি ধরে তোলা দাবি

বীরপাড়া ও মাদারিহাট, ১৬ জুন : তোলাবাজিতে অভিযুক্ত মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম। তিনি দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক এবং ব্লক সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। মাদারিহাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গুন্ডা ট্যাক্স চাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন পশু ব্যবসায়ী সিরাজুল হক। গত ৫ জুন ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে তাঁর মোষবোঝাই গাড়ি আটকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ওই টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ব্যবসায়ী সিরাজুলের। মাদারিহাট থানা সূত্রের খবর, সাজিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬ (২) এবং ৩০৮(৩) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'তদন্ত চলছে।' তবে সাজিদ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তিনি জামিন পেয়েছেন।

ঘটনায় মাদারিহাটে তোলপাড় তৃণমূলের অন্দরমহল। কারণ মাত্র ৭-৮ বছরে জাঁদরেল জনপ্রতিনিধি হিসেবে মাদারিহাটে নজরে এসেছেন সাজিদ। জেলার প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম নজরে পড়ার মতো। বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে ২০১৮ সালে তৎকালীন ব্লক সভাপতি পদম লামার বদান্যতায় টিকিট পেয়েই খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ হন সাজিদ। ২০২৩ সালে ফের জিতে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হন। সাজিদের উত্থানে ট্র্যাক থেকে ছিটকে যান পোড়খাওয়া তৃণমূল নেতা রশিদুল আলমও। ব্লকে সাজিদের অনুগামীও রয়েছে। আবার তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীও রয়েছে তৃণমূলেই। সাজিদও বলছেন, 'আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। কারণ আমার উত্থান অনেকের সহ্য হচ্ছে না।'

সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'তৃণমূল দলটাই তোলাবাজের দল। এরা দিনদুপুরে তোলাবাজি করলেও সাধারণত প্রাণভয়ে মানুষ প্রতিবাদ করতে পারেন না।'

ডেঙ্গি ঠেকাতে

বেলাকোবা, ১৬ জুন : বর্ষায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এই রোগ যাতে মাথাব্যথার কারণ না হয়ে ওঠে, সেজন্য প্রশাসন এবার আগেভাগেই সতর্ক হয়েছে। ডেঙ্গি রুখতে সোমবার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা অভিযান চালানো হয়। পঞ্চায়েতের সচিব জেসমিন পারভিন ওই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। বিবেকানন্দ কলোনি, সাহেববাড়ি, বাবুপাড়া, সোনার বাড়ি, কেবলপাড়াতে প্রচারাভিযান চালানো হয়। মশারি ব্যবহারের পাশাপাশি মশার লার্ভা যাতে কোথাও না জন্মায় সে বিষয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সর্তক করা হয়।

বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : জেলার মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে সোমবার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে একটি বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক রৌনক আগরওয়াল সহ জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। শিল্পক্ষেত্রে কোম্পানিগুলির কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে আরও বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, এছাড়াও একাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ময়নাগুড়িতে নিরাপত্তারক্ষীবিহীন এটিএম কাউন্টার।

বেশিরভাগ এটিএমে নিরাপত্তার অভাব

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৬ জুন : জলপাইগুড়ি জেলার বেশিরভাগ এটিএম নিরাপত্তাবিহীন। পুলিশের তরফে বারবার এই এটিএম কাউন্টারগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরা ও অ্যালার্মিং সিস্টেম রাখতে বলা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, ব্যাংক ও এটিএমের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ এটিএমগুলিতে নিরাপত্তারক্ষী রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু ব্যাংক ও এটিএম কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ মানছে না। ফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হবে বলে জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ফের চিঠি দিয়ে সমস্ত এটিএম কর্তৃপক্ষকে নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হবে। প্রতি রাতে পুলিশের তরফে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার বিভিন্ন এটিএম কাউন্টারে টহলদারি চলে। অনেকক্ষেত্রে সেসব জায়গায় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু জেলায় প্রচুর এটিএম কাউন্টার রয়েছে। সব জায়গায় সব সময় পুলিশ রাখা সম্ভব হয় না।'

বৌলবাড়ির ঘটনার পর সোমবার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিরা ময়নাগুড়ি থানায় যান। তিন সদস্যের ওই প্রতিনিধিদলে শিলিগুড়ি রিজিওনের ম্যানেজার, রিজিওনের সিকিউরিটি চিফ ও ওই ব্যাংকের আরেকজন আধিকারিক ছিলেন। তাঁরা পুলিশের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এটিএম কাউন্টারগুলিতে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছেন। লুটের ঘটনার পর তাঁরা গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। পাশাপাশি এদিন নিরাপত্তার বিষয়ে তাঁরা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গোটা জলপাইগুড়ি জেলায় কয়েক হাজার

> ফের চিঠি দিয়ে সমস্ত এটিএম কর্তৃপক্ষকে নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হবে। প্রতি রাতে পুলিশের তরফে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার বিভিন্ন এটিএম কাউন্টারে টহলদারি চলে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি*

এটিএম কাউন্টার আছে। শিলিগুড়ি রিজিওনাল এলাকায় শুধু একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ১৭৬টি এটিএম কাউন্টার রয়েছে। পুলিশ সুপারের কথায়, 'কম গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত জায়গায় রাতে এটিএম কাউন্টারের দরকার নেই সেখানে এটিএমগুলি বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে। বৌলবাড়ি এটিএম কাউন্টারটিতে অনেক টাকা ছিল। কিন্তু কেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়নি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নেই বিদ্যুৎ, গরমে নাজেহাল শিশুরা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৬ জুন : উত্তরের জেলাগুলিতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। সকাল ৮টার পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাপমাত্রা। এই অবস্থায় হলদিবাড়ি ব্লকের অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় ব্যাপক ভোগান্তি হচ্ছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অন্তঃসত্ত্বা এবং ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা পায় কচিকাঁচারা। তবে এই প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে শিশুরা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে প্রাকপ্রাথমিকের পড়াশোনা শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারাচ্ছে ওরা। এত গরমে অভিভাবকরাও বাচ্চাদের পাঠাচ্ছেন না।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শৈলবালা রায়। তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েছি। আমাদের কর্মীরা বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছেন। ইতিমধ্যে সেবিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে।' হলদিবাড়ি সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প সূত্রে খবর, ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। শিশুদের জন্য ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বর্তমানে হলদিবাড়ি ব্লকে ২৪২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত কোনও কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। হলদিবাড়ির সিডিপিও প্রীতম সাঁতরা জানান, নিজস্ব ভবন আছে এমন ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ ও পাখা লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪২টি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ শেষ করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে বাকি কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।

অভিভাবক বুধোবালা রায়ের কথায়, 'সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাচ্চাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে থাকতে হয়। দিনের এই সময়টা প্রচণ্ড গরম থাকে। তাই বাচ্চাকে কেন্দ্রে পাঠাই না। রান্না হয়ে গেলে আমি গিয়ে খাবার নিয়ে আসি।' একই কথা জানিয়েছেন কুলসুমা বেগম, মিনতি বর্মন, সুপ্রিয়া মল্লিকের মতো একাধিক অভিভাবক। অন্তঃসত্ত্বা নন্দিনী মণ্ডলের মতে, 'তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলের পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ফ্যানের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।' এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী বিজয়া দাস জানান, এত গরম হাতেগোনা কয়েকজন বাচ্চা কেন্দ্রে আসে। বাকিরা এসে শুধু খাবার নিয়ে যায়। এর ফলে ওদের প্রাকপ্রাথমিকের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।' অভিভাবক প্রতিমা রায়ের কথায়, 'আগে ছেলেকে নিয়ে প্রতিদিন বাড়ির পাশের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেতাম। কিন্তু এখন গরমের জন্য ছেলে যেতে চায় না।'

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা কুড়ারপাড় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় অন্তঃসত্ত্বারা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। গরমের হাত থেকে মুক্তি পেতে ফ্যান লাগানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে শিশুরা।

শঙ্কার সেতু

পুনের ইন্দ্রায়ণী নদীর সেতু ভেঙে জলে পড়ে গিয়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনার পর দেশজুড়ে অন্য সেতুগুলির অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরকারিভাবে স্বীকার করা না হলেও উত্তরবঙ্গের বহু সেতুরই বেহাল অবস্থা। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আলিপুরদুয়ার

বিপজ্জনক সেতু : ২১টি

বীরপাড়ায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগেন্ডা নদীর সেতু, বীরপাড়ার শিশুঝুমরায় হাওড়াধুরা এবং মুসলিমধুরার রাস্তার সেতু, আলিপুরদুয়ার-২ এবং কুমারগ্রাম ব্লকের সীমানায় মরা রায়ডাক নদীর সেতু, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে সোনাপুর কলোনি মোড় থেকে খয়েরবাড়ি রাস্তায় বুড়ি নদীর সেতু, মথুরা থেকে নাথুয়াটারি যাওয়ার রাস্তায় চোপরো নদীর সেতু, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ৮ মাইল এবং উত্তর সোনাপুর এলাকায় কুমাই নদীর ২টি সেতু, কুমারগ্রামের এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন বালুঝোরা সেতু, কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ি ডাহারু চৌপথি রোডে ঘোলানি ২ নম্বর সেতু, পুখড়িগ্রাম মধ্য হলদিবাড়ি রুটে ঘোলানি ৩ নম্বর সেতু, ফালাকাটার জটেশ্বর গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় বিরকিটি নদীর সেতু, জটেশ্বর দেওগাঁও সীমানায় মুজনাই নদীর বক্সিমেরঘাটের সেতু, জটেশ্বর খগেনহাট রোডে তাতাসি নদীর সেতু, ফালাকাটার ৮ মাইলে উড্ডা নদীর পাকা সেতু, রাঙ্গালিবাজনা ফালাকাটা রোডে মরাতোর্ষা নদীর ওপর সেতু

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ গ্যারগেন্ডা সেতু
১৯৬৮ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর বীরপাড়া থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কটি সম্প্রসারিত করা হয় ওই সময় তৈরি করা হয় গ্যারগেন্ডা নদীর সেতুটি। ২০১৫ সালে অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙেছিল। এবছর অ্যাপ্রোচ রোড ভাঙার পাশাপাশি বসে গিয়েছে সেতুটি। কারণ পূর্বদিকের পিলার বসে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নোজ। ঝুঁকি নিয়ে গ্যারগেন্ডা সেতু পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে যাতায়াত করছে হাজার হাজার ভারী গাড়ি।

■ বঙ্কিম সেতু
ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও এবং জটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় মুজনাই নদীর ৮-১০টি ঘাটে আজও সেতু তৈরি করা হয়নি। আর কমবেশি ৫০ হাজার মানুষের ভরসা একমাত্র বঙ্কিমেরঘাটের পাকা সেতুটি ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যান চলাচল করলে দুলতে থাকে সেতুটি।

■ তাতাসি সেতু
জটেশ্বরের তাতাসি নদীর সেতুর লোহার পাতগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। রেলিং নিশ্চিহ্ন। বিপজ্জনক সেতুর ওপর দিয়ে বাস, মালবোঝাই ট্রাক এবং শ'য়ে শ'য়ে ছোট গাড়ি চলাচল করে।

■ মরাতোর্ষা সেতু
ফালাকাটার ৫ মাইলের কাছে মরাতোর্ষা সেতুটি প্রায় ৩৫ বছর আগে তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে রাঙ্গালিবাজনা পাঁচ মাইল রোড পাকা করা হয়। প্রায় ৫০ হাজার মানুষের ভরসা সেতুটির রেলিংয়ের বেশিরভাগ অংশ বিচ্ছিন্ন।

■ উড্ডা সেতু
৩ এপ্রিল ফালাকাটার ৮ মাইলে উড্ডা নদীর সেতুর মাঝের অংশ বসে যায়। আজও মেরামত করা হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে সেতু পারাপার করছেন হাজার হাজার মানুষ।

■ বালুঝোরা সেতু
সংকোশ চা বাগান, সংকোশ ও কুমারগ্রাম বনবস্তি সর্বোপরি ভুটানের কালিখোলা (লেময়জিংখা) মহকুমা শহর যাতায়াতের প্রধান রাস্তায় বিপজ্জনক বালুঝোরা সেতু পারাপার চলছে ঝুঁকি নিয়ে।

■ বুড়ি সেতু
সোনাপুর কলোনির বুড়ি নদীর সেতুর খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আট বছর আগে। জেলা পরিষদ পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার করলেও পরে বাতিল হয়। পুনরায় টেন্ডার হয়নি।

জলপাইগুড়ি

বিপজ্জনক সেতু : ১১টি

বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কূর্তি, চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাগরাকাটা চা বাগানের সুখানি, লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের লুকসান মোড়ে কুজি ডায়নার লালপুল, গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর নোনাই, রাজগঞ্জ ব্লকে একাধিক গ্রাম সংযোগকারী তিস্তা লিংক ক্যানালের সেতু, বেলাকোবার বক্সীপাড়ার ক্যানাল সেতু, গৌরীহাটে করলা নদীর ওপর ভেঙে থাকা সেতু।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ কূর্তি সেতু
সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করে প্রশাসনিক স্তর থেকে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে বহু আগেই। তবুও বিকল্প না থাকায় ওই সেতুর ওপর দিয়েই কার্যত প্রাণ হাতে করেই চলছে যাতায়াত। ওই পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার বাসিন্দার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কূর্তি সেতু।

■ লালপুল
বছর চারেক আগে প্রবল জলস্ফীতির কারণে নাগরাকাটা ব্লকের লুকসানের কুজি ডায়না নদীর ওপর শতবর্ষ প্রাচীন লালপুলের পিলার বসে যায়। তারপর থেকে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আশপাশের চ্যাংমারি, ধরণীপুর, ক্যারন চা বাগান সহ লালঝামেলা বস্তির বাসিন্দাদের ঘুরপথে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

■ ব্রিটিশ আমলের সেতু
নাগরাকাটা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাগোয়া একটি প্রাচীন সেতুর দশাও বেহাল। ভারী ট্রাক যাতায়াত তো দূরের কথা, ট্র্যাক্টর গেলেও সেতু দুলতে থাকে। নাগরাকাটার পাশাপাশি লাগোয়া হিলা চা বাগানের বাসিন্দাদেরও যাতায়াতের ভরসা ওই একমাত্র জীর্ণ সেতুই। বহুবার নানা স্থানে শ্রমিকরা দরবার করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

■ নোনাই সেতু
গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে নোনাই সেতু। ৭ বছর আগে সেতুটি মাঝবরাবর বসে যাওয়ার পর আজও সংস্কার হয়নি। ডাইভারশন তৈরি করে দেওয়া হলেও সেখানে হাইট বার রয়েছে। তাই সেখান দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ। বিপৎসংকুল অরণ্যপথে চলছে টোটোরিকশা ও ছোট গাড়িতে ঝুঁকির যাতায়াত।

■ ক্যানালের ওপর সেতু
রাজগঞ্জ ব্লকের উত্তর শিমুলগুড়ি, মেনঘরা, দক্ষিণ শিমুলগুড়ি, কুন্দরদিঘির মতো গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগকারী তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালের ওপর সেতু যেন মরণফাঁদ। যে কোনওদিন ভেঙে যেতে পারে। ছোট গাড়ি গেলেই সেতু দুলতে থাকে।

কোচবিহার

বিপজ্জনক সেতু : ২৩টি

কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গার রাসমোহনেরঘাট সেতু, দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু, উত্তর বড় হলদিবাড়ির তেঁতুলতলা, দেওয়ানগঞ্জের গিরিয়ার মোড়, আলসিয়ার মোড়, বেলতলি, পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনের সেতু, কুচলিবাড়ির সতী নদীর শীতলা সেতু, আক্রার বাজার সংলগ্ন সেতু, খুঠামারা নদীর ওপর দেওশাল সেতু, গিরিধারী নদীর ওপর দেবনাথপাড়া সেতু, রত্নাই নদীর ওপর মাদুরঘাট সেতু, সিঙ্গিমারি নদীর বোচারঘাট সেতু, নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়ারছড়া নদীর সেতু, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন সেতু, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিউলি সেতু, ঘোকসাডাঙ্গা-আটপুকুরি রাস্তার সেতু, জয়ন্তীরহাট পারডুবির মাঝে দোলং নদীর সেতু, ফেশ্যাবাড়িতে শালটিয়ার সেতু, মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে উপেন বর্মন সেতু, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের জমেরডাঙ্গা এলাকার খোঁড়া নদীর সেতু, উত্তর ধলপল এলাকার সেতু, জামালদহ-রানিরহাট রাস্তার সুটুঙ্গা সেতু

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ **দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু**
দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময় সেতুটি দোলে। বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেও লাভ হয়নি। কয়েকদিন আগেই পাশ্ববর্তী সিতাইয়ের গিরিধারী নদীর সেতুটি ভেঙে পড়েছে

■ **হলদিবাড়ির সেতু**
২০১৯ সালের নভেম্বর হলদিবাড়ি ব্লকের পাঁচটি বেহাল সেতুকে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সেতুগুলির দুই প্রান্তে হাইটবার লাগানো হয়েছে। উত্তর বড় হলদিবাড়ির তেঁতুলতলা, দেওয়ানগঞ্জের গিরিয়ার মোড়, আলসিয়ার মোড়, বেলতলি ও পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে থাকা সেতুর বেহাল অবস্থা।

■ **শীতলা সেতু**
মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির সতী নদীর শীতলা সেতুর দুই ধারে রাস্তা ধসে গিয়েছে। সেতুর লোহার খুঁটি মরচে পড়ে ক্ষয়ে হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলছে।

■ **রাসমোহনের ঘাটের সেতু**
কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাসমোহনের ঘাটে ৪০ বছরের পুরোনো লোহার সেতু খুবই দুর্বল। কাঠামো দুর্বল হওয়ায় সেতুতে উঠলে তা রীতিমতো দুলতে থাকে।

■ **চকিয়ারছড়া সেতু**
নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়ারছড়া নদীর ওপর দুর্বল লোহার সেতু দিয়ে গাড়ি পারাপার হওয়ার সময় সরু সেতুটি দুলতে থাকে।

■ **শিমুলগুড়ি ও শিউলি সেতু**
মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন শিমুলগুড়িতে উপনি নদীর কাঠের সেতুর পাটাতনের একাংশ খুলে গিয়েছে। মরচে ধরে লোহার খুঁটির সংকটজনক অবস্থা। ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ। তবে টোটো ও বাইক গেলেও সেতুটি কেঁপে ওঠে। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়াবুড়ি এলাকায় শিউলি সেতুর খুঁটিতে মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। রেলিংও ভেঙে গিয়েছে। ভারী যানবাহন চলাচলের সময় দুলতে থাকে সেতুটি।

■ **শালটিয়া সেতু**
ফেশ্যাবাড়িতে শালটিয়ার ওপর ভগ্নপ্রায় সেতুতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার চলে। রেলিং ভেঙে গিয়েছে। লোহার খুঁটি মরচে ধরে ক্ষয়ে গিয়েছে। গাড়ি পারাপারের সময় সেতু দুলতে থাকে।

■ **উপেন বর্মন সেতু**
মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে ধরলা নদীর ওপর উপেন বর্মন সেতুর একটি পিলারে ফাটল ধরেছে। ৫ বছর আগে পূর্ত দপ্তরের তরফে সেতুটি দুর্বল ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সেতুর দুইদিকের হাইটবার ভেঙে যাওয়ায় সেতুটি সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে।

■ **খোঁড়া নদীর সেতু**
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের যমেরডাঙ্গা এলাকায় খোঁড়া নদীর ওপর প্রায় তিন দশক আগে একটি লোহার পিলারযুক্ত সেতু করা হয়। বর্তমানে পিলারে মরচে পড়েছে। সেতুটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। উত্তর ধলপল এলাকায় প্রায় দুই দশক আগে জেলা পরিষদের অর্থসাহায্যে পাকা সেতু করা হয়। বর্তমানে সেতুটিতে ফাটল দেখা গিয়েছে।

■ **সুটুঙ্গা সেতু**
জামালদহ-রানিরহাট সংযোগকারী রাস্তার সুটুঙ্গা সেতুর নীচ থেকে অবাধে বালি তোলার ফলে সেতুটিতে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা গিয়েছে। যানবাহন চলাচল করলে দুলতে থাকে এই সেতুটি।

মন্ত্রী বলছেন

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আমরা রাস্তাঘাটের পাশাপাশি সেতু তৈরির কাজ করছি। তবে, সবটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাজেটের মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। বাকি কাজ পূর্ত দপ্তর করছে।

-উদয়ন গুহ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

নিজেদের ক্ষোভের কথা জানাচ্ছেন মহিলারা। সোমবার ময়নাগুড়িতে।

হাতপাখা নিয়ে বিক্ষোভ

বারো বছর ধরে ভোগান্তি লো ভোল্টেজে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৬ জুন : এক যুগ ধরে গোটা বুথটিতে লো ভোল্টেজ। ফ্যান চলে না। আলোর তীব্রতা একেবারেই কম। টোটো কিনে অনেকে বিক্রি করে দিয়েছেন, কারণ টোটোর ব্যাটারি চার্জ দেওয়া যায় না। জলের পাম্পও চালানো যায় না। কিন্তু এর কোনও সুরাহা হয়নি বারো বছরে। সোমবার তাই ময়নাগুড়ির রথেরহাটের মহিলারা হাতপাখা নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে। দপ্তরের আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পর সমস্যার সমাধানের দাবিতে দাবিপত্র জমা দিলেন মহিলারা। বিদ্যুৎ দপ্তরের ময়নাগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তথা স্টেশন ম্যানেজার আখতার সর্দার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাঁর কথায়, 'নতুন এসেছি। বিষয়টি জানা ছিল না। এদিন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। এদিন ওই এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার ১৬/১৮৬ নম্বর বুথের চৌষট্টিজন বাসিন্দার বাড়িতে নিজস্ব বিদ্যুতের মিটার লাগানো রয়েছে। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিলও আসে। গ্রাহকরা সেই বিদ্যুৎ বিল সঠিক সময়ে দপ্তরের ময়নাগুড়ি শহরের অফিসে এসে জমা দেন। কিন্তু পরিষেবা কি ঠিকঠাক পান? গলদটা সেখানেই।

অভিযোগ গত বারো বছর ধরে ওই বুথ এলাকায় লো ভোল্টেজ থাকে সর্বদাই। স্থানীয় বাসিন্দা চৈতালি রায়ের কথায়, 'বাড়িতে শিশু এবং বয়স্কদের নিয়ে নাজেহাল অবস্থা। কোনও ফ্যান দিনেরবেলাতেও ঘোরে না। রাতে তো অনেক দূরের কথা।'

তাঁদের অভিযোগ, আনুমানিক দশ বছর আগে ময়নাগুড়ি শহরের বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে এই বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। অসহ্য গরমে শিশু এবং বাড়ির বয়স্ক, অসুস্থদের নিয়ে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়।

ক্ষুব্ধ মহিলারা এদিন তাই হাতপাখা নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের ময়নাগুড়ি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে এসে উপস্থিত হন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। স্থানীয় বাসিন্দা বিমলা রায়ের গলাতেও ভোগান্তির সুর স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'বছরের পর বছর ধরে একই ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে আমাদের। কোনও কিছুই ঠিকভাবে চলে না, না ফ্যান চলে, না লাইট জ্বললে কিছু দেখা যায়।' তিতিবিরক্ত এলাকাবাসী কণিকা রায়, দীপক রায়রা জানালেন, সাতদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান দাবি করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনও সুরাহা না হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায়ও এই দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে নেন। তিনি বললেন, 'এটা এই এলাকার অনেকদিনের সমস্যা। টোটোর ব্যাটারি চার্জ দেওয়া যায় না বলে অনেকে বিক্রি করে দিয়েছেন।'

দুর্ভোগের কথা

- প্রায় বারো বছর ধরে চূড়াভাণ্ডারের রথেরহাটে লো ভোল্টেজের সমস্যা
- আলো জ্বললেও তার তীব্রতা সেরকম থাকে না, ফ্যানও ঘোরে না
- টোটোর ব্যাটারি চার্জ দিতে না পারায় অনেকে টোটো বিক্রি করে দিয়েছেন
- দশ বছর আগে এলাকাবাসী এই সমস্যা নিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন

বাবা-ই ভরসা।। *জলপাইগুড়ি শহরে। ছবি : মানসী দেব সরকার*

বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি

নাগরাকাটা, ১৬ জুন : বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল অ্যান্ড্রিউ ইউল কর্তৃপক্ষ। সোমবার কলকাতায় কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ ওই সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বানারহাট, নিউ ডুয়ার্স, কারবালা এবং চুনাভাটি চা বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধিরা। সেই বৈঠকে এদিন একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে বকেয়া মজুরি দেওয়া শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

বকেয়া মজুরির পাশাপাশি আরও পাঁচটি ইস্যুতে চুক্তি হয়। সেখানে বলা হয়েছে, স্টাফ, সাব-স্টাফদের সাল ছুটির টাকা ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে। স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের মে মাসের বকেয়া বেতন ২৩ জুনের মধ্যে এবং প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে।

এদিনের বৈঠকের নির্যাসে সন্তুষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধিরা। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বাবুন গোপ বলেন, 'চুক্তি হয়েছে ভালো কথা। তবে এসব সিদ্ধান্ত যেন সঠিকভাবে বলবৎ হয়, সেটা কোম্পানিকে নিশ্চিত করতে হবে।' বাগানগুলিতে সময়মতো সার, রাসায়নিকের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখা না হলে উৎপাদনও ভালো হবে না, সেকথা পরিচালকদের আবার বলা হয়েছে। পাশাপাশি অ্যান্ড্রিউ ইউলের টি ডিভিশনের দায়িত্ব যাতে একজন দক্ষ লোকের হাতে দেওয়া হয়, সেই দাবিও জানানো হয়েছে।

যৌথ মঞ্চ বাগান বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক আজাদ গোস্বামী বলেন, 'শ্রমিকরা সমস্তরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে তাঁদের কথাও কোম্পানিকে ভাবতে হবে। এত অনিশ্চয়তা নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না।'

প্রতারককে গ্রেপ্তারের দাবি

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ১৬ জুন : চা বাগানের দরিদ্র মহিলাদের গোষ্ঠী তৈরি করে বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে টাকা তুলে প্রতারণা করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জয় চিকবড়াইককে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। জয়কে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার বিভিন্ন চা বাগানের কয়েকশো প্রতারিত মহিলা মেটেলি থানায় বিক্ষোভ দেখান। প্রতারিত মহিলাদের সঙ্গে এদিন মেটেলি থানায় গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জোশেফ মুন্ডা।

তিনি বলেন, 'মূল অভিযুক্ত জয় চিকবড়াইককে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। মেটেলি থানার আইসির সঙ্গে কথা হয়েছে।' মেটেলি থানা জানিয়েছে, পলাতক জয়ের খোঁজ চলছে। জয়ের বিরুদ্ধেই চা বাগানের মহিলাদের আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগ আছে। ওই কাজে তার কয়েকজন সঙ্গীও আছে।

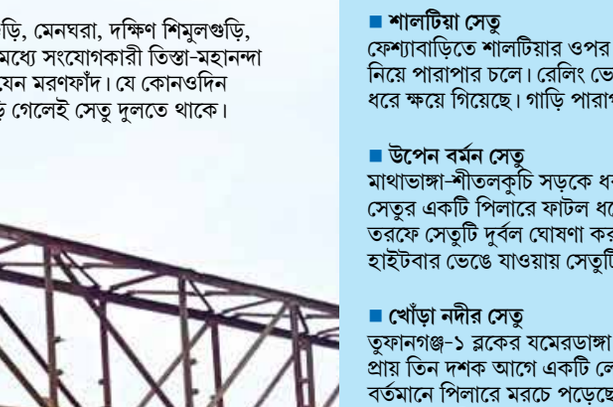

মেটেলি থানায় প্রতারিত মহিলারা।

মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলি এখন ঋণের কিস্তি মেটানোর জন্য চা বাগানের মহিলাদের চাপ দিচ্ছে। প্রতারিত মহিলারা ইতিমধ্যে প্রতারণাচক্রের মূল মাথা জয় সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মেটেলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ওই অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি নেওড়া চা বাগানের বাসিন্দা প্রেমচাঁদ মাহালি এবং ইয়ংটং চা বাগানের বাসিন্দা সঞ্জয় মাহালিকে গ্রেপ্তার করে।

মূল অভিযুক্ত জয় চিকবড়াইককে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। মেটেলি থানার আইসির সঙ্গে কথা হয়েছে।

- জোশেফ মুন্ডা
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা

গত সপ্তাহেও তৃণমূল নেতা জোশেফ মুন্ডার নেতৃত্বে প্রতারিত ওই মহিলারা মালবাজার এবং চালসার বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির অফিসে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন।

মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির কর্মীরা যাতে প্রতারিত মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে কিস্তি দিতে আপাতত চাপ না দেন, এই আবেদন জানানো হয়। মাল মহকুমা শাসকের কাছেও প্রতারিতরা ইতিমধ্যে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
56 A B.T. Road, Kolkata-700050

Admission Notice : FC/UG/05/25 Dated : 17/06/2025

Online application are invited for admission to 4(four)-year Under Graduate Programme under the National Curriculum and Credit Framework (NCCF) in the following subjects:

1) Subjects under Faculty of Fine Arts:
Rabindra Sangeet, Vocal Music, Dance, Drama, Instrumental Music, Percussion and Western Classical Music

2) Subjects under Faculty of Visual Arts:
Painting, Sculpture, History of Art, Graphics-Printmaking and Applied Art.

Application Forms can be filled up Online on the University admission portal https://online.rbu.net.in from 18/06/2025 to 01/07/2025.
For further details, please visit the University website (www.rbu.ac.in) and admission portal (https://online.rbu.net.in).
For the subjects under the Faculty of Arts please follow the W.B. Centralized Admission Portal.

Sd/-
Secretary, Faculty Councils

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২ আষাঢ় ১৪৩২

ঘৃণার যুদ্ধ

বিদ্বেষের জাল গ্রাস করছে পৃথিবীকে। সেই বিদ্বেষের তীব্রতা বিশ্বে নতুন করে যুদ্ধ ডেকে আনছে। এই বিদ্বেষের অন্যতম কারণ উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনা। আরেক কারণ ধর্মীয় বিভাজন। ইজরায়েল-ইরান সংঘাতকে ধর্মযুদ্ধ বলা যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধ ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে। একদিকে ইহুদি জনগোষ্ঠীর তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ, অন্যদিকে ইহুদিদের প্রতি মুসলিম বিশ্বের একাংশের চরম ঘৃণা চরমসীমায় পৌঁছানোয় ভয়ংকর এই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধটা পশ্চিম এশিয়ায় হলেও অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ, আমেরিকাজুড়ে। ওই দুই মহাদেশের অধিকাংশ দেশ ইরানের বিরুদ্ধাচরণ করছে মুসলিম বিদ্বেষের কারণেই। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি খ্রিস্টান ধর্ম প্রভাবিত দেশ কার্যত তেল আভিভকে নিঃশর্তে সমর্থন করছে। বর্তমান বিশ্বে দক্ষিণপন্থার কান্ডারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সর্বশক্তি নিয়ে ইরানে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছেন। পশ্চিম এশিয়ার মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে তেহরান আগাম হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে একই বিদ্বেষের কারণে।

পৃথিবীতে ইহুদিদের একমাত্র দেশ ইজরায়েলের পাশাপাশি ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলি ইরানের চোখে ধর্মীয় শত্রু। বিপরীতে শিয়া-সুন্নি বিভেদে মুসলিম বিশ্ব কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত। অনেক মুসলিম দেশ ইরানের বিরোধিতায় শামিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে ইরানের বর্তমান শাসকরা একধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া। এই চেতনায় ইরানের সব মানুষ বিশ্বাস না করলেও আয়াতুল্লা খামেনেই-এর জমানা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

সংযত না হলে এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণাম হতে পারে। যদিও ভূখণ্ড দখলের মতো সাম্রাজ্যবাদী অভিযান এই যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। এই সংঘাতের পিছনে রয়েছে অপরের ধর্মকে কোণঠাসা, এমনকি নির্মূল করার বাসনা। যে কারণে ইরানের প্রধান শাসক আলি খামেনেইকে ইজরায়েলের শাসকদের প্রাণে খতম করার পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও তার পরিণাম ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে আঁচ করে তেল আভিভকে আপাতত নিরস্ত করেছেন ট্রাম্প।

নিরস্ত করেছেন বলে সেই পরিকল্পনা হিমঘরে নাও চলে গিয়ে থাকতে পারে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ধিকিধিকি করে জ্বলে। যে আগুনে ছারখার হয়ে যেতে পারে অনেককিছু। সেই পরিস্থিতি তৈরি হলে বদলে যেতে পারে বিশ্বের অনেক সমীকরণ। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে মেরুকরণ যেমন অশান্তি ডেকে আনছে, ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ চলতে থাকলে তেমনই বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উন্মাদনা আরও উসকে ওঠা অসম্ভব নয়।

ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েলের তিক্ততা চলছে দশকের পর দশক। সেই বিরোধ পৃথিবীব্যাপী মেরুকরণের প্রভাবে চরমাকার নিয়েছে বলে হামাস প্রথমে ইজরায়েলে হামলা ও অপহরণের মতো ঘৃণ্য কাজ করেছিল। বদলা নিতে প্যালেস্তাইনকে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে দক্ষিণপন্থার আরেক প্রতিভূ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। প্যালেস্তাইনকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে এই সুযোগে নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে মরিয়া ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

একথা স্পষ্ট যে, নেতানিয়াহু বা খামেনেই নিজেদের শাসন সুরক্ষিত রাখতে ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দিচ্ছেন ভয়ংকরভাবে। নিজের ঘরে আগুন লাগতে পারে বুঝেও নিজেদের লক্ষ্যে অনড় তাঁরা। ধর্মের এই রোষানল মানবতার পাশাপাশি সভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর চরম আঘাত হানছে এই যুদ্ধ।

সংঘাতে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, তেমনই ধ্বংসও হচ্ছে। দু'দেশের বিমানঘাঁটি, অস্ত্রাগার, তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের ওপর হামলায় সেই ধ্বংসের চেহারাটা স্পষ্ট। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোটি কোটি টাকার সম্পদ শুধু নয়, অত্যন্ত দক্ষ বিজ্ঞানীদের নির্মূল করা হচ্ছে। যে ধ্বংস হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে, মায়ানমার, সিরিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক দেশের ঘরোয়া যুদ্ধেও। বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনাকে বিনষ্ট করে সভ্যতাকে পিছিয়ে দেওয়ার মারণযজ্ঞ শুরু হয়েছে পৃথিবীতে। এ যুদ্ধ ঘৃণার, বিদ্বেষের।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তিন যুদ্ধের স্মৃতি ভোলা খুব কঠিন

ইদানীং শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ হুংকার পৃথিবীজুড়ে। কোথাও সরকারিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, কোথাও হয়নি।

অশোক ভট্টাচার্য

যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশে চর্চার মাঝে ছোটবেলার আমার কিছু কথা আজও মনে পড়ে। তিনটি যুদ্ধের কথা আমার স্মরণে যা আছে, তা নিয়েই আমার কিছু কথা।

যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের কয়েকটি দিনের। সেই প্রথম সাইরেনের আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা কেমন, তখনই তা বুঝেছিলাম। সেই সময় থেকেই যুদ্ধ নিয়ে মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। শিলিগুড়িতে আমার অনেক স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেও সেই সময় যুদ্ধ নিয়ে আমার মতোই মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে সেই সময়ে ট্রেঞ্চে ঢুকতে হয়নি।

প্রথমে শুনেছিলাম, চিনারা কালিম্পং হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকবে। পরে দেখলাম, চিনাবাহিনী ম্যাকমোহন লাইন পেরিয়ে নেফার বোমডিলা হয়ে অসমের তেজপুরের কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন আমাদের বাড়িতে রাখা হত যুগান্তর পত্রিকা। খবর শোনার জন্য একমাত্র ভরসা ছিল রেডিও। আকাশবাণীতে তিনজনের খবর শোনার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষায় থাকতাম। বাংলা সংবাদের তিন পাঠক বা পাঠিকারা ছিলেন তখন নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ আর বিজন বোস। তাঁরা সংবাদ পাঠ করতেন ভারতীয় সৈন্যরা কীভাবে 'বীর বিক্রমে' পশ্চাদপসরণ করছে। শুনতে শুনতে খুব কষ্ট পেতাম।

সেই সময় দেখতাম পাড়ায় পাড়ায় দেশপ্রেমের আবেগ ছড়িয়ে পড়তে। পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার পড়ত 'চিনের ড্রাগন ভারত ছাড়ো'। আমার কাকা জগদীশ ভট্টাচার্য তখন শিলিগুড়ি-কার্সিয়াং কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ফলে আমাদের পরিবারেও দেশপ্রেমের আবেগের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছিল। কংগ্রেস ও সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হত, 'আমেরিকা আমাদের বন্ধু দেশ'। সেখান থেকে অস্ত্র কিনতে হবে, এর জন্য সোনা দরকার।

বাঘা যতীন পার্কে এক জনসভা হল। সভায় রাজ্যের তখনকার কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁরা উপস্থিত সকলের কাছে সোনার গয়না দান করবার আহ্বান জানান। বলেছিলেন অস্ত্র কিনতে সোনা দরকার। অনেককেই দেখেছি সাড়া দিয়ে সোনার গয়না দান করতে। আমার মাকেও দেখেছিলাম আবেগে হাতের দুটি সোনার চুড়ি দান করতে। এভাবে বহু সোনার গয়না কাপড়ের পুটুলি করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। রাজনীতির কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু দেশপ্রেমের আবেগের কথা মনে পড়ে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর কর্মীদের দেখলেই আমরা বন্ধুরা মিলে স্যালুট দিতাম। চিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবার কথাও কিছু কিছু মনে আছে। শিলিগুড়িতে থাকত একজন চিনা মহিলা। সে ছিল পাগল। একদিন কিছু মানুষ সেই চিনা মহিলাটিকে বলল চিনের এজেন্ট এবং দেশপ্রেমের আবেগে ওকেও মারধর করা হল।

সেবক রোডে রাখা হয়েছিল অনেক খচ্চর। এদের নিয়ে যাওয়া হত চিন সীমান্তে। আমরা বন্ধুরা মিলে যেতাম খচ্চর দেখতে। একদিন শুনলাম বাগডোগরা বিমানবন্দরে বোমা পড়েছে। তারপর যুদ্ধের ভয় আরও বেড়ে গেল। আমার একটু একটু মনে আছে, তখন কমিউনিস্টদের বলা হত চিনের দালাল, দেশদ্রোহী। পরে শুনেছিলাম জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও শিলিগুড়ির বীরেন বসু, চারু মজুমদার, সৌরেন বসু সহ অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে বীরেনদার কাছ থেকে সুযোগ হলেই শুনতাম তাদের সেই সময়ের জেলে থাকার দিনগুলির কথা। ১৯৬৩ সালে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অরুণ মৈত্র। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন চারু মজুমদার। জেল থেকে লড়াই করেও তিনি ৩৪০০-এর মতো ভোট পেয়েছিলেন। এক ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশের মধ্যেও তিনি যে এত মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন তা অবশ্যই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

পরে শুনেছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বলেছিলেন, পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যেকার সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেওয়া হোক। এই কথা বলার জন্যই তাঁদের দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও পরে চিন-ভারত দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনা করেই যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে হয় দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় আমি ক্লাস ইলেভেনে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। যুদ্ধ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুই সীমান্তে। এই যুদ্ধের ভালো প্রভাব পড়েছিল শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। সেই যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন 'জয় জওয়ান জয় কিষান'। সেই সময় শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন বাড়িতে ফাঁকা জমিতে লাগানো হত বিভিন্ন ধরনের তরিতরকারি বা শাকসবজি। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়িতেও লাগিয়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের সবজি, পাশেই কাটা হয়েছিল ট্রেঞ্চ। মাঝেমধ্যেই সাইরেন বাজত। আমরা মুহূর্তের মধ্যে শুয়ে পড়তাম ট্রেঞ্চে। পাড়ায় পাড়ায় হত রাইফেল ট্রেনিং। এই ট্রেনিং দিত এসএসবি।

তখন কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সিপিআইএম। তখনও তারা যুদ্ধ নয়, শান্তির কথা বলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসার কথা। সেবারও শুধু এই কারণে সিপিআইএম-কে বলা হয়েছিল দেশদ্রোহী। সেই সময়েও বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিপিআইএম-এর বহু নেতাকে।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয় পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। এই যুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিদের পাকিস্তানের শাসন থেকে মুক্তির লড়াই। যে যুদ্ধ পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে প্রভূত সহায়তা করেছিল। তখন আকাশবাণীতে প্রচারিত হত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ ও সমীক্ষা পাঠ। খুব আগ্রহ সহকারে আমরা তা শুনতাম। পরে পাকিস্তানবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় শিলিগুড়ির আশপাশে নির্মিত হয়েছিল বহু শরণার্থী শিবির। বহু মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসত। যতগুলি যুদ্ধের কথা বললাম ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে, তখনও দুটি দেশের কোনওটিই পারমাণবিক বোমা তৈরি করেনি। ফলে সমস্ত যুদ্ধের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল দুটি দেশের সীমানার মধ্যে। আজ কিন্তু যুদ্ধ হলে প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আমেরিকা, চিন, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া কোনও দেশই চায়নি এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। এটা ঠিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে না হয়ে দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত তাহলেই অনেক বেশি ভালো হত।

আগের তিনটি যুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, সাম্প্রতিক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতের গোদি মিডিয়ার মুখোশ খুলে গিয়েছে। যারা চেয়েছিল দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাক। তারা চেয়েছিল দেশের সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হোক। তারা হতাশ হয়েছে নিশ্চয়ই। হতাশ হয়েছে তারাও, যারা দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

ভারতে এই যুদ্ধের সময় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যে ঐক্য ও সংযম দেখিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন সীমান্তে এই যুদ্ধে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মেরই মানুষ। শাসকদলের কিছু নেতার কথাবার্তায় ছিল অসংযমতার পরিচয়, যারা ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তির ওপর আক্রমণ হানতে চেয়েছিল। যদিও তারা হতাশ হয়েছে। সামরিক বাহিনীর তিনটি ক্ষেত্রের কিছু উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা দিয়েছেন সংযমতা ও নিয়ন্ত্রিত ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ, তাও প্রশংসনীয়। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল এই সময় সরকারের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রেস ব্রিফিং-এ সোফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিং-এর মতন দুজন নারী মুখকে সামনে এনে দেশের মানুষের কাছে একটি সদর্থক বার্তা দিতে চাওয়া হয়েছে, তাও অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন সংবিধানের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে।

আপাতত এই যুদ্ধে যদি কেউ পরাজিত হয়ে থাকে, তবে পরাজিত হয়েছে গোদি মিডিয়া। কিছু যুদ্ধ উন্মাদ, এই সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখাকে পছন্দ করছে না। টেলিভিশনে বা বিভিন্ন পোর্টালে ঠান্ডা ঘরে বসে কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর আধিকারিকরা এখনই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ আবার গাল দিচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে। যেন যত নষ্টের গোড়া ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। এরা কেউ একটাও কথা বলছে না এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। অথচ দেশের মানুষ চায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হোক। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সুরক্ষিত থাকুক। পাকিস্তানের ওপর অসামরিক ও কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত থাকুক।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

আজ

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনুপকুমার।

১৯৭৩

টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলা ভাষায় কথা বললে কিছু রাজ্যে হেনস্তা করা হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে সেই সমস্ত বাসিন্দাকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আর কেন্দ্রের হাফ মিনিস্টার তো পাঞ্জাবিদের হাওয়াই চটি ছুড়েছেন। হাফ মিনিস্টার হাওয়াই চটির একটা দোকান খুলুন না!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তামিলনাড়ুর কোডাইকানালে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরছিলেন এক ব্যক্তি। এক বাঁদর তাঁর ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে গাছে উঠে যায়। নোটগুলি হাওয়ায় ওড়াতে থাকে। নীচে দাঁড়িয়ে পর্যটক ও তাঁর বন্ধুরা নোটগুলি কুড়োচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

মহিলা যাত্রীকে চড় এক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিসের চালকের। বেঙ্গালুরুর ওই মহিলা বাইক ট্যাক্সি বুক করেছিলেন। চালকের বেপরোয়া বাইক চালানোয় অসন্তুষ্ট হন তিনি। আপত্তি জানানোয় মহিলাকে কষিয়ে চড় মারে চালক। মহিলা ছিটকে রাস্তায় পড়েন। তদন্তে পুলিশ।

জনমন
জনমত

গভীর অসুখে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

যথাসময়ে উঠে এল রূপায়ণ ভট্টাচার্যের কলমে (৭ জুন, ছয়ের পাতা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ)- 'দুটি নিহত বাগান এবং দুটি মৃত নদী'- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণ ও অসহায় চিত্র। কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে এই করুণ কাহিনী। উত্তরবঙ্গের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম কিংবা বৃহত্তমই নয়, এটা উত্তরের মানুষজনের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও দীর্ঘসময় ধরে উপাচার্যহীন, স্বভাবতই অভিভাবকহীন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট অনন্য মাত্রা পায় যখন দেখি 'নেই'-এর লম্বা তালিকা। নেই উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নির্দেশক, অর্থনীতি সচিব (ফিন্যান্স অফিসার), কলেজ সমূহের পরিদর্শক, উন্নয়ন আধিকারিক (ডেভেলপমেন্ট অফিসার) ও সিকিউরিটি অফিসার। মাত্র একজন ডিন দিয়ে চলছে পঠনপাঠনের দেখাশোনা, সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পদ খালি।

এই অবস্থায় ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন কাজকর্ম, নেওয়া যাচ্ছে না অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ডাকা যাচ্ছে না কর্মসমিতির বৈঠক। অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকচক্ষুর সামনে ঘটে চলেছে একের পর এক অনাচার। পরিকল্পনাহীনভাবে রয়েছে এখানে-সেখানে বিল্ডিং, শ্রীহীন দুই মেয়েদের হস্টেলের সামনের প্রবেশপথ, মাগুরমারি নদীর শেষপ্রান্তে জনগণের বেআইনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড, যত্রতত্র সীমানা প্রাচীর ভেঙে প্রবেশদ্বার হয়েছে, সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন বাইকবাহিনীর দৌরাত্ম্য।

চতুর্দিকে 'নেই'-এর মাঝে অবশ্য আছে অন্তত দুটি জিনিস যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদ। এক, সবুজ বনানী। অবহেলিত যত্নহীন বাগানের সৌন্দর্য হারিয়ে গেলেও অক্ষত চা গাছ। তাতে অন্তত সবুজটুকু বেঁচে আছে। গত কয়েক বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিরন্তর চেষ্টায় গাছের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফল, ফুল সহ এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য গাছ যেন রং ও তুলি দিয়ে আঁকা মনোরম প্রকৃতির ছবি।

দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। উপচে পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময়কালে পড়াশোনায় মগ্ন অসংখ্য পড়ুয়া। গ্রন্থাগারের একতলা ও দোতলা দুটি কক্ষই উন্মুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তবুও বসার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। বইয়ের তাকও সকলের জন্য উন্মুক্ত। সহজলভ্য বই। তার জন্য আগেকার মতো কাগজে লিখে দাবি করার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থাগারিকের আন্তরিক সহযোগিতায় পাওয়া যাচ্ছে এখানে-সেখানে বসার জায়গা। ব্যবস্থা করা হয়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক পাখার। এমনকি শনি ও রবিবারও গ্রন্থাগার উন্মুক্ত। আট ও নয়ের দশকে যা ছিল অকল্পনীয়। তখন দৈনন্দিন পাঠকের সংখ্যাও ছিল সীমিত।

এই তীব্র বেকারত্ব, ইন্টারনেট ও মোবাইলের যুগে পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শুভ সংকেত সন্দেহ নেই।

স্মরজিৎ ঘোষ
২ নম্বর গেট, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অতীতের পাতায় নাম লেখানোর পথে হাট

অনেক শহরের লাগোয়া এলাকায় হাট এখনও আছে। অধিকাংশকে হাট না বলে বাজার বলা ভালো। গ্রামে হাটের জৌলুস কমে চলেছে।

জয়দেব সাহা

সপ্তাহে একটা দিন অনন্তপুরে হাট বসে। অনন্তপুর ঠিক কোথায়? সে আমাদের খুব চেনা কোনও একটা গ্রাম অথবা শহরতলি। এই হাটেই প্রতি সপ্তাহে দোকান নিয়ে বসেন ষাটোর্ধ্ব একজন মানুষ। এত ভিড়ের মধ্যেও বড্ড নিঃসঙ্গ তিনি। জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, তাঁর সঙ্গে যাঁরা আগে হাট করতেন, তাঁদের কেউই আর আসেন না। এসেছে একঝাঁক নতুন মুখ। নতুন মুখগুলোর সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বয়সের পার্থক্য হয়তো এই পরিচয়কে সাবলীল হতে দেয় না। ষাটোর্ধ্ব মানুষটা দেখেছে এই গ্রামীণ হাটের বিবর্তন। একটা সময় সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়ত দোকানে। সে কত যুগ পুরোনো গল্প! সময়ের সঙ্গে এই রূপরেখাটি বদলে গেছে। ঠিক যেমন পুরোনো মানুষগুলো আর নেই, তেমনই নেই পুরোনো সেই মানুষের ভিড়।

গ্রাম অথবা শহরতলির হাটগুলো আজ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? প্রশ্নটা বড্ড কঠিন। হাট এখনও জীবন্ত এক দলিল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না কি? একটা সময় এই হাটগুলো ছিল ব্যবসার অন্যতম প্রধান জায়গা। গ্রাম আর শহরতলিগুলো সপ্তাহে একদিন অথবা দু'দিন মেতে উঠত মানুষের ভিড়ে। আশপাশের লোকালয় থেকেও মানুষ ভিড় জমাত কেনাকাটার জন্য। এই ভিড়েই কত মানুষের দেখাসাক্ষাৎ হত পরিচিত মানুষজনদের সঙ্গে। ঠিক অনেকটা মেলার মতো।

সময় তো পরিবর্তনের গল্প লিখতে ভালোবাসে। পরিবর্তনের এই স্রোতে আসতে আসতে গ্রামগঞ্জেই গড়ে উঠল ছোটখাটো বাজার। গজিয়ে উঠল অনেক দোকানপাট। মানুষ সহজেই পেয়ে গেল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সুতরাং হাটের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসল। কিন্তু এসবের মধ্যেও একেবারে ধসে যায়নি হাট ব্যবস্থা। তবে তার ব্যাপ্তি তো কমেছেই অনেকটা। এরপর আসল অনলাইন অর্ডার আর বিশাল মলের যুগ। প্রথমে শহরে এই মলগুলো গজিয়ে উঠলেও আসতে আসতে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল শহরতলিতেও। প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় এই ঠান্ডা ঘরের মলগুলোতে।

মানুষের স্রোত এবার বেঁকে বসল হাটের অভিমুখ থেকে। এর সঙ্গে যখন প্রায় সবই অনলাইনে অর্ডার করলেই ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে, মানুষ কেন দৌড়াবে মাইল পেরিয়ে হাটের দিকে। হাটের ভিড় এভাবেই কমতে কমতে হয়ে এসেছে বড্ড বেমানান। পুরোনো জৌলুস হারিয়ে সে হয়তো এখন দিন গুনছে, কোন এক বসন্ত পেরোলে বিদায়ঘণ্টা বাজবে তারও। ওই যে, সময় পরিবর্তনের গল্প লিখতে ভালোবাসে।

অনেক শহরের লাগোয়া এলাকায় হাট এখনও আছে। সেটা হাট না বলে বাজার বলাই ভালো। এখনও অনেক গ্রামগঞ্জে হাট বসে। জৌলুস কমলেও বসে তো। মানুষ আজও ভিড় জমায়। হয়তো এই ভিড়টা কমে এসেছে, তবু টিকে আছে কোনওভাবে। অনেক দোকানদার আজও হাটকে কেন্দ্র করে সংসার চালান। কিন্তু এবার হয়তো বিকল্প খুঁজতে শুরু করছেন তাঁরাও। যে ষাটোর্ধ্ব মানুষটা আজও নিঃসঙ্গ হলেও হাটে বসেন, তিনি হয়তো ক'বছর পর আর আসবেন না। এভাবেই পুরোনো দলিলগুলো মুখ ফেরাবে হাট ব্যবস্থা থেকে। সময়ের স্রোতে দোকানিরা এক এক করে গুটিয়ে নেবে নিজেদের দোকান। অতীতের পাতায় লেখা থাকবে একটা ব্যবস্থার ইতিহাস। সময় গল্প লিখবে আরেকটা পরিবর্তনের ধারার।

(লেখক মালদার সামসীর বাসিন্দা। পাটনা আইআইটি রিসার্চ স্কলার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ ৩। সিন্থেটিক নয়, উদ্ভিদ থেকে পাওয়া তুলো ৫। হাত-পা ছুড়ে শোক প্রকাশ ৬। অত্যাধুনিক, নতুনত্ব ৭। কাঁটাওয়ালা গাছ ৯। আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ১২। মৃণাল বা পদ্মফুলের ডাঁটা ১৩। যাঁরা পাটি বা মাদুর তৈরি করেন।

উপর-নীচ : ১। যার সহায় সম্বল নেই খুবই দৈন্যদশা ২। একেবারে সোজাসুজি নয়, বাঁকা বা তির্যক ৩। চর্যাপদের একজন বিখ্যাত কবি ৪। এঁটোকাঁটা বা উচ্ছিষ্ট ৫। কোয়া আছে এমন ফল ৭। বন্যাও হতে পারে মাছও হতে পারে ৮। কোথাও না থেমে একনাগাড়ে ৯। মনে মনে ভাবা বা আন্দাজ করা ১০। চোখের পাতা পড়তে যত সময় লাগে ১১। চলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যাওয়া।

সমাধান ■ ৪১৬৭

পাশাপাশি : ১। তাড়কা ৪। মউনি ৫। বিপ্র ৭। ইজারা ৮। শতানীক ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। টালি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। তাউই ২। কামরা ৩। অনির্দেশ ৬। প্রতীক ৯। নেওটা ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৭
7
১৭ জুন ২০২৫

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

’২৬-এর অক্টোবরে শুরু প্রথম দফা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : প্রতীক্ষার অবসান। ২০২১-এ করোনা সংক্রমণের কারণে স্থগিত হওয়া জনগণনা অবশেষে হতে চলেছে ২০২৬ সালে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, দু’ধাপে হবে এবারের জনগণনা। প্রথম ধাপের কাজ শুরু হবে আগামী বছর অক্টোবরে। শেষ ধাপ ২০২৭-এর ১ মার্চ থেকে। এটি হবে ২০১১ সালের পর দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রথম দফায় গৃহতালিকা ও জাতসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘ভারতের ১৬তম জনগণনার জন্য লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত ও পার্বত্য অঞ্চলে জনশুমারির তারিখ হল ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর।’

এই প্রথমবার স্বাধীন ভারতের জনগণনায় জাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর আগে ১৯৩১-এ পূর্ণাঙ্গ জাতগণনা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রথম ধাপে ব্যক্তির জাতিগত পরিচয়, উপজাতি, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে হবে ব্যক্তিগত জনগণনা। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি জানিয়ে আসছিল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, জাতভিত্তিক গণনা এবং আইন তৈরি করে কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

তবে জাত গণনার সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক হিসাব স্পষ্ট বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিহার সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যে জাতগণনা সেরে ফেলেছে এবং তার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণের নীতি পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। ২০১১-র ‘সোশিও ইকনমিক অ্যান্ড কাস্ট সেন্সাস’-এর ফলাফল প্রকাশ না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন চাপে ছিল। এবার সেই দাবিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিল সরকার। এবারের জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা মোবাইল অ্যাপ ও ট্যাবলেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এতে ডেটাবেস তৈরি ও বিশ্লেষণের কাজ তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

একনজরে

- ২০১১-র পর দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনা
- প্রথম ধাপের কাজ শুরু ’২৬-এর অক্টোবরে
- শেষ ধাপ ২০২৭-এর মার্চ থেকে
- প্রথম ধাপে জাতিগত পরিচয়, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ
- শেষ ধাপে ব্যক্তিগত জনগণনা

২০২৬-এর এই জনগণনা শুধু জনসংখ্যার নিরিখে নয়, এটি ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। জাতি, ভাষা, পেশা ও সামাজিক স্তর অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য সামনে এলে নীতি নির্ধারণ আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই কাজের জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী এবং ১.৩ লক্ষ আধিকারিককে ডিজিটাল ডিভাইস সরবরাহ করা হবে। থাকবে স্ব-গণনার সুযোগ। ইচ্ছুক নাগরিকরা নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নিজেরাই দিতে পারবেন।

এদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, তাঁর দল ‘দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে’ যে আসন্ন জনগণনায় শুধু জাতগণনা নয়, বরং জাতি অনুযায়ী বিশদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ‘তেলেঙ্গানা মডেল’ অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, ‘তেলেঙ্গানা মডেলকে সামনে রেখে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সংগ্রহের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, জমির মালিকানা, আয়ের তথ্য জানা জরুরি।’

ভুল বার্তা যাচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

ওবিসি তালিকা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৬ জুন : আদালতের নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের নামমাত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে তড়িঘড়ি নতুন ওবিসি তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্ন উঠল। সামাজিক, আর্থিক ও পেশাগতদিক বিবেচনা করে রাজ্যের জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমীক্ষার কথা বলেছিল আদালত। কিন্তু রাজ্য জেলাভিত্তিক কিছু পরিবারের মধ্যে নামমাত্র সমীক্ষা করেছে। তাই আগের ও এখনকার ওবিসি তালিকার সঙ্গে সামান্য ফারাক রয়েছে। এই অভিযোগে আদালতে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিকে, ওবিসি তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের মনে অসন্তোষ তৈরি হওয়ায় বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই উদ্বেগ সোমবার বিধানসভাতেও প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকেও তাঁর উদ্বেগের কথা গোপন রাখতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থ মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ওবিসি তালিকা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা যাচ্ছে। যা মোটেই ভালো নয়। এই নিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে। তালিকা নিয়ে সরকারের কিছু করার নেই। আদালতের নির্দেশে ওবিসি তালিকা তৈরি হয়েছে। তালিকা তৈরির দায়িত্বে ছিল অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সীমিত ছিল।

এদিন হাইকোর্টে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, ‘আদালত বলেছিল, বিধানসভায় বিল আকারে পাশ করাতে হবে। কিন্তু রাজ্য তা না করে প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাজ্য নিজেদের মতো কাজ করলে আদালত প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হবে।’ রাজ্য জানায়, এই মামলার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের মত, ‘নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার কথা বলা হচ্ছে না। যে গোষ্ঠী বাদ পড়েছিল, তাদের আবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে কেন? সমগ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তা হয়েছে কি না স্পষ্ট নয়।’ আবেদনকারীদের

> বিরোধীদের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ওবিসি তালিকা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা যাচ্ছে। যা মোটেই ভালো নয়। এই নিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দাবি, রাজ্যের কাছে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য নেই। রাজ্যের নতুন ওবিসি তালিকার বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। কেন্দ্রের বক্তব্য, রাজ্যের দেওয়া তালিকা থেকে ৩৫টি সম্প্রদায়কে জাতীয় অনগ্রসর কমিশন বাদ দিয়েছে। কোন জনগোষ্ঠী ওবিসি জনগণনা ছাড়া নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। নিয়োগ আটকে থাকা প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আপনারা ৬৬ সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করতে পারেন। আদালত সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে না।’

এদিন বিধানসভাতেও ওবিসি তালিকা নিয়ে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ১৪০টি জনগোষ্ঠীর যে তালিকা তৈরি হয়েছে সেখানে অমুসলিম জনগোষ্ঠীও রয়েছে। ওই তালিকার ৮০টি মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। বাকি ৬০টি অমুসলিম জনগোষ্ঠী। নতুন তালিকা নিয়ে মুসলিমদের একাংশের মনে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁদের অসন্তোষের কারণ সমীক্ষার সময় যাঁরা ‘ওবিসি-এ’ তালিকাভুক্ত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই ‘ওবিসি-বি’ তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। আবার অনেকে ‘ওবিসি-বি’ তালিকা থেকে ‘ওবিসি-এ’তে চলে গিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে তালিকা নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ।

দুর্ঘটনার পর নিখোঁজ পরিচালক

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন : আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ গুজরাটের এক চিত্রপরিচালক। নারোদার বাসিন্দা ওই পরিচালকের নাম মহেশ কালাওয়াদিয়া। টাওয়ারের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর মোবাইলটি শেষবার ছিল দুর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৭০০ মিটার দূরে। তারপর থেকে মোবাইলে ফোন করেও স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি মহেশের স্ত্রী হেতাল কালাওয়াদিয়া। গুজরাটের সিভিল হাসপাতালে গিয়ে ডিএনএ নমুনা দিয়ে এসেছে মহেশের পরিবার। এখন অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাজের সূত্রেই ল গার্ডেনে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহেশ। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। হেতালের কথায়, ‘বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে ফোন করেছিলেন মহেশ। আমাকে জানিয়েছিলেন, ওঁর কাজ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরছেন। কিন্তু বাড়ি না ফেরায় ওঁকে ফোন করি। ওঁর মোবাইল ‘বন্ধ’ দেখায়। এরপর পুলিশের কাছে জানতে পারি, দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৭০০ মিটার দূরে শেষবার ওঁর মোবাইলের অবস্থান ধরা পড়েছিল।’

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান সাইপ্রাসের

সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার পর মোদি ও নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস।

নিকোসিয়া (সাইপ্রাস), ১৬ জুন : সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার মাকারিওজ থার্ড’ পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁকে এই সম্মান দিলেন সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস।

আপ্লুত মোদি বলেছেন, ‘এই সম্মান আসলে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে দেওয়া হয়েছে। এটি তাঁদের শক্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি এই সম্মান উৎসর্গ করলাম ভারত ও সাইপ্রাসের বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ ও বোঝাপড়ার প্রতি।’

মোদি এদিন ফের বলেন, ‘এটা যুদ্ধের যুগ নয়।’ ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের কয়েক মাস পরে সমরখন্দে এসসিও বৈঠকের ফাঁকে মোদি একথা পুতিনকে বলেছিলেন। এবার বললেন সাইপ্রাসে দাঁড়িয়ে। মোদির ধারণা, ইজরায়েল ও ইরানে যা ঘটছে, তা বন্ধের জন্য দু’দেশকেই আলোচনার টেবিলে আসতে হবে। মোদি বলেন, ‘আলোচনার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আসবে।’

সাইপ্রাস বরাবর ভারতের পাশে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ভারতকে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে সাইপ্রাস। সন্ত্রাস দমনে সিঁদুর অভিযানে নয়াদিল্লির পক্ষে সরব হয়েছে নিকোসিয়া সরকার। পাকিস্তানের বন্ধু তুরস্কের শত্রুদেশ সাইপ্রাসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে বলে আশা মোদির।

সোনিয়া স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। নয়াদিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. অজয় স্বরূপ সোমবার এই তথ্য জানিয়েছেন। রবিবার রাতে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন সোনিয়া। তিনি পাকস্থলীর সমস্যায় ভুগছেন। ৭৮ বছর বয়সি সাংসদকে হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির অস্ত্রোপচার বিভাগে ভর্তি করা হয়। গত সপ্তাহে সিমলায় প্রিয়াংকার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছিলেন সোনিয়া। সেইসময় উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ হন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও। তখনও তাঁকে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কোভিডে অসুস্থ সোনিয়া সেরে ওঠার পর থেকেই তাঁকে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগতে দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৬ জুন : মেধার ভিত্তিতে পোস্টিং হয় নাকি যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিন চিকিৎসকের বদলির মামলায় এমনটাই প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না হওয়ায় মামলায় সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘এই চিকিৎসকদের পোস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত বা পোস্টিংয়ের পদ্ধতির ন্যায্যতা কীভাবে প্রমাণ করবেন?’ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘অনিকেত এখনই কাজে যোগ না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ রাজ্য করবে না বলেই আশা করছে আদালত।’

বিক্ষোভ পদ্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল দিল্লি বিজেপি। সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিজেপির দিল্লি রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। প্রতিবাদকারীরা ‘রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নয়, সারা বিশ্বের, তাঁর অপমান বরদাস্ত করা হবে না’— এই বার্তা নিয়ে সরব হন। এদিকে কলকাতায় শিয়ালদা থেকে বেকবাগান পর্যন্ত একটি পদযাত্রা করে। এরপর অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

মারণ আগুনে ভস্মীভূত খিদিরপুরের বাজার। সোমবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণ মমতার

কলকাতা, ১৬ জুন : রবিবার গভীর রাতে খিদিরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক হাজারেরও বেশি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন প্রায় ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খিদিরপুরের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে, তাঁদের ১ লক্ষ টাকা করে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মমতা। একই সঙ্গে বাজারের সংস্কারের কাজ করবে রাজ্য সরকার। এদিন বিধানসভা থেকেই খিদিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছোন মমতা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে নির্দেশ দেন মমতা। ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। স্থানীয় লোকজনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সুজিতকেও। এদিকে এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার জন্যই আগুন লাগানো হয়েছে।

উদ্ধার ডিভিআর

কলকাতা, ১৬ জুন : ডোমজুড়ে পর্ন কাণ্ডে অভিযুক্ত শ্বেতা খান ও আরিয়ান খানের ফ্ল্যাট থেকে সিসিটিভির ডিভিআর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রবিবার রাতে হাওড়ার বাঁকড়ায় তাঁদের ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে নির্যাতিতার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও কাঁচি উদ্ধার করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ওই ফ্ল্যাটে কারা যাতায়াত করতেন, সেখানে পর্নগ্রাফি চলত কি না সেই সমস্ত তথ্য জানতে চায় পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষে পালটা তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ১৬ জুন : নাম না করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ‘হাফ মিনিস্টার’ বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা জবাবে নিজেকে হাফ মিনিস্টার বলে মেনে নিয়েই সুকান্ত বললেন, ‘এই হাফই ২০২৬-এ আপনাকে বাপ বাপ বলিয়ে ছাড়বে।’

চলতি অধিবেশনে সোমবার ছিল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উপস্থিতি। এদিন শুরু থেকেই কেন্দ্র-বিরোধিতা ও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মহেশতলা যেতে গিয়ে জিঞ্জিরা বাজারে বাধা পেয়ে সুকান্তর নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপির নেতারা কালীঘাটে যান। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন তাঁরা। পরে সুকান্ত দাবি করেছিলেন, মহেশতলায় তুলসী গাছের অপমানের জন্য মঞ্চ সহ একটি তুলসীগাছ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে তাঁর বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। গ্রেপ্তারির সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে হাওয়াই চটি ছোড়ার অভিযোগ ওঠে সুকান্তর বিরুদ্ধে। এদিন বিধানসভায় সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী নাম না করে বিজেপির উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুড়ে মারেন। এটাই কি রাজনৈতিক শালীনতা?’ পরে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার বাড়িতে আপনি ঢোকার চেষ্টা করলে আমরাও আপনার বাড়ির ঠিকানা জানি। বাড়াবাড়ি করলে জবাব পাবেন।’

এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বিরাট নাম, কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। ওরকম ফুলপ্যান্ট মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা হাফ বা ফুল যে মন্ত্রীই হই না কেন বা মন্ত্রী নাই হই, বুকের মধ্যে ভারত আছে। যেটুকু করি দেশকে ভালোবেসে করি।’ এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারি, ২০১১-য় ওঁর মন্ত্রীসভাতেও ৬ জন হাফপ্যান্ট মন্ত্রী ছিলেন। অপেক্ষা করুন, এই হাফ মন্ত্রীরাই আপনাকে ২৬-এ বাপ বাপ করে ছাড়বে।

পুলিশকে জুতো ছোড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে এদিন সুকান্ত মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, ‘কোন পঞ্জাবি পুলিশ অফিসারের মাথায় জুতো লেগেছে তার প্রমাণ দিতে পারলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করব।’ সুকান্তর দাবি, ছোড়া জুতো লেগেছিল তাঁরই নিরাপত্তারক্ষীর গায়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ‘গত নবান্ন অভিযানের সময় ওঁর পুলিশ এক আন্দোলনকারীর পাগড়ি টেনে ছিঁড়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরেছিল। সেই অপরাধের জবাব দিন আগে।’

> আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুড়ে মারেন। এটাই রাজনৈতিক শালীনতা?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> আমরা হাফ বা ফুল যে মন্ত্রীই হই না কেন বা মন্ত্রী নাই হই, বুকের মধ্যে ভারত আছে। যেটুকু করি দেশকে ভালোবেসে করি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

কেন্দ্রকে ৫ প্রশ্ন অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : পহলগাম হামলার ৫৫ দিন পরেও অধরা চার জঙ্গি। নেই কেন্দ্রের কোনও জবাব। নেই কোনও নির্ভরযোগ্য সরকারি ব্যাখ্যাও। এই নীরবতার আবহেই এবার মোদি সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ধারাবাহিক পাঁচটি প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে কার্যত ঘেরাও করলেন তিনি। সূত্রের খবর, এই পাঁচ দফা প্রশ্নই আগামী লোকসভা অধিবেশনে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে চলেছে। শুধু তৃণমূল নয়, বিরোধী শিবিরের বহু দল এই ইস্যুতেই মোদি সরকারকে সংসদে কোণঠাসা করতে প্রস্তুত ।

২০২৬-এ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে

পহলগামকাণ্ড

বিজেপি যেন ‘অপারেশন সিঁদুর’ এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নির্বাচনি অস্ত্রে পরিণত করতে না পারে, সে বিষয়ে তৎপর বিরোধীরা।

সেই মর্মেই সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে অভিষেক লেখেন, ‘পহলগাম কাণ্ডের ৫৫ দিন পেরিয়ে গেলেও সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি। গণতন্ত্রের পক্ষে তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। তাই একজন দায়িত্ববান জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি কেন্দ্রের কাছে এই ৫টি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দাবি করছি।’

পাক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে ৩৩টি দেশে কেন্দ্রের তরফে প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।

প্রথম প্রশ্নে অভিষেক জানতে চান, ‘সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ কীভাবে হল। ৪ জন জঙ্গি কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে কীভাবে ভারতে ঢুকে ২৬ জন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করল? এই ভয়াবহ নিরাপত্তা লঙ্ঘনের দায় কে নেবে? কোথায় ব্যর্থতা ঘটেছে?’ দ্বিতীয় প্রশ্ন, ‘যদি এটা গোয়েন্দা ব্যর্থতা হয়, তবে ঘটনার এক মাসের মাথায় আইবি প্রধানের মেয়াদ কেন বাড়ানো হল? তাঁকে জবাবদিহির বদলে পুরস্কৃত করা হল কেন? এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে কি?’

‘যদি সরকার বিরোধী নেতা, সাংবাদিক, বিচারপতিদের ওপর পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করতে পারে, তাহলে কেন সেই প্রযুক্তি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নি?’ প্রশ্ন অভিষেকের।

অভিষেক জানতে চান, ‘হামলার জন্য দায়ী চার জঙ্গি এখন কোথায়? তাঁরা কি নিহত, না পালিয়ে বেড়াচ্ছে? যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে সরকার এখনও স্পষ্ট বিবৃতি দিচ্ছে না কেন? ’

অভিষেকের পঞ্চম প্রশ্ন, ‘ভারত যদি সত্যিই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়, তবে পহলগামে হামলার ঠিক পরেই কেন আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানকে ১ বিলিয়ন এবং ৪০ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা ও বিনিয়োগ অনুমোদন করল?

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ১৬ জুন : ‘বিরোধী দলনেতাকে আটকে দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের কী হবে?’ মহেশতলায় যেতে চেয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মামলায় রাজ্যের উদ্দেশে এমনটাই মন্তব্য করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সোমবার শর্তসাপেক্ষে বিরোধী দলনেতাকে আরও একজন বিধায়কের সঙ্গে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত। তবে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিতর্কিত মন্তব্য, মিছিল করা যাবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন তিনি।

আক্ষেপ ব্রাত্যর

কলকাতা, ১৬ জুন : শিক্ষা দপ্তরের চাপ সামলাতে গিয়ে মাথার চুল উঠে যাচ্ছে ব্রাত্য বসুর। সোমবার বিধানসভায় মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে বসে এই কথা নিজেই বলেছেন ব্রাত্য। এদিন নির্মলবাবুর ঘরে বসেছিলেন ব্রাত্য। তখন দলের এক তরুণ বিধায়ক ব্রাত্যকে বলেন, ‘দাদা আপনার মাথায় চুল কিন্তু কমে যাচ্ছে।’ পাশে বসে থাকা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘তুমি যে দপ্তর চালাচ্ছ, তাতে মাথার চুল না কমলে বুঝতে হবে, তুমি কোনও কাজই করো না।’ ধূমপান করতে করতে হেসে ফেলেন ব্রাত্য। বলেন, ‘সত্যি যা চাপ, সবসময় মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকে।’

মাথায় বড় টাক ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খানের। প্রায় দু’দশকের বেশি তেলা টাক নিয়ে দেখা গিয়েছে জাভেদকে। কিন্তু সম্প্রতি জাভেদ খানের ওই চকচকে টাকে কিছু চুল দেখা গিয়েছে। ওই চুল কোথা থেকে এল? ব্রাত্যর কথা শুনে জাভেদ বলেন, ‘আমি হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করিয়েছি। তাই হালকা চুল গজাচ্ছে। তবে এখনও পুরোপুরি হয়নি। ডিসেম্বরে ফের করতে হবে।’ তা শুনে আক্ষেপের সুরে ব্রাত্য বলেন, ‘মাথার চুল আর আমার ধরে রাখা সম্ভব হবে না।’

আটকে ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : ইরান-ইজরায়েলের হামলা-পালটা হামলার জেরে ইরানে আটকে পড়েছেন ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া। তাঁদের অধিকাংশ তেহরান ও তার আশপাশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে কার্যত হস্টেলবন্দি ভারতীয় পড়ুয়ারা। তাঁদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা করছে বিদেশমন্ত্রক। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসকে পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের জেরে ইরানের আকাশসীমা বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের উদ্ধারের জন্য বিকল্প পথের খোঁজ চলছে।

সাউথ ব্লকের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকায় ইরানের তরফে ভারতীয়দের স্থলপথে দেশে ফেরানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেইমতো ইরানের কোনও স্থলবন্দর দিয়ে আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের ভারতে নিয়ে আসার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এদিকে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রবিবার রাতে তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সের ক্যাম্পাসে আছড়ে পড়েছিল ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র। বিস্ফোরণে দু’জন ভারতীয় পড়ুয়া আহত হয়েছেন। আহতরা কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলে ইরান সরকার জানিয়েছে। ঘটনার পর উদ্ধার অভিযানে নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাউথ ব্লকে।

বিপদে ড্রিমলাইনার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : আবার সেই ড্রিমলাইনার! মাত্র ৩৬ ঘণ্টার ব্যবধানে মাঝআকাশে কোনওটা যান্ত্রিক বিভ্রাটে, কোনওটা বোমাতঙ্কের মুখে পড়ে নিজের নিজের উড়ানবন্দরে ফিরতে বাধ্য হল ভারত অভিমুখী তিন-তিনটি ড্রিমলাইনার বিমান। তিনটি বিমানই ছিল বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, যার একটি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের, একটি এয়ার ইন্ডিয়ার এবং লুফথানসার বিমান সংস্থার। বিমানগুলির নামার কথা ছিল যথাক্রমে চেন্নাই, দিল্লি এবং হায়দরাবাদে।

প্রথম ঘটনাটি রবিবারের। চেন্নাইগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিএ-৩৫ বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে উড়েছিল দেরিতে, দুপুর ১টা ১৬ মিনিটে। কিন্তু আকাশে প্রায় দুই ঘণ্টা ওড়ার পর মাঝপথেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা জানিয়ে বিমানটি নিরাপদে নামে হিথরোয়। সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, বিমানে যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই নেমে পড়েছেন। তাঁদের যাত্রা ফের শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।

এর কয়েক ঘণ্টা পর সোমবার সকালে হংকং থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-৩১৫ আকাশে ওড়ার ৯০ মিনিটের মধ্যেই পাইলট ‘আর এগোতে চাই না’ বলেই ফিরে যান হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ফ্লাইটরেডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ টেক-অফ করেছিল বিমানটি। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বিমানটি ‘সতর্কতামূলক পদক্ষেপ’ হিসাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সব যাত্রী ও কর্মী নিরাপদে নামেন এবং বিমানের নিরাপত্তা পরীক্ষা চলছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যাত্রীদের দিল্লি পাঠানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সবেতন ছুটি চাই, দাবি গৃহপরিচারিকাদেরও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ জুন : ৫৫ বছর বয়সের পর চাই পেনশন, ইএসআই ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা। বাকি দশটা কাজের মতোই এই কাজেও চাই মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি। উৎসবের সময়েও গৃহকর্তাদের দিতে হবে সবেতন ছুটি ও বোনাস। আন্তর্জাতিক গৃহপরিচারিকা দিবসে সোমবার এই দাবিতে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে সরব হলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের গৃহপরিচারিকারা। তাঁদেরই একজন মিনু দেবনাথ। তাঁর অভিযোগ, ‘বাবুরা ঝি বলে ডাকেন। সারাজীবন মুখে রক্ত তুলে যখন খাটি, পেনশন তো চাইবই।’ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই পেশায় ন্যূনতম মজুরি ধার্য করার অনুরোধও জানিয়েছে তাঁদের সংগঠন ‘পশ্চিমবঙ্গ গৃহপরিচারিকা সমিতি’।

তথ্য বলছে, ভারতে ১০ জন গৃহশ্রমিকের ৯ জনই মহিলা। তাই নারী সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংগঠনের দাবি, ‘আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে। গৃহশ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ তৈরি করে অনিয়ন্ত্রিত প্লেসমেন্ট এজেন্সি ও আয়া সেন্টারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।’ গৃহপরিচারিকাদের নিয়মিত গরহাজিরার অভিযোগ রাজ্যজুড়ে। কোনও গৃহিণীর বক্তব্য, সপ্তাহের অর্ধেক দিন ‘ডুব মারেন’ গৃহপরিচারিকারা। আবার কারোর অভিযোগ, চাহিদার সুযোগে বেশি মজুরি চান অনেকেই। এই প্রশ্ন তুলতেই আক্রমণাত্মক সুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝর্না সরদারের উত্তর, ‘বাবুরা অসুস্থ হলে তাঁদের তো সিএল, পিএল আছে। আমরা অসুস্থ হতে পারি না? সেই সময় ছুটি নিতেই পারি। তখন মাইনে কাটলে হবে? বোনাসও তো অর্ধেক দেয়। ঘর মুছলে আর জামাকাপড় কাচলে মাত্র ৫০০ টাকা। ওই টাকায় সংসার চলে?’ সংগঠনের তরফে স্বপ্না ত্রিপাঠী বলেন, ‘দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সংগঠনের ভিত বেশ শক্ত। ভারত সরকারের শ্রমবিধিতে বলা হয়েছে, কোনও বাড়িতে পাঁচজন গৃহশ্রমিক কাজ করলে তবেই মজুরি সহ আইনের অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের রাজ্যে এত বড়লোক কেউ নেই যে বাড়িতে পাঁচজন করে পরিচারিকা রাখবেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে চিঠি দিয়েছি বেশ কয়েকবার। উত্তর পাইনি।’

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৮ কোটি গৃহশ্রমিক থাকা সত্ত্বেও সেই পেশা এখনও মান্যতা পায়নি আইনতভাবে। মিনু বলেন, ‘তিন বাড়িতে কাজ করি। মাইনে পাই মাত্র ২৩০০ টাকা। ওই কটা টাকাতে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছি। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। অর্ধেক বাড়ি তো বোনাসও দেয় না। বোনাস চাইতে গেলে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। জয়নগর থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত রোজ ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করি। ছুটি নিলেই মাইনে কাটে। আমাদের জন্য বেতন ধার্য করা হবে না কেন?’ হাসি মুখে কটাক্ষের সুরে কুসুম সরদারের সংযোগ, ‘আমরা ছাড়া চলবে না, সমাজের চাকা ঘুরবে না।’

শান ইস্যুতে দায় এড়ালেন গৌতম

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : শান ভৌমিকের কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই বাংলাদেশি পড়ুয়াদের নিয়ে সতর্ক হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্রকে ভিসা, পাসপোর্ট সহ সশরীরে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্ট সেল-এর কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত। প্রতিবেশী দেশের পড়ুয়াদের নিয়ে যখন উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন শান ইস্যুতে কার্যত দায় ঝেড়ে ফেললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অবৈধভাবে ভারতীয় নথি তৈরি করে বেশ কয়েক বছর থেকে মেয়রের ওয়ার্ডেই ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করছিল শান। তাতেই প্রশ্ন উঠেছে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। সেসব নিয়ে কোনও বাক্য ব্যয় না করলেও এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি দায়সারা বিবৃতি দিয়ে গৌতম শুধু জানিয়ে দেন, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় শান-এর নাম নেই।

খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে বসেই বছরের পর বছর ধরে বেআইনি কারবার চালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশি ছাত্রের কীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় শহরে। তারপরই সোমবার দুপুরে ৬৭ শব্দের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন মেয়র। তাতে তিনি জানান, যে ডেভেলপার ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন তাঁর কাছে ওই বাংলাদেশি ছাত্রের কোনও বৈধ নথিপত্র প্রায় নেই। বৈধ নথিপত্র ছাড়া কেন ফ্ল্যাট বিক্রি করা হল তারজন্য সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হচ্ছে কি না তা অবশ্য জানাননি গৌতম। শান যে অবৈধভাবে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড বানিয়েছেন তা-ও ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। আবাসনের এক বাসিন্দার বক্তব্য উদ্ধৃত করে মেয়র লিখেছেন, 'ছেলেটার আধার কার্ড এবং ভোটার আইডি রয়েছে, তবে সেগুলো এই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়।' কোন ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত বিবৃতিতে তার উল্লেখ নেই। প্রশ্ন করা হলেও উত্তর মেলেনি।

বাংলাদেশি ইস্যুতে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য গৌতমের স্পষ্ট বিবৃতি দাবি করেছেন। তাঁর কথা, 'ওই বাংলাদেশি ছাত্র কোন ওয়ার্ডের ভোটার তা স্পষ্ট করে বলুন মেয়র। যে কোনও ওয়ার্ডের ভোটার হলেই তার দায় এড়াতে পারেন না মেয়র। পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনে তাঁরাই ক্ষমতায় আছেন। তাই জবাব তাঁদেরকেই দিতে হবে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও শান ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপ চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা সবটাই তৃণমূলের দখলে। তাদের এবং রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া কোনওভাবেই অবৈধ ভোটার, আধার কার্ড তৈরি করা বাস্তবে সম্ভব নয়। খোদ মেয়রের ওয়ার্ডই যদি বাংলাদেশিদের ঘাঁটি হয় তাহলে অবশিষ্ট শিলিগুড়ির দশা সহজেই অনুমেয়।'

জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দেওয়া তথ্য অনুসারে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনলজি, আইন, টি-সায়েন্স সহ বিভিন্ন বিভাগে ন'জন বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান এবং পড়ুয়াদের আলাদা করে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বপন। তিনি জানিয়েছেন, নির্দেশ পেয়ে ইতিমধ্যেই চারজন পড়ুয়া উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁদের পাসপোর্ট, ভিসা সহ যাবতীয় নথি যাচাই করা হয়েছে। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, 'শানের ঘটনায় আমরা যথেষ্টই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। প্রত্যেক বাংলাদেশি পড়ুয়ার নথি খতিয়ে দেখা হবে। নথিতে গরমিল থাকলে তাকে কোনওভাবেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।' পদ্ধতি মেনে তাঁরা শানের ভর্তি বাতিল করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছেন বলেই জানিয়েছেন স্বপন।

এসবের মধ্যেই সোমবার শান ইস্যুতে উত্তপ্ত হল ক্যাম্পাস। এদিন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক শানের বেআইনি কার্যকলাপকে সমর্থন করে বিভিন্ন জায়গায় বিবৃতি দিচ্ছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ বলেও দাবি করেছেন। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য রণজিৎ রায়ের কথা, 'যেভাবে ওই অধ্যাপক শানকে সমর্থন করে বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে আমাদের ধারণা বাংলাদেশি ছাত্রের অবৈধ কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের যোগাযোগ আছে। তাই তাঁকে তদন্তের আওতায় আনা হোক। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা না চাইলে ওই অধ্যাপককে আমরা তাঁর বিভাগে ঢুকতে দেব না।'

উদ্বিগ্ন এনবিইউ

শান ভৌমিকের ভর্তি বাতিল করার প্রক্রিয়াও শুরু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্রকে ভিসা, পাসপোর্ট সহ সশরীরে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের

শহরের নিরাপত্তা নিয়ে কথা নেই, ৬৭ শব্দের বিবৃতি দিয়ে দায় সারলেন মেয়র

মেয়রের স্পষ্ট বিবৃতি দাবি অশোক ভট্টাচার্য এবং শংকর ঘোষের

স্থিতিশীল অভিজিৎ

কলকাতা, ১৬ জুন : তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও বিপন্মুক্ত নন। নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য এখনও তাঁকে আইসিসিইউতেই রাখা হয়েছে। এদিন তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত ৭ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড তাঁর একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সেইসব পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরই চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির কয়েকজন নেতা চিকিৎসারত সাংসদকে দেখতে যান। পরে সুকান্ত জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে উনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলাই ভালো। তবে নিরাময়ের জন্য বেশকিছু সময় লাগবে।

চিতাবাঘের আঁচড়

নাগরাকাটা, ১৬ জুন : ডুয়ার্সে মানুষ-চিতাবাঘের সংঘাত চলছেই। এবারে ওই বুনোর হামলায় জখম হলেন দুই চা শ্রমিক। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগানে। আহতদের নাম জীবন লাকড়া ও বিষ্ণু গোয়ালা। চিতাবাঘটি দুজনের হাতেই নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে। আঘাত তেমন গুরুতর না হওয়ায় বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার পর দুই শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

৩ ভারতীয়কে ঘরে ফেরাবে পুলিশ

'বাংলা বললেই হেনস্তা'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও শিবশংকর সূত্রধর

কলকাতা ও কোচবিহার, ১৬ জুন : কোচবিহারের জামালদহ সীমান্ত থেকে তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার পর রাজ্য প্রশাসনের নিশানায় এখন বিএসএফ। বিধানসভায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। কোচবিহার জেলা পুলিশও দাবি করে যে, তাদের চাপে বিজিবি'র সঙ্গে কথা বলে ওই তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে বিএসএফ।

মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটিকে বাংলা ও বাঙালির হেনস্তা বলে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যে তিন ভারতীয়কে বিএসএফ জোর করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ, তাঁদের ধরেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশ। পরে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও ওই তিনজনের বৈধ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি ছিল বলে কোচবিহার পুলিশের দাবি।

বিধানসভায় মমতা সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ সমস্ত ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে এই অন্যায় হচ্ছে।' বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'লজ্জা করে না আপনাদের! শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলেন বলে মহারাষ্ট্র সরকার এই অন্যায় করেছে। এটা ভাষাভিত্তিক বৈষম্য, এটা রাজ্যবাসীর অপমান। মহারাষ্ট্র সরকার বাংলা ভাষা বলায় কাউকে বাংলাদেশি বললে তা গোটা বাংলাকে বাংলাদেশি বলার সমান। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

অন্যদিকে, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'তিনজন ভারতীয়কে বাংলাদেশের বিজিবি আটক করেছে বলে খবর পেয়েছিলাম। তাঁদের মুম্বই পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল। ওই তিনজনের সব নথি সংগ্রহ করি। পরে কোচবিহার পুলিশের চাপে বিএসএফ বাধ্য হয় বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করতে। এরপর তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

ওই তিন ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে নিজামুদ্দিন মণ্ডল ও মিনারুল শেখ যথাক্রমে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ও বেলডাঙ্গার বাসিন্দা। অন্যজন মোস্তাকা কামাল শেখের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। তাঁদের সোমবার মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে গাছের চারা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। তাঁদের নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই তিনজন মুম্বইতে কাজ করতেন। বাংলাদেশি সন্দেহে মুম্বই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

ওই খবর পাওয়ার পর সক্রিয় হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদ। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম উদ্যোগী হয়ে মুম্বই পুলিশকে ওই তিনজনের পরিচয়পত্র পাঠিয়েও ছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, মুম্বই পুলিশ পর্ষদকে না জানিয়ে ওই তিনজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, যেসব রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানেই এই কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

ওই সময় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় পালটা কটাক্ষ করেন।

মুর্শিদাবাদের তিন শ্রমিককে বাড়ি পাঠাচ্ছে পুলিশ।

ক্রুদ্ধ মমতা

বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ সমস্ত ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে এই অন্যায় হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ

সমস্যা মেটাতে বৈঠক গৌতমের

ফুলবাড়ি, ১৬ জুন : ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ দেখালেন বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ফুলবাড়ির চারটি সংগঠনের সদস্যরা। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশাপাশি র‍্যাফও নামানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বিক্ষোভকারীদের আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। ভুটানের ট্রাকগুলিকে যাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি দেখারও আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, বিক্ষোভের খবর পেয়ে মঙ্গলবার ওই চারটি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকের বার্তা পাঠান জলপাইগুড়ির জেলা শাসক। এরপর দুপুর ১টা নাগাদ বিক্ষোভ থামে। বাংলাদেশে যেতে দেওয়া হয় ভুটানের ট্রাক। এদিন ভুটানের ১৯৬টি ট্রাক ওপার বাংলায় গিয়েছে।

বৈঠকের পর গৌতম বলেন, 'রাজ্য ও কেন্দ্র যাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে, সেজন্য পরিবহণ সচিবের সঙ্গে কথা বলব। এদেশের বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করাটা জরুরি। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ভুটানের ট্রাক বোল্ডার ডাম্প করে। এরপর ভারতীয় ট্রাকে সেই বোল্ডার তুলে নিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ফুলবাড়িতে সেটা না হওয়ায় অনেক মানুষ কর্মহীন।' তিনি জানান, ট্রান্সপোর্টার্স, গাড়ির মালিক, চালকদের সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

কয়েকদিন ধরেই ভুটানের ট্রাক ওপার বাংলায় যেতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন বোল্ডার ব্যবসায় যুক্তরা। ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রবিবার থেকে ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন ও সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক সদস্য স্থলবন্দরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ তাঁরা ভুটানের ট্রাকের সামনে বসে পড়েন, সেগুলি আটকে দেন। তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশের তরফে ভারতীয় বোল্ডার আমদানির ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো কর চাপানো হচ্ছে। সেখানে ভুটানের ট্রাকে বোল্ডার আমদানিতে সেভাবে কর চাপানো হয়নি বললেই চলে। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্ত দিচ্ছে বাংলাদেশে যাচ্ছে।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ শাহাজাহান বলেন, 'মেয়র ও জেলা শাসকের আশ্বাসে সাময়িকভাবে আমরা আন্দোলন থেকে সরে এসেছি। জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করব। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাব। সুরাহা না হলে ফের আন্দোলনের পথে হাঁটব।'

ফুলবাড়িতে ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

রাজ্য ও কেন্দ্র যাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে, সেজন্য পরিবহণ সচিবের সঙ্গে কথা বলব। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ভুটানের ট্রাক বোল্ডার ডাম্প করে। এরপর ভারতীয় ট্রাকে সেই বোল্ডার তুলে নিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ফুলবাড়িতে সেটা না হওয়ায় অনেকে কর্মহীন।

-গৌতম দেব
মেয়র, শিলিগুড়ি

শেষপর্যন্ত মালা

প্রথম পাতার পর

সুরজিতের বন্ধু খোকন স্টেশন চত্বরে পার্কিং লটের দায়িত্ব সামলান। সবাই মিলে সেই মইয়ে উঠলেন। খোকন সবার আগে। একবার পড়েও যাচ্ছিলেন। বাকিরা কোনওমতে সামলালেন। তারপর সবার মিলিত চেষ্টাই সেই ছবিতে মালা পড়ল। ততক্ষণে সেই জায়গায় বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। ছবিতে মালা পড়ার মুহূর্তেই হাততালি পড়ল চটপট। ভিজে গেল কারও কারও চোখের কোণ।

কার ছবিতে মালা পড়ল জানেন? সুরজিৎ অপকট, 'আমরা তো এটা গান্ধিজির ছবি বলেই জানতাম। এ ছবি যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তা তো কেউ আমাদের জানাননি।' বস্তুত, দেশবন্ধুকে কেন্দ্র করে এদিন শহরের কোথাও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। কিছুটা দূরেই তাঁরই নামাঙ্কিত যে উড়ালপুল, সেখানেও কারও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

এহেন দৃশ্য যে কারও মন খারাপ করবে। কিন্তু তাঁর ছবি ঘিরে এদিন সুরজিৎ, খোকনরা যা করে দেখালেন তা নিশ্চয়ই দেশবন্ধুকে কিছুটা হলেও তৃপ্তি দেবে। তাঁর প্রয়াণের শতবর্ষে সেটাই হয়তো শহর শিলিগুড়ির প্রাপ্তি।

দুই আধিকারিক

প্রথম পাতার পর

দপ্তরের বিশেষ সচিবের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় যে ১৯০ জন ভূমি আধিকারিককে বদলি করা হয়, সেই সময় দেবায়নীকে ময়নাগুড়ি থেকে কালিয়াগঞ্জের বিএলএলআরও হিসেবে বদলি করা হয়। একই নির্দেশিকায় কুমারগঞ্জ থেকে ময়নাগুড়ির বিএলএলআরও হিসেবে আসার নির্দেশ পান ভিক্টর সাহা। সেইমতো ২৯ এপ্রিল ময়নাগুড়িতে কাজে যোগ দেন নতুন বিএলএলআরও। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সকলকে আগের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিতে হবে। ৩০ এপ্রিল বিশেষ সচিবের সই করা এক নির্দেশিকায় আবার বলা হয়, মায়ের শারীরিক অবস্থার কারণে দেবায়নী মিত্রের বদলির নির্দেশ এক মাসের জন্যে স্থগিত রাখা হল। সেই হিসেবে এক মাস হওয়ার ঠিক দু'দিন আগে ২৮ মে ভূমি দপ্তরের সেই বিশেষ সচিব দুজন বিএলএলআরওর বদলির নির্দেশিকায় সই করেন। এবারে দেবায়নীকে বদলি করা হয় দার্জিলিং জেলার রংলি রংলিয়ট ব্লকে এবং সেখানকার বিএলএলআরও তথা দেবায়নীর স্বামী মানস মাইতিকে বদলি করা হয় কালিয়াগঞ্জের বিএলএলআরও হিসেবে। সেই হিসেবে এই দুজনের রিলিজ নেওয়ার সর্বোচ্চ সময় ছিল চলতি জুন মাসের ২ তারিখ। সেদিন ময়নাগুড়ি বিএলএলআরও অফিসে এক ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানও হয় দেবায়নীকে বিদায় জানাতে। তিনি সেখানে শামিল হয়ে শিলিগুড়িতে তাঁর বাড়ি ফেরেন।

সেদিনই ফের ভূমি দপ্তরের বিশেষ সচিব আরেক নির্দেশিকা জারি করে জানান, দেবায়নীর বদলির যে নির্দেশিকা জারি হয়েছিল তা পরবর্তী নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রইল। এনিয়ে দেবায়নী বলেন, 'দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকরা নির্দেশ দিয়েছেন বলেই রয়েছি।'

এই অবস্থায় ময়নাগুড়ি বিএলএলআরও পদে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন দেবায়নী মিত্র এবং অফিসে ইতিউতি ঘুরে বেড়িয়ে, এর তাঁর রুমে সাধারণ মানুষের জন্যে বরাদ্দ প্লাস্টিকের চেয়ারে কোনওরকমে বসে দিন কাটাচ্ছেন নতুন বিএলএলআরও ভিক্টর সাহা। দু'মাস হতে চললেও নতুন আধিকারিককে দায়িত্ব সহ লগইন আইডি-পাসওয়ার্ড বুঝিয়ে দেওয়া দূরের কথা, তাঁর জন্য একটি চেয়ার পর্যন্ত বরাদ্দ হয়নি। ভিক্টর অবশ্য বলেন, 'পুরোটাই বিভাগীয় বিষয়। তাই এনিয়ে বাইরে বা সংবাদমাধ্যমে কথা বলার প্রশ্নই নেই। নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজে যোগ দিয়েছি এবং নিয়মিত অফিসে আসছি।'

এনিয়ে ক্রমেই বাড়ছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা তথা জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'সরকারি আধিকারিকদের তুলে দেওয়া তোলাবাজির টাকাতেই চলছে তৃণমূল এবং দলের নেতা-মন্ত্রীরা। মোটা অঙ্কের কালেকশন দেন বলেই হয়তো একজন ব্লক আধিকারিকের জন্যে বারবার নির্দেশিকা জারি করতে হয় দপ্তরের কর্তাদের। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই নোংরামো বন্ধ না হলে গোটা ময়নাগুড়ির মানুষ ওই অফিসে জড়ো হয়ে আন্দোলনে শামিল হবেন।'

এটিএম লুটে ধৃত আরও এক

প্রথম পাতার পর

গাড়ি ফেলে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে গা-ঢাকা দেয়। পুলিশ সুপারের কথায়, 'গাড়িতে তিনটি আলাদা আলাদা রাজ্যের নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হয়েছিল। গাড়িটির আসল চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর বের করার চেষ্টা চলছে।'

সোমবার ইরফানকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার পাঁচজন দুষ্কৃতী ধূপগুড়ির দিক থেকে হাইওয়ে ধরে ময়নাগুড়িতে ঢোকে। বিভিন্ন এটিএম কাউন্টারে রেইকির পর প্রহরীবিহীন ওই এটিএম কাউন্টারটিকে তারা 'টার্গেট' করে। সেই রাতে এক ব্যক্তি গাড়িটিকে তাড়া করার পাশাপাশি পুলিশকে ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দিয়েছিলেন। সেখানে দুষ্কৃতীদের গাড়ির নম্বর পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া জঙ্গলে গা-ঢাকা দেওয়ার পর স্থানীয় সরস্বতী চা বাগানের বাসিন্দারা পুলিশকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এঁদের সকলকে সম্মানিত করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এছাড়া যে গ্যাস কাটারটি দুষ্কৃতীরা ব্যবহার করেছিল সেটির খোঁজ চলছে।

পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'আমরা নিশ্চিত অধরা দুষ্কৃতী এখনও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তার খোঁজ পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

নয়া পদে উত্তরের জিয়াউল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ জুন : জিয়াউল আলম আরও বড় দায়িত্ব পেলেন। সিটু'র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গত ১২-১৫ জুন পর্যন্ত হলদিয়ায় হওয়া সিটু'র রাজ্য সম্মেলনের শেষে বাগ্মী নেতা হিসেবে পরিচিত জিয়াউলকে ওই পদে বেছে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক আন্দোলন থেকে উঠে আসা জলপাইগুড়ির জিয়াউল বললেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই শিল্প এবং শ্রমিক বিরোধী নীতির বদল ঘটানোই হবে প্রথম কাজ। সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে এগোনোর পরিকল্পনা রয়েছে।' সিটু'র রাজ্য কমিটিতে জিয়াউলের ওই পদপ্রাপ্তি সিপিএমের চা শ্রমিক সংগঠন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করে এখন সেদিকে রাজনৈতিক মহলের নজর। জিয়াউল আলম আদ্যোপান্ত বামপন্থী পরিবারের। ১৯৮১ সালে তিনি জলপাইগুড়িতে আসেন। চা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বর্তমানে চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি ২০১৩ সাল থেকে সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের

সাধারণ সম্পাদকের পদেও রয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আনন্দ পাঠক, সুবোধ সেন, মানিক সান্যাল, রতনলাল ব্রাহ্মণ, দেবেন সরকার, বাদল সরকার, এলএম প্রধান, ঈশ্বর তিরকি, রানা সেন, দাওয়া নরবুলা, আরবি রাই, জগন্নাথ ওরাওঁ, বাবুলাল গোপ, মোহনলাল ওরাওঁ, লক্ষ্মীমায়া ছেত্রীর মতো প্রবাদপ্রতিম চা শ্রমিক নেতা-নেত্রীদের সান্নিধ্য পেয়েছেন।

জিয়াউল বলেন, 'খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের মূল কাজ।' চা বাগান নিয়ে রাজ্যের জমি নীতির বিরুদ্ধে আরও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলাও তাঁদের লক্ষ্য বলে জিয়াউল জানিয়েছেন। চা বাগানে জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে আগামী ২৩ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত গেট মিটিংয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে। এবার এখন থেকেই শ্রমিকরা যাতে ২০ শতাংশ হারের ন্যায্য বোনাস পান সেই দাবি তুলে ধরা হবে বলে সিটু'র সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জানান।

সিটু'র রাজ্য সম্পাদক

আকাশের সাফল্য

কলকাতা, ১৬ জুন : 'নিট ইউজি' (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট-আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) ২০২৫-তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আকাশ ইনস্টিটিউটের পড়ুয়াদের ফলাফল তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। প্রতিষ্ঠানের কলকাতা কেন্দ্রের দ্বিবার্ষিক ক্লাসরুম প্রোগ্রামের পড়ুয়া রচিত সিনহা চৌধুরী ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৭০ পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ১৬তম ও রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। রাজ্যে দ্বিতীয় রূপায়ণ পাল আকাশের এক বছরের ক্লাসরুম প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৭২০-এর মধ্যে ৬৬৬।

চলতি বছরে এই রাজ্যে আকাশের কেন্দ্রগুলো থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থী সর্বভারতীয় র‍্যাংকিংয়ে ১০০০-র মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ৪০০ এর বেশি পড়ুয়ার সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমন ফলাফল নিট কোচিংয়ের ক্ষেত্রে আকাশকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরেছে। আকাশের ফাউন্ডার ডিরেক্টর সঞ্জয় খেমকা বললেন, 'ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা গর্বিত। পড়ুয়া ও শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের ফল এটি।'

তেল আভিভ বিধ্বস্ত

প্রথম পাতার পর

ভাইরাল ভিডিওতে হাইফায় বিরাট এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বন্দর পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সংস্থা আদানি পোর্টস অবশ্য বন্দরের কাজকর্ম সচল আছে বলে জানিয়েছে। ইরানে পড়তে যাওয়া ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়াকে আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত।

এই হামলা-পালটা হামলার মধ্যে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের ছক কষেছিল ইরান। এজন্য গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করা হয়েছিল। ইরান তাঁকেও খুনের ছক কষেছে বলে দাবি করেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প অন্যান্য নেতার মতো দুর্বল শর্তে দর কষাকষির রাস্তায় হাঁটেননি। ইরান পরমাণু অস্ত্র রাখতে পারবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেই কারণে তিনি ইরানের শত্রু তালিকায় সবার ওপরে।'

আমেরিকার দুই শীর্ষ আধিকারিক আবার দাবি করেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল ইজরায়েল। শেষমুহূর্তে তাতে আপত্তি জানান ট্রাম্প। ফলে পিছু হটতে হয়েছে নেতানিয়াহুকে। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরানের ভূগর্ভস্থ বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন খামেনেই নিজেই। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ছেলে তথা উত্তরাধিকারী মুজতবা। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোমবার পার্লামেন্টে অবশ্য বলেন, 'ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং গবেষণার অধিকার আমাদের রয়েছে।' পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণ চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরানের বিদেশমন্ত্রক। ইজরায়েলি হামলার পিছনে আমেরিকার মদত রয়েছে অভিযোগ করে ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে পরমাণু আলোচনা চালিয়ে যাওয়া 'অর্থহীন' বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। এই সংঘর্ষে নাক গলিয়ে এখন উভয়সংকটে পাকিস্তান। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য মহসিন রেজাই সোমবার জানান, পরমাণু হামলা হলে ইজরায়েলের ওপর পালটা পরমাণু হামলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাকিস্তান। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য রেজাইয়ের দাবি অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার।

বিবেকের ফাইল খোলা হয় সময়

প্রথম পাতার পর

ফিল্ম বানানোর স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিমত নেই। যে কেউ যা ইচ্ছে বানাতে পারেন। শুধু বলছি, টাইমিংয়ের কথা। ঠিক ভোটের আগেই এই ফাইল খোলার তাড়না কেন হয়, সেটা নিয়েই হাজারো প্রশ্ন। এই ফিল্মের শিল্পীরা অনেকেই বিজেপির পরিচিত মুখ। তাঁদের একজন মিঠুন চক্রবর্তী, সপুত্র।

আছেন তৃণমূলের সঙ্গে 'সম্পর্কচ্ছিন্ন' সৌরভ দাস। অনুপম খেরের পাশাপাশি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও।

তা আবার মুক্তি পাবে দুই ভাগে। প্রথম ভাগের নাম -- বেঙ্গল ফাইলস, রাইট টু লিভ। বাঁচার অধিকার। আসলে ফিল্মের প্রতিপাদ্য হিন্দু গণহত্যা। তার মুক্তি হবে ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসে।

এই পরিচালক দাবি করেন তিনি নরেন্দ্র মোদির সমর্থক, কিন্তু বিজেপির সদস্য নন। তাঁর এই ফিল্ম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াতে পারে। ফলে সেন্সর বোর্ড আটকে রাখবে বলে যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি বিবেক নিজেই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য।

সেইসঙ্গে দেশের তরফে আইসিসিআরের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। নাই বা হলেন তিনি বলিউডের কোনও সফল ফিল্ম নির্মাতা। তিনি দেশের হয়ে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন, বিষয় : ভারত, বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদ।

কী কী ফিল্ম বিবেক বানিয়েছেন তা খোঁজখবর না নিয়ে কেউ বলতে পারবেন না। ২০০৫ সাল থেকে বলিউডে থাকলেও তাঁর খ্যাতি একেবারে হালে নানা ফাইলের সূত্রে।

এক একটা ফাইল বেরোয় আর তা দেখতে সদলবলে যান বিজেপির হোমরাচোমরারা। সার্টিফিকেট দেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীর ফাইলস দেখে গদগদ মোদি বলেছিলেন, এতদিন চেপে রাখা সত্যি বেরিয়ে আসছে। এর বদনাম করছে কায়েমি স্বার্থবাদীরা।

সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদি বলেছিলেন, দেশভাগ, জরুরি অবস্থা নিয়েও এমন ফিল্ম তৈরি হওয়া উচিত। এই ফিল্ম দেখার জন্য সরকারি কর্মচারীদের আধবেলা ছুটি দেওয়া হয়েছিল বিজেপি শাসিত অসমে। এই ছবি করমুক্ত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ত্রিপুরা, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো পদ্ম ফুলের রাজ্যে।

বেঙ্গল ফাইলসের টিজারও বেরিয়েছে ১২ তারিখে। তাতে বলা হয়েছে, কাশ্মীর ফাইলস যদি আপনাকে আহত করে তবে বেঙ্গল ফাইলস আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

নেপথ্য কণ্ঠ বলছে, বাংলা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় কাশ্মীর হয়ে উঠছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কতদিন চলবে আর? এই প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে বেঙ্গল ফাইলস ছবির টিজার। তাতে হিংসার টুকরো দৃশ্যের সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত দুর্গা প্রতিমা।

এই পরিচালক বিবেকের ডাকে আরজি কর কাণ্ডের সময় এসেছিলেন কলকাতায়। সেসময় তিনি বলেছিলেন, 'ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় থেকে ধর্ষণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলায় সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, নির্বাচনি হিংসা বন্ধ হওয়া উচিত। বাংলাকে আবার মহান করতে হবে। এটা সম্ভব একমাত্র যদি এখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরো বদলে দেওয়া যায়। এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

এরপরও কি ছবি রিলিজের টাইমিং নিয়ে কিছু বলতে হবে?

ধমক মমতার

প্রথম পাতার পর

আমরা ওঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লেখা যেসব বই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা নিয়ে যদি বলি, তাহলে সম্মান থাকবে তো?' শিখার কথায়, 'আমরা তা করি না। কারণ, সেটা আমাদের রুচিতে বাধে। কিন্তু সেটা উনি আমার দুর্বলতা ভাবলে ঠিক করছেন না।' বিজেপির আইনজীবী নেতা কৌস্তভ বাগচীর প্রসঙ্গ টেনে শিখা বরং হুঁশিয়ারি দেন, 'দরকার হলে জেলে যাব। বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হব, কিন্তু আর এই আক্রমণ বরদাস্ত করব না।'

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে ভাষণ দেওয়ার সময় ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ। পালটা সরব হন অসীমা পাত্র, সায়ন্তিকা প্রমুখ তৃণমূল বিধায়করা। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও না শোনায় শেষপর্যন্ত কুমারগ্রামের বিধায়ককে মার্শাল ডেকে কক্ষ থেকে বার করে দেন অধ্যক্ষ। শিখা, মনোজ, শংকর প্রমুখ দলের বিধায়কদের এই ব্যক্তিগত আক্রমণের সমালোচনা করে আসানসোলের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল অভিযোগ করেন, 'এটা মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের থ্রেট কালচার। বিরোধীদের মনোবল ভাঙতে এটা মুখ্যমন্ত্রীর কৌশল। মনোজ পুরুষ বলে তাঁর কণ্ঠরোধ করতে মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলরা মহিলা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র, পেশা নিয়ে আক্রমণ করা হল। ভয় দেখানো হয়।'

অগ্নিমিত্রা বলেন, 'জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সদনে থাকলেও কখনও বিরোধীদের এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন বলে শুনিনি।' শিখার মতে, 'মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আক্রমণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর এরকম মনোভাব আমাদের মতো মহিলা সদস্যদের কাছে লজ্জার।'

ছোট্ট তারা

সেন্ট পলস স্কুলের ছাত্রী আট বছর বয়সি সৌরশ্রী বর্মন একাধিক নাচের প্রতিযোগিতায় সেরা নির্বাচিত হয়েছে।

করলা সেতুতে নো পার্কিং জোনে পার্কিং। -সংবাদচিত্র

নো পার্কিং বোর্ড সরিয়ে গাড়ি রাখা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : সামনে রাখা নো পার্কিংয়ের বোর্ড। তাতে কী যায় আসে! সেসব আবার কেউ মানে নাকি। সেই নো পার্কিং ঘেঁষেই বা বোর্ডটিকে গুঁতো দিয়ে সরিয়ে বাইক, স্কুটার, সাইকেল রাখছেন শহরবাসী। দিনেরবেলায় পুলিশকর্মী থাকায় সে কাজ করতে না পারলেও সন্ধ্যা হতেই এই ছবি ধরা পড়ে দিনবাজার সেতুর উপর। প্রতিদিন সন্ধ্যাতেই ব্রিজের উপর রাখা নো পার্কিংয়ের বোর্ডের পাশেই রাখা থাকে যানবাহন। শুধু যানবাহন নয়, ব্রিজের উপর ঠ্যালা নিয়ে বসে ব্যবসা করতেও দেখা যায় কয়েকজন ফল ব্যবসায়ীকে। আর এর ফলে যানজটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে পথচারী থেকে শুরু করে অন্য যানবাহনে চলাচলকারী মানুষকে।

এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের জবাব, 'আমাদের তরফে বারবার শহরবাসী ও সেতুর উপরে যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদের সচেতন করা হয়েছে। পুলিশ মাঝে মাঝেই অভিযান চালায়। সেতুতে ব্যবসা কিংবা মোটরবাইক পার্কিং করা কাম্য নয়। মানুষ যদি সচেতন না হয়, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমরা অভিযানে নামব।'

এমনিতেই সারাদিন দিনবাজারের ওই ঘিঞ্জি রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা দায় হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর সন্ধ্যায় সেতুজুড়ে সার দিয়ে রাখা থাকে মোটরবাইক ও গাড়ি। ফলে, রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। পথচারীরা সমস্যায় পড়েন। এনিয়ে দিনবাজারের ব্যবসায়ী অমিত পালের বক্তব্য, 'নো পার্কিং বোর্ড থাকলেও প্রায় কেউই মানেন না। ফলে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় যানজট হয়। আমাদের ব্যবসায়ীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।'

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে বলা হয়, ট্রাফিক তাদের মতো করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু তাদের অবর্তমানে মানুষ যত্রতত্র পার্কিং করে। সজাগ করা হলেও কেউ শোনে না। মানুষকে সচেতন হতে হবে। তবে শহরবাসীর অভিযোগ, অভিযানের দিনগুলিতে নিয়মমাফিক চলে অনেক কিছুই। কিন্তু পাকাপাকি হাল ফিরবে কী উপায়ে, শহরবাসীর কাছে সেটাই বড় প্রশ্ন।

নদীতে ডুবে হাসপাতালে ভর্তি

মালবাজার, ১৬ জুন : বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলেন এক তরুণ। যদিও বন্ধুদের তৎপরতায় এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে।

সোমবার দুপুরে মালবাজার শহরের রামকৃষ্ণ কলোনির আহির আলি বন্ধুদের সঙ্গে নেওড়া নদীতে স্নান করতে যান। স্নান করার সময় তাঁকে তলিয়ে যেতে দেখে বন্ধুরা সেদিকে সাঁতরে যান। তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে নদীর তীরে তোলা হয় আহিরকে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন আহির। উদ্ধারকারীদের মধ্যে রয়েছেন অনিল ওরাওঁ ও অমিত ওরাওঁ নামে দুই তরুণ। তাঁরা দুজনেই মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন এনসিসি ক্যাডেট।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, নদীর রেলসেতুর নীচে প্রায়ই কমবয়সি ছেলেদের ভিড় জমে। প্রশাসনিক নজরদারি না থাকলে যে কোনও সময়ে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এনবিডিডি-তে ডিপিআর

ময়নাগুড়ি, ১৬ জুন : ময়নাগুড়ির ডাকঘর মোড় থেকে দুর্গাবাড়ি মোড় হয়ে সেচ দপ্তরের অফিস পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণের জন্য প্রকল্প (ডিপিআর) তৈরি করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে (এনবিডিডি) পাঠানো হল। ডাকঘর মোড়ের ১১টি দোকান সহ রাধাগোবিন্দ মন্দির ও একটি বসতবাড়ির সামনে জল জমে থাকে। এখানে বহু বছরের পুরোনো একটি নর্দমা থাকলেও তা আবর্জনার স্তূপে ভরাট হয়ে থাকে। নর্দমার চেয়ে রাস্তা নীচু হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকার সামনে জল দাঁড়িয়ে যায়। বেশি বৃষ্টি হলে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুফল মেলেনি। স্থানীয় ব্যবসায়ী কেশব রায় বলেন, 'বর্ষায় এখানকার সকলেরই ক্ষতি হয়। ক্রেতারা দোকানে আসতে সমস্যায় পড়েন।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'ডাকঘর মোড় থেকে দুর্গাবাড়ি হয়ে সেচ দপ্তরের অফিস পর্যন্ত নর্দমা নির্মাণের জন্য প্রকল্প তৈরি করে এনবিডিডিতে পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ মিলবে বলে আমরা আশাবাদী।'

জলপাইগুড়ি শহরের জনবহুল এলাকায় বাড়ছে ভয়

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র যেন শোপিস

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : দেওয়ালে ঝোলানো অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো কার্যত দোকান বা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মরক্ষার জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনের সময় সেগুলো যে কোনওটাই ঠিকঠাক কাজ করে না তা আরও একবার প্রমাণিত হল রবিবার রাতে মার্চেন্ট রোডের জুতোর শোরুমে আগুন লাগার ঘটনায়। আর সেগুলো কাজ করবেই বা কী করে? একদিকে যেমন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ। তেমনি আগুন লাগার পর কীভাবে ওই যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তারও কোনও প্রশিক্ষণ নেই বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের। ফলে যে আগুনকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব তা ছড়িয়ে যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যত হিমসিম খেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি মঙ্গলবার দমকল বিভাগকে একটি চিঠি করব শহরের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বহুতলগুলোতে যৌথ পরিদর্শনের জন্য। যেখানে ওঁরা টেকনিকাল খামতি দেখবেন। এরপর আমাদের জানালে আমরা ব্যবস্থা নেব।'

এদিকে, রবিবার রাতের জুতোর শোরুমের আগুনের ঘটনায় এক অমানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে মার্চেন্ট রোডের ব্যবসায়ীদের। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মার্চেন্ট রোডের অপর একটি জুতোর শোরুমের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অভিযোগ, সেসময় ওই শোরুমের ম্যানেজার তাঁদের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি দিয়ে সাহায্য করেননি। সোমবার মার্চেন্ট রোড ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির তরফে শোরুমটিকে বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা বলেন, 'এটা অমানবিক আচরণ। আমরা ওই শোরুম কর্তৃপক্ষকে বলেছি যাদের নির্দেশ মেনে তারা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি ব্যবহার করতে দেয়নি তাদেরকে আমাদের সংগঠনের সঙ্গে এসে কথা বলতে হবে। যতক্ষণ তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না আমরা ওই শোরুম বন্ধ রাখতে বলেছি।'

রবিবার গভীর রাতেও কলকাতার খিদিরপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বহু দোকান পুড়ে যায়। বছর দশেক আগে একই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ওই ঘটনার পর আজও বদলায়নি দিনবাজারের চেহারা। এখনও কার্যত জতুগৃহ গোটা দিনবাজার চত্বর। আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি কোনও অবস্থাতেই বাজারে ঢুকতে পারবে না। পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হলে তার বেশিরভাগটাই একাংশ ব্যবসায়ীদের দখলে।

সৈকত বলেন, 'দিনবাজারের ভেতরের রাস্তা দখলমুক্ত অভিযান আমরা একাধিকবার করেছি। এখনও নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। এখন যদি আবারও দখল থাকে সেক্ষেত্রে জরিমানা করা হবে।'

শহরের বিভিন্ন শোরুম, রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং আবাসনগুলোর অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাও তথৈবচ। কিছু হোটেল রেস্তোরাঁতে থাকলেও সেগুলোর মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই বলে অভিযোগ। দমকল বিভাগের উত্তরবঙ্গের ডিভিশনাল ম্যানেজার দেওয়ান লেপচা বলেন, 'ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বাধ্যতামূলক করতে হলে পুরসভার সাহায্য প্রয়োজন। ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণের সময় যদি ওঁরা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আছে কি না দেখে নেন তাহলেই সকলেই এই নিয়ম মেনে চলবে। আর আমাদের কর্মীরা সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন প্রাথমিক স্তরে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।'

ঘিঞ্জি পরিবেশ, আগুন লাগলে নিস্তার নেই। জলপাইগুড়ির দিনবাজারে।

অবস্থা চিন্তাজনক

- শহরের বিভিন্ন শোরুম, রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং আবাসনগুলোর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও তথৈবচ
- কোথাও আগুন নেভানোর জলের পাইপ মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কোথাও আবার ট্যাংকে জল থাকছে না
- কিছু হোটেল, রেস্তোরাঁয় তা থাকলেও সেগুলোর মেয়াদ পেরিয়েছে অনেকদিন আগেই বলে অভিযোগ
- এতে আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যত হিমসিম খেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের

কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : ডেঙ্গির সমীক্ষা দল থেকে বাদ দেওয়ায় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে পুরসভার দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা কর্মী। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রিতা প্রসাদ নামে ওই মহিলা কর্মী সোমবার লিখিতভাবে পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, গত প্রায় ১৭ বছর ধরে তিনি ওয়ার্ডে পোলিও, কুষ্ঠ এবং ডেঙ্গির সমীক্ষার কাজ করে আসছেন। চলতি বছর তিনি ডেঙ্গির প্রশিক্ষণ শিবিরেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ওয়ার্ডে ডেঙ্গি রোগ শনাক্তকরণে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার যে সমীক্ষা দল তৈরি হয়েছে, তাতে তাঁর নাম নেই। ওয়ার্ডের টিম থেকে কাউন্সিলার তাঁর নাম বাদ দিয়েছেন। এতে রিতা ক্ষুব্ধ।

কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ বর্মনের মন্তব্য, 'উনি শুধু একা নন, চলতি বছর পুরোনো তিন কর্মীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিগত বছর তাঁদের কাজের মান অসন্তোষজনক ছিল। তাই ওয়ার্ডের কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে।' জানা গিয়েছে, এই মহিলা শহরের এক বিজেপি নেতার আত্মীয়। প্রশ্ন উঠেছে, কাজ থেকে বাদ দেওয়ার পেছনে কি কোনও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে? বিষয়টি অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলার।

বিনামূল্যে ফর্ম ফিলআপ

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : রাজ্যের প্রতিটি কলেজের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের কলেজগুলিতেও ভর্তি শুরু হচ্ছে ১৮ তারিখ থেকে। ১৭ জুন সেন্ট্রাল পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে কলকাতায়। পরেরদিন থেকেই যে কোনও ক্যাফে থেকে ফর্ম ফিলআপ করতে পারবে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা। এদিকে, ক্যাফেতে না গিয়ে বিনামূল্যে ভর্তির আবেদনের ব্যবস্থা করেছে জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সোমবার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি গৌরব ঘোষ।

মালজুড়ে জলের মেশিন অকেজো

তৃষ্ণা মেটাতে দোকানে যেতে হচ্ছে পথচারীদের

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৬ জুন : বেশ কয়েক বছর হল, তীব্র জলসমস্যার সঙ্গে লড়াই করছে মাল শহর। তার উপর যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবা বর্তমানে বেহাল। শুধু তাই নয়, শহরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জায়গায় অত্যাধুনিক পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিনগুলি অকেজো রয়েছে। সবমিলিয়ে এই গরমে তীব্র পানীয় জলসংকটে পড়েছেন শহরবাসী। এ নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'অকেজো মেশিনগুলি সংস্কারের বিষয়টি আমরা দেখছি। আর যেসব স্থানে পানীয় জলের বিশেষ প্রয়োজন, সেখানে সার্ভে করে সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করা হবে।'

বিগত কয়েক বছরে মাল শহরের বাসস্ট্যান্ডে অত্যাধুনিক পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই মেশিনের শোচনীয় দশা। সেটি আগাছায় ভরে উঠেছে। একইভাবে হাসপাতালের সামনে রোগীর পরিজন, স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং পথচলতি মানুষের জন্য বসানো হয়েছিল একই রকম মেশিন। সেটিও কাজ করছে না। এককথায়, ক্যালটেক্স মোড়, ঘড়ি মোড় ও হাসপাতালের সামনে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থাই এখন নেই। ফলে পিপাসা মেটাতে পথচলতি মানুষকে স্থানীয় দোকানে জলের আবদার করতে হচ্ছে। আর ব্যবসায়ীদের স্থানীয় কোনও টিউবওয়েল থেকে জল নিতে হচ্ছে। অনেকে পুরসভার ২০ লিটারের জলের ড্রামও কিনছেন বাধ্য হয়ে।

ব্যবসায়ী থেকে বিরোধীরা পুরো বিষয়টিকেই পুরসভার অপরিকল্পিত পরিকল্পনার ফল বলছেন। ক্যালটেক্স মোড় এলাকার এক ব্যবসায়ী রাজু চক্রবর্তী বলেন, 'শহরের গুরুত্বপূর্ণ ক্যালটেক্স মোড়ে পরিস্রুত পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। ক্রেতা ও পথচলতি মানুষকে দোকানগুলির উপরেই ভরসা করতে হয়। সুলভ শৌচালয়েরও সমস্যা আছে।' হাসপাতালের সামনে ব্যবসা রাজীব সরকারের। তিনি বলেন, 'এখানে পানীয় জলের অত্যাধুনিক মেশিন বসানো হয়েছিল। সেটা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। একই অবস্থা বাসস্ট্যান্ডের জলের মেশিনেরও।' জনগণের টাকায় এত টাকার মেশিন বসিয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ কেন হচ্ছে না, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এনিয়ে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'পানীয় জল, শৌচালয় এগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে। রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। যেসব এলাকাতে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে পরিকল্পনামাফিক ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ এই মহকুমা শহরে প্রচুর মানুষ আসেন নানা কাজে। তাঁদের পরিষেবা দেওয়া আমাদের কর্তব্য।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন পুরসভার একমাত্র বিরোধী কাউন্সিলার সুশান্ত সাহাও। তিনি বলেন, 'যে বিপুলসংখ্যক মানুষ এই পুরবোর্ডকে অনেক ভরসায় ক্ষমতায় এনেছিল, বর্তমানে তাঁরা নিরাশ। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জল, সবক্ষেত্রেই ক্ষমতায় থাকা পুরো বোর্ড ব্যর্থ। অবৈজ্ঞানিক, অপরিকল্পিতভাবে তৈরি প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। জনসাধারণের করের টাকা জলে যাচ্ছে।'

পানীয় জলের অকেজো মেশিনের সামনে জমে আবর্জনা।

পুলিশের সাহায্য

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : ৭০ বছর বয়সি পূর্ণিমা সরকারের কেউ নেই দেখাশোনা করার। চারদিন ধরে পেটের ব্যথায় শয্যাশায়ী। এমন অবস্থায় তাঁর পাশে দাঁড়াল জেলা পুলিশ। খবর পেতেই রবিবার অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব অরবিন্দনগরের বাড়িতে যায় পুলিশ। পূর্ণিমাকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। উল্লেখ্য, প্রণাম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকরা পুলিশি সহায়তা পেয়ে থাকেন।

পদ্মের বিক্ষোভ

মালবাজার ও ধূপগুড়ি, ১৬ জুন : মহেশতলার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার মাল শহরের বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা দয়াময়ী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখালেন। মোর্চার সভানেত্রী বণালি শা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে মাত্র ৭ কিমি দূরে তুলসী গাছকে কেন্দ্র করে সনাতনীদের ওপর যে আক্রমণের ঘটনা ঘটল, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।' অন্যদিকে, ধূপগুড়িতে মিছিল ও থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি মহিলা মোর্চার ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির নেতা-কর্মীরা। থানা চত্বরে তুলসী চারাগাছ রোপণ করেন তাঁরা।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : ছয় দফা দাবিতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা উপসমিতি সোমবার জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে স্মারকলিপি জমা দিল। উপসমিতির জেলা আহ্বায়ক সুমন্ত বাগচী বলেন, 'দ্রুত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই সরবরাহ করতে হবে। গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের সার্ভিস ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত এই কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন সংক্রান্ত শিক্ষা দপ্তর কিংবা মধ্যশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। এই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

প্রচার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। তার আগে সোমবার জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে সংগঠনের সদস্যরা প্রচার চালালেন। সংগঠনের জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সম্পাদিকা শিলা পাল বলেন, 'আমাদের দাবি, ১০ নয় ১২ মাসের বেতন দিতে হবে। সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। মাসিক বেতন ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা সহ অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে।'

ধর্না

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে সোমবার ধর্না দিল পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতি। দীর্ঘদিন ধরে তাদের অভিযোগ, সরকারি নিয়ম না মেনে অনেকে দলিল লিখছেন ফলে স্বীকৃত দলিল লেখকরা কাজ পাচ্ছেন না।

রামধনু।।

ক্রান্তিতে কৌশিক দাসের তোলা ছবি। সোমবার।

পড়ায় পড়ায়

জলপাইগুড়ি

নড়বড়ে সাঁকোয় বিপদের আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : রাজ্যে কংগ্রেসের শাসনকাল থেকে স্থায়ী সেতুর দাবি জানানো সত্ত্বেও তৈরি হয়নি পাকা সেতু। ময়নাগুড়ির ধর্মপুর অঞ্চলের দক্ষিণ গুরুদেবপুর গ্রামের ৮ হাজার মানুষের ভরসা বাঁশের সাঁকো। সাঁকোটি একটি বড় নালার ওপর তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পাশের কয়া নদীর সঙ্গে সংযোগ থাকায় বর্ষাকালে ওই নালায় প্রচুর জল চলে আসে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন এবিষয়ে বলেন, 'আমি বাঁশের সাঁকোর কথা জানতাম না।' তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে কথা বলে স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রতিবছর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাঁশ ও বেত দিয়ে সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে এই সাঁকো দিয়ে বাইক নিয়ে চলাচল করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় সাঁকো ভেঙে পড়ে গিয়ে একটি পা ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বদীপ রায়ের। আরেক বাসিন্দা ভবেন্দ্রনাথ রায় আক্ষেপ করে বলেন, 'সেই কংগ্রেস আমল থেকে বিভিন্ন সরকারি মহল ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে পাকা সেতু তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

ময়নাগুড়ি

রাস্তায় ধস, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা

ময়নাগুড়ি, ১৬ জুন : ময়নাগুড়ি শহরের দাড়িভেজা লিংক রোডের সংযোগস্থলে একটি কালভার্টের পাশে রাস্তার নীচের মাটি সরে গিয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাটি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। এই পথ দিয়ে প্রতিনিয়ত ভারী যানবাহন ছাড়াও অসংখ্য ছোট যানবাহন চলাচল করে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। রাস্তার বিপজ্জনক অংশটি ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা পরিদর্শন করেছেন। সেখানে ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায় জানান, 'গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কালভার্টের পাশের অংশের মাটি ধসে গিয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ঝুলন সান্যাল জানান, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন।

তথ্য : পূর্ণেন্দু সরকার এবং অভিরূপ দে

বিয়ের খরচে লাগাম টানতে ভরসা কৃত্রিম ফুল

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : সামাজিকভাবে বিয়ে মানেই বিশাল খরচ। সে মেয়ের বাড়ি হোক কিংবা ছেলেপক্ষ। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পালটেছে বিয়ের ট্রেন্ড। সাজসজ্জার ক্ষেত্রে গাছের ফ্রেশ ফুলের বদলে খরচ বাঁচাতে উদ্যোক্তারা ঝুঁকেছেন আর্টিফিশিয়াল ফুলের ব্যবহারে। এর পেছনে বাজেট যেমন একটি বড় কারণ তেমনি ফুলের জোগান এবং দামও প্রভাব ফেলছে এই ট্রেন্ডকে ইন্ধন জোগাতে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি শহরের ফুল ব্যবসায়ী অলীক দাসের যুক্তি, 'আর্টিফিশিয়াল অর্থাৎ কাগজ কিংবা সিন্থেটিক মেটেরিয়ালের ফুল দিয়ে বিয়েবাড়ি কিংবা বৌভাতের একটি মঞ্চ তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ৫-৬ হাজার টাকা। সেক্ষেত্রে একই কাজ অগার্নিক ফুল দিয়ে করতে অন্তত ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। তাই এখন সকলেই আর্টিফিশিয়াল ফুলের দিকে ঝুঁকছেন।'

এই আর্টিফিশিয়াল ফুলের ক্ষেত্রে অবশ্য তার গুণগত মান বা বিভিন্নতার উপরে দামের হেরফের হয়। তবে সবক্ষেত্রেই দাম থাকে আসল ফুলের চেয়ে অনেকগুণ কম। সেজন্যই জলপাইগুড়ি শহরে আর্টিফিশিয়াল ফুলের দাপট বেড়েছে। আর এখন শুধু বিয়ে নয়, যে কোনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেই দেখা যায় সেই ছবি। ডেকোরেটার শংকর ঝাঁ জানিয়েছেন, বর্তমানে মোটামুটি ৮-১০ বছর ধরে বিয়েবাড়িতে শুরু হয়েছে ডেকোরেশন। শুরুর দিকে কাঁচাফুল দিয়ে গেট, ছাঁদনাতলার ডেকোরেশন হলেও বর্তমানে কাপড়ের ফুল দিয়ে ডেকোরেশন করা হয়। তাতে খুব কম খরচে একটা বিয়েবাড়ি সাজিয়ে তোলা যায়। ধীরে ধীরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আসায় এই চাহিদা আরও বেড়ে যায়। বর্তমানে ১০,০০০-৮০,০০০ অবধি শুধু ফুলের কাজ হয়ে থাকে।

বিয়ের প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আগেই পরিকল্পনামাফিক নিজেদের পছন্দের ডিজাইনের ডেকোরেশনের বরাত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফুল ব্যবসায়ী কিংবা ডেকোরেটারদের। ফুলের কাজে পারদর্শী শিল্পীরা বিয়ের গেট থেকে বাসর এবং সমস্ত কিছু সাজিয়ে তুলছেন দু'দিনের মধ্যে। সঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে আকর্ষণীয় লাইট। একটি বিয়ে মিটে গেলে সেই বিয়েবাড়ির সাজ চলে যাচ্ছে অ্যালবাম কিংবা স্যোশাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখে আবার একই ডিজাইন কারও পছন্দ হলে, সেই ডিজাইন এবং ফুল ব্যবহার হচ্ছে আবারও। এককথায় অগার্নিক ফুলের আয়ু একদিনের হলেও এই আর্টিফিশিয়াল ফুলের আয়ু যত্ন করে রাখলে পাঁচ থেকে দশ বছর। আর এতেই মুনাফা কামাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। শহরের বাসিন্দা সুদীপ্ত সরকার বলেন, 'সামনেই আমার বিয়ে। অগার্নিক ফুল দিয়ে বৌভাতের ভবন সাজানো অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই আর্টিফিশিয়াল ফুল দিয়েই সামান্য কাজ করা হবে।'

এছাড়া আর্টিফিশিয়াল ফুল ছিঁড়ে যাওয়া কিংবা সকালে লাগালে রাতের মধ্যে মূর্ছে যাওয়ার সম্ভাবনাও শূন্য। এপ্রসঙ্গে আরেক ফুল ব্যবসায়ী মিন্টু মজুমদারের বক্তব্য, 'শুধু দামের জন্য নয়, আসল ফুল খুব দ্রুত নষ্ট হয়। কিন্তু কৃত্রিম ফুল একবার কিনলে এক সিজন অনায়াসে চলে যায়। লাভও ভালো হয়।'

কৃত্রিম ফুলের দোকান। জলপাইগুড়ি শহরে।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস
অদৃশ্য রোগ, দৃশ্যমান লড়াই

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এমন একটি স্নায়বিক রোগ, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যার প্রভাব আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর, মন এবং জীবনধারার প্রতিটি কোণে পড়ে। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ তন্ময় পাল**

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস একটি অটোইমিউন রোগ। রোগীর নিজের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভুল করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুরক্ষাকারী মাইলিন আবরণের ক্ষতি করে। এতে স্নায়ুর সিগন্যাল পাঠানো ব্যাহত হয়, ফলে দেখা দেয় নানারকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

এই রোগ সাধারণত ২০-৪০ বছর বয়সিদের মধ্যে দেখা যায়। এই রোগে পুরুষদের তুলনায় নারীরা প্রায় দ্বিগুণ বেশি আক্রান্ত হন। একজন তরুণ, কর্মক্ষম, স্বপ্নময় মানুষ কীভাবে হঠাৎ করে এই রোগে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন তা দেখা সত্যিই হৃদয়বিদারক।

কীভাবে ধরা পড়ে

প্রথমদিকে উপসর্গগুলো এতটাই অস্পষ্ট থাকে যে, রোগী ও তার পরিবার অনেক সময় বুঝতেও পারে না এটা কতটা গুরুতর হতে পারে। আমার ৩২ বছর বয়সি এক রোগী একদিন আমাকে বলেন, 'ডাক্তারবাবু আমি ঠিক করে হাঁটতে পারি না। অথচ সবাই ভাবে আমি অলস।'

উপসর্গ

হাত-পা অবশ হওয়া বা ঝিনঝিনে অনুভূতি, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা বা দ্বিগুণ দেখা, চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, প্রস্রাবে অসুবিধা, কথা বলতে বা গিলতে সমস্যা, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, হতাশা বা মানসিক অবসাদ।

কেন হয়

আমরা এখনও জানি না কেন একেকজন এই রোগে আক্রান্ত হন। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিনগত কারণ, কিছু ভাইরাল সংক্রমণ (বিশেষ করে Epstein-Barr virus), ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, ধূমপান এবং কিছু পরিবেশগত উপাদান এমএসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে এই রোগ সংক্রামক নয়, এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায় না।

চিকিৎসা

এখনও এমএসের স্থায়ী কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু আশার কথা, আধুনিক চিকিৎসা উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রোগের গতি অনেকটা ধীর করতে পারে।

প্রচলিত চিকিৎসা

- ডিজিজ-মডিফাইং থেরাপিস (ডিএমটিএস), যা রোগের অগ্রগতি কমায়
- স্টেরয়েডস, রিল্যাপস বা উপসর্গের পুনরাবৃত্তির সময় ব্যবহার করা হয়
- ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন দৈনন্দিন জীবনের গতি ধরে রাখতে সাহায্য করে
- মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রয়োজন, কারণ মানসিক চাপ এমএসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক
- এছাড়া রোগীর পরিবারের বোঝাপড়া ও সহানুভূতি রোগীর সুস্থতার পথে অনেক বড় ভূমিকা রাখে

এমএস একটি অদৃশ্য রোগ, মানে বাহ্যিকভাবে আপনি হয়তো কিছুই বুঝবেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই ব্যক্তি প্রতিদিন সংগ্রাম করছেন। রোগটি একজন মানুষের সত্ত্বা, সম্পর্ক, কর্মক্ষমতা ও আত্মসম্মানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই সহানুভূতির সঙ্গে রোগীদের পাশে থাকুন। রোগ সম্পর্কে জানুন, অন্যদের জানান। ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করুন।

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব ও পিতৃত্ব

দু'দিন আগে ছিল বিশ্ব বাবা দিবস। সন্তানের বাবা হওয়ার পথে যেসকল পুরুষের রয়েছে বিশেষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁদের নিয়েই বিশেষ প্রতিবেদন। লিখেছেন শিলিগুড়ির আইভিএফ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

অনেক পুরুষের জন্য বাবা হওয়ার যাত্রা কঠিন অভিজ্ঞতা হতে পারে, যা প্রায়শই নিঃশব্দে থেকে যায়। পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ দম্পতিকে প্রভাবিত করছে। পুরুষ বন্ধ্যাত্বের কারণগুলো বহুস্তরীয়, যার মধ্যে রয়েছে -

জীবনশৈলী বিষয়ক : পরিবেশ দূষণ, ধূমপান, অতিরিক্ত তাপ ও কিছু ওষুধ শুক্রাণুর গুণমান ও সংখ্যা কমাতে পারে।

চিকিৎসাগত অবস্থা : সংক্রমণ, প্রজনন পথে বাধা বা আঘাত, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা কিংবা জেনেটিক সমস্যা।

বয়স : বেশি বয়সে জেনেটিক মিউটেশনের ঝুঁকি বাড়ে ও প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

পরিবেশগত কারণ : এন্ডোক্রাইন-ব্যবধানকারী রাসায়নিক (ইডিসি) ও অন্যান্য দূষকের প্রভাব।

মানসিক প্রভাব

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একজন পুরুষ ও তাঁর সঙ্গিনীর ওপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়ে সামাজিক কলঙ্কের কারণে অনেকসময় লজ্জা, অপরাধবোধ ও অক্ষমতার অনুভূতি দেখা দেয়। অনেক পুরুষ তাঁদের উদ্বেগ বন্ধু, সঙ্গী বা চিকিৎসকের সঙ্গে ভাগ করতে লজ্জা পান, ফলে মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। তাই মানসিক দিকটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া উচিত।

মূল কারণ উদঘাটন

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব নির্ণয়ে প্রয়োজন হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন, যার মধ্যে থাকে -

বীর্য বিশ্লেষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

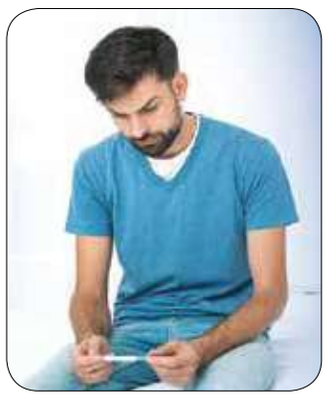

মানদণ্ড অনুযায়ী এবং একটি স্বীকৃত ল্যাব থেকে শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও গঠন পর্যালোচনা করা হয়।

হরমোন পরীক্ষা : টেস্টোস্টেরন ও ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (এফএসএইচ)-এর মাত্রা পরিমাপ করে হরমোনের ভারসাম্য বিশ্লেষণ।

জেনেটিক পরীক্ষা : জেনেটিক অস্বাভাবিকতা বা মিউটেশন চিহ্নিত করে মূল কারণ জানা যায়।

ইমেজিং স্টাডিজ : আল্ট্রাসাউন্ড বা অন্যান্য চিত্রায়ণ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজননপথের কোনও বাধা বা ত্রুটি চিহ্নিত হয়।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা : বহুমাত্রিক পন্থা

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি উপলব্ধ। সেক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করতে পারেন -

জীবনধারা পরিবর্তন : ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন, সুষম ওজন বজায় রাখা, মানসিক চাপ কমানো – সবই উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ওষুধ : কিছু ওষুধ শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও হরমোনের মাত্রা উন্নত করতে সহায়ক।

সার্জারি : প্রজনন পথে বাধা বা ভেরিকোসিল ঠিক করতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে।

সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি : আইইউআই বা আইভিএফের মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভব।

আইসিএসআই (ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন) : একটি বিশেষ ধরনের আইভিএফ, যেখানে একক শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুতে ইনজেক্ট করা হয়। এটি খুবই কার্যকর বিশেষ করে নীচের ক্ষেত্রগুলিতে -

- **গুরুতর পুরুষ বন্ধ্যাত্ব :** যখন শুক্রাণুর সংখ্যা বা গতি খুবই খারাপ থাকে।
- **অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পার্মিয়া :** যেখানে শুক্রাণুর নালিতে বাধা থাকে বা অনুপস্থিত থাকে, তখন টেস্টিস থেকে অপারেশনের মাধ্যমে শুক্রাণু (টিইএসই) নিয়ে আইসিএসআই করা হয়।
- **নন-অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পার্মিয়া :** যখন টেস্টিস নিজে শুক্রাণু তৈরি করতে অক্ষম, তখন অন্যান্য অত্যাধুনিক শুক্রাণু বাছাই পদ্ধতি, যেমন পিআইসিএসআই বা স্পার্ম সর্টার, আইভিএফের সাফল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়, এমনকি অ্যাজুস্পার্মিয়া রোগীদের মধ্যেও, যেখানে শুক্রাণু না থাকলেও পুরুষ জীববৈজ্ঞানিক বাবা হতে পারেন।

আমরা দম্পতিদের যেভাবে সাহায্য করতে পারি

সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে : পুরুষ বন্ধ্যাত্ব, তার কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে কলঙ্ক দূর করা ও প্রাথমিক পদক্ষেপ করতে উৎসাহিত করা।

মানসিক সহায়তা দিয়ে : সহানুভূতিশীল ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরি করে মানসিক চাপ কমানো যায়।

খোলামেলা যোগাযোগে উৎসাহিত করে : সঙ্গী, চিকিৎসক ও সাপোর্ট গ্রুপের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা এই সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক।

এভাবেই আমরা পুরুষদের বাবা হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

- পেশিতে মারাত্মক টান ধরলে বা খিঁচুনি ধরলে
- অবিরাম অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন হলে বা বুক ধড়ফড় করলে
- খুব ক্লান্তি বা দুর্বল লাগলে
- অন্যান্য অঙ্গও অসাড় হলে
- দৈনন্দিন জীবনে মেজাজ পরিবর্তনের প্রভাব পড়লে

ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি হলে যেভাবে বুঝবেন যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যাবেন তত জটিলতা রোধ করা যাবে এবং জীবনের মান উন্নত হবে।

ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি হলে যেভাবে বুঝবেন

ম্যাগনেশিয়াম এমন একটি খনিজ, যা আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের পেশি ও স্নায়ুর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এই খনিজটি। এছাড়া হাড় মজবুত করার পাশাপাশি হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে। কারও কারও শরীরে এই খনিজের বেশ ঘাটতি থাকে, যা আমরা প্রায়শই পাত্তা দিই না।

বাদাম, বীজ, সবুজ শাকসবজি এবং হোল গ্রেন ম্যাগনেশিয়ামের উৎস। এটি শরীরের ৩০০-রও বেশি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পেশিগুলিকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। এছাড়া নার্ভ ফাংশনে সাপোর্ট করে, হাড় শক্ত করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ঘাটতি কেন হয়

- সুষম খাবার না খাওয়া
- ডায়াবিটিস বা কিডনির রোগ থাকলে
- পাচনতন্ত্র দুর্বল হলে
- ডিউরেটিকস বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে
- মদ্যপান
- স্ট্রেস এবং বয়স

ঘাটতির লক্ষণ

ক্র্যাম্প : মাসল ক্র্যাম্প বা আকস্মিক টান ধরা সবথেকে সাধারণ লক্ষণ। পেশি সংকুচিত হলে শিথিল হতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। শরীরে যদি পর্যাপ্ত মাত্রায় এই খনিজ না থাকে তাহলে পেশিগুলো টাইট হয়ে যায় এবং সহজেই টান ধরে। দেখবেন রাতে অনেকের পায়ে টান ধরে।

দুর্বলতা : সারাদিনের দৌড়ঝাঁপের পর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই ক্লান্তি বা দুর্বলতা যদি অস্বাভাবিক হয় তাহলে সচেতন হতে হবে বৈকি। শক্তি উৎপাদনে ম্যাগনেশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে। যখন শক্তির মাত্রা কমে যায় তখন আপনার শরীর শক্তি তৈরির জন্য লড়তে থাকে, ফলে বিশ্রাম নিলেও অবিরাম ক্লান্তি থেকেই যায়।

অসাড়তা : কারও কারও হাত-পা অসাড় হয়ে যায় বা ঝিনঝিন ধরে। এমনটা হওয়ার কারণ ম্যাগনেশিয়াম নার্ভকে সঠিক সিগন্যাল পাঠাতে সাহায্য করে। কিন্তু এই খনিজের অভাব হলে নার্ভে জ্বালা বা ক্ষতি হয়, যা একপ্রকার অস্বস্তি তৈরি করে।

মেজাজ পরিবর্তন : ম্যাগনেশিয়াম মস্তিষ্কের রাসায়নিককে প্রভাবিত করে, যা আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কম থাকলে উদ্বেগ বাড়তে পারে, বিরক্তি আসতে পারে এমনকি ডিপ্রেশনও হতে পারে। যদিও কোনও কারণ ছাড়াই আপনার প্রায়ই মেজাজ পরিবর্তন হয় বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাহলে তা ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতির ইঙ্গিত হতে পারে।

অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন : এই খনিজের ঘাটতি হলে বুক ধড়ফড় করতে পারে বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন দেখা দেয়। এই ধরনের লক্ষণ দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। অনেক সময় এগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে শুরু হয় এবং বোঝাই যায় না।

খিদে কমে যাওয়া : কখনও অল্পেতেই পেট ভরে যাওয়া, কখনও বা খিদে কমে যাওয়া বা বমিবমি ভাব ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে। যদিও এসব সমস্যাকে আমরা প্রায়ই হজমের গোলমাল বলে পাত্তা দিই না, কিন্তু এগুলো ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে।

ঘুমে সমস্যা : ম্যাগনেশিয়াম স্নায়ুতন্ত্র ও পেশিকে শিথিল রাখতে সাহায্য করে, ফলে ভালো ঘুম হয়। যদি আপনার অনিদ্রার সমস্যা থাকে তাহলে তা ম্যাগনেশিয়াম ঘটাতির লক্ষণ হতে পারে।

ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা বাড়ানোর উপায়

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। যেমন, শাকসবজি, আমন্ড, কাজু, চিনাবাদাম, কুমড়োর বীজ, চিয়া সিড, ফ্ল্যাক্স সিড, ব্রাউন রাইস, ওটস, বিনস, ডাল এবং অল্প মাত্রায় ডার্ক চকোলেট খেতে পারেন। তবে আপনার ডাক্তার বললে ম্যাগনেশিয়াম সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন। বিভিন্ন রকমের সাপ্লিমেন্ট রয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। পাশাপাশি অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলুন, স্ট্রেস কমান এবং যদি এমন কোনও ওষুধ খান যাতে ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে যাচ্ছে তাহলে সচেতন হন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।

কুলদীপকে তুরুপের তাস ধরছেন ক্লার্ক

ইংল্যান্ডের বোলিং এবার দুর্বল : হেডেন

সিডনি, ১৬ জুন : ইংলিশ কন্ডিশন।

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুরের খেলা। পেস আর সুইংয়ের দাপটের মধ্যেই মূলত বাইশ গজি যুদ্ধের ভাগ্য লুকিয়ে থাকে। ২০ জুন হেডিংলেতে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও যার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই দলের পেস ব্রিগেডের পারফরমেন্স এবং ব্যাটাররা পেস-চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, তার ওপর নির্ভর করবে সিরিজের ফলাফল।

ম্যাথু হেডেনের বিশ্বাস, চ্যালেঞ্জে ভালোভাবে উতরে যাবেন শুভমান গিল ব্রিগেড। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ওপেনারের যুক্তি, জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রড অবসর গ্রহে। চোট কাটিয়ে মার্ক উড, জোফ্রা আর্চাররা কবে ফিরবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা। ভারতের জন্য নিশ্চিতভাবে অ্যাডভান্টেজ। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা এর সদ্ব্যবহার করতে পারলে মিশন ইংল্যান্ডে চমক দেখাবে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে পর্যালোচনায় হেডেন বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের বর্তমান বোলিং ব্রিগেডকে ভালো বলতে পারছি না আমি। একাধিক তারকা, অভিজ্ঞ বোলার অবসর নিয়েছে। চোট-আঘাতের তালিকাও দীর্ঘ। নিশ্চিতভাবে যে শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ থাকবে ওদের জন্য।'

বেকেনহামে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচের মাঝে কুলদীপ যাদব।

হেডেনের বিশ্বাস, ভারতীয় তরুণ ব্যাটিং লাইনআপ যে সুযোগ নিতে সক্ষম হবে। পথও বাতলে দিচ্ছেন। লিডসের প্রথম ও ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্টকেই (পেস সহায়ক উইকেট থাকে) টার্গেট করতে হবে।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার যদিও এগিয়ে রাখছেন ইংল্যান্ডকেই। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ যদি একটা কারণ হয়, দ্বিতীয় কারণ হোম অ্যাডভান্টেজ। বলেন, 'আমার ধারণা ইংল্যান্ড কিছুটা হলেও এগিয়ে। ওরা ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে। ভারত সেখানে পালাবদলের পর্বের মধ্যে যাচ্ছে। সেদিক থেকে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখব।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে ভারতীয় টেস্ট দলের ওপর আস্থা রাখছেন মাইকেল ক্লার্ক। প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, শুভমান গিলদের মতো তরুণ একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছেন ভারতীয় দলে। যাঁদের হাতে নিরাপদ ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। আসন্ন সিরিজের এক্স ফ্যাক্টর অবশ্য ধরছেন কুলদীপ যাদবকে। গৌতম গম্ভীরদের প্রতি চায়নাম্যান বোলারকে শুরু থেকে প্রথম এগারোয় রাখার পরামর্শও দিচ্ছেন।

ক্লার্কের দাবি, ভারতের এক নম্বর টেস্ট স্পিনার এই মুহূর্তে কুলদীপ। সবার আগে কুলদীপকে রেখে, তারপর স্পিন বিভাগে বাকিদের নিয়ে ভাবা উচিত। যথার্থ অর্থেই ম্যাচ উইনার। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠবেন কুলদীপ। ব্যবধান গড়ে দেবেন সিরিজে।

মাদুরাই প্যান্থার্সের দাবি ছিল, ১৪ জুন হওয়া ম্যাচে তোয়ালে দিয়ে বল মোছার সময় রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা।

বল বিকৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত অশ্বীন

চেন্নাই, ১৬ জুন : বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে অশ্বীন ও তাঁর দল ডিন্ডিগুল ড্রাগনসকে স্বস্তি দিয়ে অভিযোগমুক্ত করেছে তামিলনাড়ু টি২০ লিগ কর্তৃপক্ষ।

মাদুরাই প্যান্থার্সের দাবি ছিল, তোয়ালে দিয়ে বল মোছার সময় রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন অশ্বীনরা। ১৪ জুন হওয়া ম্যাচে বলের ওজনে বদল এনে বাড়তি সুবিধা নিতে এই অবৈধ পথ নিয়েছে অশ্বীন এবং তাঁর দল। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে, বল ক্রিজে ধাক্কা খাওয়ার পর ধাতব বস্তুর মতো আওয়াজ হচ্ছিল বলে অভিযোগ। মাদুরাই প্যান্থার্সের এহেন দাবি স্বভাবতই হইচই ফেলে দিয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হলে, বড়সড়ো শাস্তির মুখে পড়তেন অশ্বীন।

তামিলনাড়ু ক্রিকেট লিগ

সূত্রের দাবি, লিগ কর্তৃপক্ষের তরফে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও প্রমাণ থাকলে, তা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল মাদুরাই প্যান্থার্সকে। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে লিগের সিইও প্রসন্ন কান্নন বলেছেন, 'বল বিকৃতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোটা ম্যাচে মাঠের আম্পায়াররা এবং ম্যাচ রেফারি বলের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন তাঁদের চোখে সন্দেহজনক কোনও কিছু ধরা পড়েনি। এবং অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্যও জমা পড়েনি।'

'শচীনের চেয়েও কঠিন 'গাঁট' বিরাট'

লন্ডন, ১৬ জুন : শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ একটা সময় বাইশ গজে রং ছড়িয়েছে। ১৮৮টি ম্যাচে টেস্ট ইতিহাসে পেসারদের মধ্যে সর্বাধিক ৭০৪ উইকেট। ২১ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে জেমস অ্যান্ডারসন সামলেছেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটারদের। এক নম্বর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিরাট কোহলিকে বেছে নিলেন। দাবি, শচীন তেন্ডুলকারের চেয়েও বিরাটকে বল করা কঠিন ছিল।

অ্যান্ডারসনের কথায়, ব্যাট হাতে বিরাটের তাগিদ, প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মানসিকতা বাকিদের থেকে ওকে আলাদা করে দেয়। ফ্যাব ফোরের বাকি তিন স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, জো রুটের থেকেও আলাদা করে রাখে ভারতীয় রানমেশিনকে। বিরাটকে সাতবার আউট করলেও, বারবার অস্বস্তিতে ফেললেও সেরার মুকুটটা লড়াকু কোহলির জন্য তুলে রাখলেন।

টেকনিকের দিক থেকে অনেকের চেয়ে এগিয়ে রাখছেন বিরাটকে, বল করার সময় যা ভালোমতো টের পেয়েছেন, মেনে নিচ্ছেন। যে অভিজ্ঞতা থেকেই অ্যান্ডারসনের অকপট স্বীকারোক্তি, 'শচীন তেন্ডুলকারের চেয়ে বিরাট কোহলিকে বল করা বেশি কঠিন মনে হয়েছে আমার। শচীনের ক্ষেত্রে কখনও মনে হয়নি ও মাথায় চড়ে বসছে। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে ছবিটা উলটো। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং লড়াকু মানসিকতার। সব মিলিয়ে ওকে বল করা কঠিন ছিল।'

২০১৪ সালে বিরাটের প্রথম ইংল্যান্ড সফরে রাজত্ব করেছেন অ্যান্ডারসন। পরের সফরে পালটা জবাব। অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'শুরুর দিকে কোহলির বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছি। বিশেষত, প্রথম যখন ইংল্যান্ডে আসে। অফস্টাম্পের বাইরে ওর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিলাম। দেশে ফিরে যে দুর্বলতা কাটাতে প্রচুর খেটেছে। পরেরবার ইংল্যান্ডে যখন আসে একেবারে আলাদা ব্যাটার। শুধু আমি নয়, বাকি বোলাররাও ওকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে।'

আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ট্রফিতে শচীনের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়তে চলেছে। বাদ পতৌদির নাম। ইসিবি-র তরফে যে ঘোষণার পর অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, শচীনের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে নাম জুড়ে যাওয়া তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি। শ্রদ্ধার সুরে জানান, অপরদিকে শচীনের বিরুদ্ধে যখন প্রথম মুখোমুখি হন, তখন ও ভারতীয় ক্রিকেটের 'ভগবান' হিসেবে চিহ্নিত।

প্রতিপক্ষ হলেও সেই শ্রদ্ধাটা আদায় করে নিতেন শচীন। অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'শচীনের চেয়ে বিরাটের সঙ্গে মৌখিক যুদ্ধে বেশি জড়িয়েছি আমি। শচীনের সঙ্গে যে চেষ্টা করতামও না। আমি যখন ক্রিকেটে আসি, তখন ও অন্য জগতের ক্রিকেটার। ভগবানসুলভ ভাবমূর্তি ক্রিকেটভক্তদের চোখে! মাঠে নিজেকে সেভাবেই মেলে ধরত ও।'

অ্যান্ডারসনের দাবি

শচীন তেন্ডুলকারের চেয়ে বিরাট কোহলিকে বল করা বেশি কঠিন মনে হয়েছে আমার। শচীনের ক্ষেত্রে কখনও মনে হয়নি ও মাথায় চড়ে বসছে। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে ছবিটা উলটো। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং লড়াকু মানসিকতার। সব মিলিয়ে ওকে বল করা কঠিন ছিল।

-জেমস অ্যান্ডারসন

প্রকাশিত হল মহিলা বিশ্বকাপের সূচি

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ কলম্বোয়

দুবাই, ১৬ জুন : দামামা বেজে গেল মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপের। সোমবার আইসিসি-র তরফে প্রকাশ করা হল ২০২৫ একদিনের বিশ্বকাপের ক্রীড়াসূচি। তেরোতম বিশ্বকাপে যৌথ আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। ৩০ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই আয়োজক দেশ।

তবে বহুপ্রতিক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ৫ অক্টোবর হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। শুধু তাই নয় দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে হওয়া চুক্তি মেনেই পাকিস্তান তাদের প্রতিটি ম্যাচ খেলবে নিরপেক্ষ কেন্দ্র কলম্বোয়। চলতি বছরে পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত নিজেদের প্রতিটি ম্যাচ খেলেছিল নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে। একই নিয়ম মেনে মহিলাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল বা ফাইনালে উঠলে পাকিস্তানও ম্যাচগুলি খেলবে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে।

২০১৩ সালের পর প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে ভারতে। শ্রীলঙ্কার কলম্বো ছাড়াও খেলা হবে ভারতের চারটি শহর- বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, ইন্দোর এবং ভাইজাগে। আটটি দল নিজেদের মধ্যে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটের পর পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা চারটি দল খেলবে সেমিফাইনালে।

ভারতের ম্যাচ

৩০ সেপ্টেম্বর	শ্রীলঙ্কা	বেঙ্গালুরু
৫ অক্টোবর	পাকিস্তান	কলম্বো
৯ অক্টোবর	দক্ষিণ আফ্রিকা	ভাইজাগ
১২ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া	ভাইজাগ
১৯ অক্টোবর	ইংল্যান্ড	ইন্দোর
২৩ অক্টোবর	নিউজিল্যান্ড	গুয়াহাটি
২৬ অক্টোবর	বাংলাদেশ	বেঙ্গালুরু
২৯ অক্টোবর	প্রথম সেমিফাইনাল	গুয়াহাটি/কলম্বো
৩০ অক্টোবর	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	বেঙ্গালুরু
২ নভেম্বর	ফাইনাল	বেঙ্গালুরু/কলম্বো

২৯ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনাল হবে গুয়াহাটি বা কলম্বোয়। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৩০ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে। ফাইনাল ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরু বা কলম্বোয়।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ১ অক্টোবর ইন্দোরে প্রথম ম্যাচে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

২-০-তে সিরিজ জিতবে ভারত : পানেসর

লন্ডন, ১৬ জুন : অনভিজ্ঞ দল। পালাবদলের পর্বে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ। যদিও তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডের ওপর আস্থা রাখছেন মন্টি পানেসর। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনারের দাবি, ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে শুভমান গিলরা।

পানেসর বলেছেন, 'আমার ধারণা ভারত সুবিধা পাবে। সম্প্রতি কাউন্টিতে খেলা বেশ কয়েকজন প্লেয়ার ওদের দলে রয়েছে। ভারতই ফেভারিট সিরিজে। সম্ভবত ২-০ ব্যবধানে জিতবে।' পূর্বাভাসে টুইস্টও রেখেছেন। পানেসরের মতে, সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে ইংল্যান্ডের পেস-সহায়ক পরিস্থিতি ভারত কীভাবে সামলায়, তার ওপর। সাফল্য পেতে প্রচুর ঘাম ঝরাতে হবে। নির্ণায়ক হতে চলেছে পিচও। জানান, ঘাস থাকলে ইংল্যান্ড ফেভারিট। পাটা উইকেট হলে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

ইউরোপে খেলা ফাহাদ কলকাতা লিগে

কলকাতা, ১৬ জুন : ফাহাদ তেমুরি। দিল্লির ছেলে। দিল্লি এফসি থেকেই পেশাদারি ফুটবল কেরিয়ার শুরু। গত মরশুমে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্কোয়াডে থাকলে খুব বেশি সুযোগ পাননি। চলে যান স্পেনের নীচের ডিভিশনের ক্লাব সিয়া এফসি-তে। সেখানে মরশুম শেষ হওয়ার পর নেদারল্যান্ডসের অপেশাদার লিগে খেলছিলেন। মাস তিনেকের জন্য ভারতে ফিরছেন ফাহাদ। ২১ বছরের এই ফুটবলারকে সই করিয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাব খিদিরপুর এফসি। সিএফএল শেষে তাঁর আবারও ইউরোপেই ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

জয় দিয়েই শুরু ইউরোপ সেরাদের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন : কয়েকদিন আগেই দাপটের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই দাপট অব্যাহত ক্লাব বিশ্বকাপেও।

গ্রুপ 'বি'-র প্রথম ম্যাচে পিএসজি ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফাবিয়ান রুইজ, ভিটিনহা, সেন্নি মায়ুলু এবং লি কাং। এই ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল পিএসজি-র। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের রক্ষণকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন লুইস এনরিকের ছেলেরা। তাও চোটের জন্য দলের সেরা তারকা ওসমানে ডেম্বেলে খেলেননি। কিন্তু তাতেও ম্যাচ দাপটে জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি ফরাসি ক্লাবটির।

খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের। তবে খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্রতিযোগিতা।

লুইস এনরিকে, *প্যারিস সাঁ জাঁ কোচ*

ম্যাচের ১৯ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন ফাবিয়ান রুইজ। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ব্যবধান বাড়ান ভিটিনহা। ৬০ মিনিটে অ্যাটলেটিকোর আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ একটি গোল করলেও সেটি বাতিল করা হয়। ৭৮ মিনিটে ক্লেমেন্ট লেংলেট লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় স্প্যানিশ ক্লাবটিকে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৮৭ মিনিটে সেনি মায়ুলু ও ম্যাচের সংযোজিত সময়ে লি কাং গোল করে গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেন।

ম্যাচের পর পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, 'খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের। তবে খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্রতিযোগিতা।'

গোলের পর প্যারিস সাঁ জাঁ-র ভিটিনহাকে নিয়ে উল্লাস গঞ্জালো র‍্যামোস ও দেজিরে দুয়ের।

এদিকে রবিবার ভারতীয় সময় রাতে বায়ার্ন মিউনিখ ১০-০ গোলে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড সিটি এফসিকে হারিয়েছে। এটাই ক্লাব বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনও দলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। এর আগের রেকর্ডটি ছিল সৌদি আরবের দল আল হিলালের। তারা ২০২১ সালে ৬-১ ফলে হারিয়েছিল আরব আমীরশাহির আল জজিরাকে। এদিন জোড়া গোল করে বায়ার্নের জার্সিতে ২৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন জার্মান তারকা টমাস মুলার।

অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি'-র অপর ম্যাচে ব্রাজিলের বোটাফোগো ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে মেজর সকার লিগের দল সেটেল সাউন্ডার্সকে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন জিয়ার কুনহা ও ইগর জেসাস। সাউন্ডার্সের হয়ে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ান রোল্ডান। পাশাপাশি গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে ব্রাজিলের পালমেইরাস গোলশূন্য ড্র করেছে পর্তুগালের এফসি পোর্তোর সঙ্গে।

সেপ্টেম্বরে সম্ভবত নয় ফেডারেশন কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ বা ফেডারেশন কাপ করার পরিকল্পনা সম্ভবত বাতিল করতে চলেছে।

আগে ঠিক ছিল ১ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ফেডারেশন কাপ হবে। ফেডারেশনের ইচ্ছা ছিল এবার আইএসএলের আগেই হোক এই টুর্নামেন্ট। এফএসডিএলও মোটামুটিভাবে রাজি হয়ে যায় এই ব্যাপারে। যদিও পরবর্তীতে তারাও চাইছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করতে। বাকি স্বত্বাধিকারীরাও আপত্তি জানিয়েছে সেপ্টেম্বরে ফেডারেশন কাপের বিষয়ে। এর মূল কারণ, এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু ও প্লে-অফে খেলবে। তাদের ম্যাচ পড়ার কথা ওই সময়েই। আপত্তি তাদের তরফেই বেশি। এসব কারণেই আপাতত এই টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন সময়ের খোঁজে ফেডারেশন।

যা খবর তাতে জানুয়ারিতে বা অন্য সময়ে আন্তর্জাতিক উইন্ডোর জন্য বন্ধ থাকলে সেই সময়েই হতে পারে ফেডারেশন কাপ। তবে মরশুম শেষে এই টুর্নামেন্ট হোক, চাইছে না ফেডারেশন। কারণ তাতে টুর্নামেন্টের জৌলুস নষ্ট হচ্ছে। বেশিরভাগ দলই শেষ সুপার কাপে পূর্ণশক্তির দল নামায়নি মরশুম শেষে হওয়ায়।

সভাপতি দেবাশিসই, কমিটিতে নেই মন্ত্রীরা

পরিষেবা বাড়াতে ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন সৃঞ্জয়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন : প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভার পরেই বাড়তি টিকিটের জন্য সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং স্টেডিয়ামে জল ও পরিষেবা বাড়ানোর জন্য ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করতে চান বলে জানালেন মোহনবাগানের সদ্য নির্বাচিত সচিব সৃঞ্জয় বসু।

নতুন কমিটির এদিনই ছিল প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। এই সভাতেই সর্বসম্মতভাবে সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেবাশিস দত্ত। এছাড়া বেছে নেওয়া হয় পাঁচ সহ সভাপতি, তিনজন কো-অপ্টেড সদস্য এবং চারজন আমন্ত্রিত সদস্য। সহ সভাপতি হলেন সৌমিক বসু, মানস ভট্টাচার্য, উত্তম সাহা, কুণাল ঘোষ ও দেবাশিস মিত্র। কো-অপ্ট করা হল সঞ্জয় ঘোষ, দেবাশিস রায় ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমন্ত্রিত সদস্য হলেন সম্রাট চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ও তন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। পরে সৃঞ্জয় বলেছেন, 'আমাদের আরও কো-অপ্ট করা এবং আমন্ত্রিত সদস্য নেওয়ার সুযোগ আছে। পরবর্তীতে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে।' যা খবর, বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ ও ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে নেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। এবারের কমিটিতে লক্ষণীয়, সেই অর্থে কুণাল ঘোষ ছাড়া আরও কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের না থাকা। গতবারের সহ সভাপতিদের মধ্যে অরূপ রায় ও মলয় ঘটকের মতো দুই মন্ত্রী বাদ পড়েছেন।

মোহনবাগানে এদিনও ছিল উৎসবের আবহ। শনিবার দিনটা যদি হয় সৃঞ্জয়ের তাহলে এদিনটা ছিল দেবাশিসের। কার্যনির্বাহী সমিতির সভার আগে থেকেই ঢোল-তাসা নিয়ে অনুগামীরা ক্লাবের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবাশিসকে স্বাগত জানাতে। তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর দেবাশিস ক্লাবে আসতেই সবুজ-মেরুন আবির এবং ফুল-মালায় তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে যান সদস্য-সমর্থকরা। প্রচুর সদস্য-সমর্থককে ফুল-মালা-মিষ্টি নিয়ে সভাপতি-সচিবকে অভিনন্দন জানাতে দেখা গিয়েছে। যদিও এদিনও সমর্থকদের মধ্যে আধাআধি বিভক্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পরে দেবাশিস বলেছেন, 'এই ব্যাপারে আমাদেরই পথ দেখাতে হবে। হয়তো একদিনে সবাই মিলে যাবে না। কিন্তু আমরা এক হয়ে কাজ করব যখন, সেটা দেখলেই সবাই মিলে যাবে। কারণ সকলেই মোহনবাগান সমর্থক।' তিনি এদিন ক্লাবে আসার পথে গোষ্ঠ পালের এবং অমর একাদশের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে আসেন। দেবাশিস বলেছেন, 'এর আগে সভাপতিদের আপনারা যেভাবে দেখেছেন, আমাকে তার থেকে বেশি কাজ করতে দেখবেন।' অর্থাৎ ক্লাবের প্রতিটি পরিকল্পনাতেই যে তাঁর ভূমিকা থাকবে, সেকথা বুঝিয়ে দেন নতুন সভাপতি। তেমনি আবার সৃঞ্জয় জানিয়ে দেন, সভাপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি হচ্ছে না।

সচিব হয়ে এদিনই কাজ শুরু হল সৃঞ্জয়েরও। তিনি সচিব হিসাবে প্রথম কী কী করতে চান জানতে চাওয়া হলে বলেছেন, 'প্রথমেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও সুপার জায়েন্টের সঙ্গে বসতে হবে যাতে ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের জন্য আরও বেশি টিকিট আসে।

মোহনবাগানের নতুন সভাপতি দেবাশিস দত্তের সঙ্গে সচিব সৃঞ্জয় বসু। ছবি : ডি মণ্ডল

তাছাড়া বসতে চাই ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গেও। স্টেডিয়ামে জল-খাবার সহ পরিষেবা বাড়ানো দরকার। এছাড়াও আগের কমিটিই ট্রফি আনার ব্যাপারে কথা বলেছে। এই বিষয়টাও দেখতে হবে। মহিলা দল করতেই হবে। আর আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হল মোহনবাগান দিবস। তার আর এক মাসও বাকি নেই। তাই ওটা নিয়েও আলোচনায় বসব।' ক্লাবের লিগের খেলার আগেই মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানান সৃঞ্জয়। ক্লাবের নিজস্ব সংবিধানের অনেক অস্বচ্ছতা কাটানোর দায়িত্ব দেওয়া হল বিচারপতি অসীমকুমার রায়কে।

একসঙ্গে সাত কেরিয়ার শেষ করে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : সালটা ১৯৮৮। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাদ পড়ে নির্বাচক কমিটির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মহিন্দার অমরনাথ। 'জোকারের দল' আখ্যা দেন। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী তারকার যে বিস্ফোরক মন্তব্য তোলপাড় ফেলেছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

জোড়া বিপর্যয়ের জেরে রাতারাতি একঝাঁক ক্রিকেটারকে বাতিলের তালিকায় ফেলা হয়। ধোনিকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর নীল নকশাও তৈরি ছিল। শেষপর্যন্ত এন শ্রীনিবাসন তা আটকে দেন। তবে সেই সুবিধা পাননি বাকিরা। অভিযোগ, নির্বাচক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ছাঁটাইয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মহিন্দারই।

এবার মহিন্দারকে তোপ যোগরাজের

এবার নির্বাচকের ভূমিকায় মহিন্দারের কাজকর্ম নিয়েই মারাত্মক অভিযোগ। একসঙ্গে সাত-সাতজন ভারতীয় তারকার কেরিয়ার নষ্টের দাবি। আঙুল তুলেছেন যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। ২০১১ সালের ইংল্যান্ড এবং ২০১২-র অস্ট্রেলিয়া সফরে হোয়াইটওয়াশ হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে যোগরাজ সিং দাবি করেন, 'তোমরা (নির্বাচক কমিটি) কোনও কারণ ছাড়াই সাত-সাতজন ক্রিকেটারের কেরিয়ার ধ্বংস করেছিলে। গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খান, মহম্মদ কাইফ, ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড়-ওদের সবাইকে

ছেঁটে ফেলেছিলে। অকারণে নষ্ট করা হয় ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলটাকে। ফলও ভুগতে হয়েছে। লম্বা সময় ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ভারতীয় দলকে।'

পুত্র যুবরাজের কেরিয়ার নষ্টের জন্য এতদিন ধোনির প্রতি বিষোদ্গার করেছেন। ধোনির জায়গায় এবার মহিন্দার! প্রসঙ্গত, ব্যর্থতার জেরে মহিন্দারদের টার্গেটে ছিলেন অধিনায়ক ধোনিও। যোগরাজের আরও দাবি, 'আমরা পাঁচটা সিরিজ হেরেছিলাম ওই সময়। অধিনায়ক ছিল ধোনি। ওকে সরানোর ভারও ছিল অমরনাথের ওপর। কিন্তু যেভাবে বিষয়টি সামলেছিল ও, তা মোটেই সঠিক ছিল না।'

অধিনায়ক পদ থেকে ধোনির নাম কাটার পরও নির্বাচকরা তা বদলাতে বাধ্য হয় তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি তথা চেন্নাই সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক শ্রীনিবাসনের হস্তক্ষেপে। কিছুদিন পর মহিন্দারেরও বিদায় ঘটে নির্বাচক কমিটি থেকে। শেষপর্যন্ত ২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে টেস্টকে অলবিদা জানান ধোনি। অধিনায়ক হন বিরাট কোহলি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

পুটু, অর্নেশ, ভাই : আজ তোমার ত্রয়োদশতম জন্মদিন, এই শুভ জন্মদিনে তোমায় জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা ও অনেক আশীর্বাদ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ থেকো, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আশীর্বাদান্তে - মাম্মাম, দু, মামু, মামি ও ডাকুন। কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

লিডসে আজ শুভমানদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন গম্ভীর

লিডস, ১৬ জুন : মা এখনও হাসপাতালে। সুস্থ নন। চলছে চিকিৎসা।

চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আজ রাতেই দিল্লি থেকে লন্ডন উড়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার লিডসে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

বিলেতে টিম ইন্ডিয়া পা রাখার কয়েক ঘণ্টা পরই জানা গিয়েছিল কোচ গম্ভীরের মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মায়ের অসুস্থতার খবর পাওয়ার পরই লন্ডন থেকে দিল্লি ফিরেছিলেন গম্ভীর। মাঝের কয়েকদিনে মায়ের পরিচর্যার পর আজ রাতেই ফের

> বুমরাহর পাঁচটি টেস্টেই খেলার সম্ভাবনা কম। এমন অবস্থায় সিরাজকে দলের অন্যতম সিনিয়ার বোলার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।
>
> ভরত অরুণ

বিলেতে পাড়ি দিলেন গম্ভীর। কোচ গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে মাঝের কয়েকদিন ভিভিএস লক্ষ্মণ বেসরকারিভাবে ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্বে। আগামীকাল লিডসে গম্ভীর পৌঁছানোর খবর সামনে আসার পরই ভিভিএস ফের অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের দায়িত্বে ফিরেছেন। যদিও মাঝের সময়ে মরনি মরকেল, সিতাংশু কোটাকরা থাকার পরও কেন শুভমান গিলদের জন্য ভিভিএসকে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে প্রবল বিতর্ক চলছে। সরকারিভাবে সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে বি সাই সুদর্শন।

কেউই। বলা হচ্ছে, কোচ গম্ভীরের উপর চাপ রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত।

এমন বিতর্কের আবহের মধ্যেই শুক্রবার হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। শুভমানরা আজ পুরো দিনটাই ছিলেন লন্ডনে। পূর্ণ বিশ্রামে ছিল আজ ভারতীয় দল। মঙ্গলবার বেলার দিকে লন্ডন থেকে লিডস রওনা হচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। লিডস পৌঁছানোর পর আগামীকাল বিকেলের দিকে ভারতীয় দল মূল মাঠে অনুশীলন করতে পারে বলে খবর। তার আগে দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই রোহিত শর্মার পর শুভমান টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নিয়ে অধিনায়ক হিসেবে কেমন করবেন, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। এমন অবস্থার মধ্যে আজ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং হেডিংলে টেস্টে জোড়া স্পিনার খেলানোর দাবি তুলে দিয়েছেন। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে কুলদীপ যাদবকেও খেলানো হোক, এমনটাই চাইছেন ভাজ্জি। হরভজনের কথায়, 'জাদেজা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকবেই। সেটাই স্বাভাবিক। আমি চাই ওর সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপও খেলুক।'

গতকাল টিম ইন্ডিয়ার ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কুলদীপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বিলেতে স্পিন সহায়ক পিচ পেতে পারে ভারত। শেষ পর্যন্ত সেটা হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ কুলদীপের মন্তব্যে সিলমোহর দিলেন হরভজন। যদিও ভারতীয় দল জোড়া স্পিনারে খেললে অবাকই হতে হবে ক্রিকেট দুনিয়াকে। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে হেডিংলের মাঠে জোরে বোলাররা সাহায্য পেয়ে থাকেন। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন আক্রমণের ছবিটা শেষ পর্যন্ত কেমন হবে, পরের কথা। তার আগে আজ ভারতীয় দলের প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণ এক সর্বভারতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে দাবি তুলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহর উপর থেকে চাপ কমানোর দায়িত্বটা মহম্মদ সিরাজকে নিতে হবে। ভরতের কথায়, 'ভারতীয় পেস আক্রমণে বৈচিত্র্য থাকলেও বুমরাহর উপর অনেকটাই নির্ভর দল। বুমরাহর পাঁচটি টেস্টেই খেলার সম্ভাবনা কম। এমন অবস্থায় সিরাজকে দলের অন্যতম সিনিয়ার বোলার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

'অবসর নাও'

এক ক্রিকেটারের সেই 'পরামর্শ' আজও ভোলেননি করুণ

লিডস, ১৬ জুন : হাল ছেড়ো না!

পরিস্থিতি ছিল কঠিন। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। বীরেন্দ্র শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ত্রিশতরানের নজিরও গড়েছিলেন। কিন্তু তারপরও করুণ নায়ারকে বাদ পড়তে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া থেকে।

মাঝে আট বছর পার। করুণ ফের ভারতীয় দলে। শুক্রবার থেকে লিডসে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে করুণের প্রথম একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত। সম্ভবত তিনি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করবেন। শেষ ঘরোয়া মরশুমে বিদর্ভকে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করার পথে আটশোর বেশি রান করেছিলেন করুণ। যা তাঁকে ফের ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর না নিলে তিনি ইংল্যান্ড সিরিজের দলে থাকতেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে।

কিন্তু তিনি করুণ কখনই হাল ছাড়েননি। মাঝের আট বছর সময়ে ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটার তাঁকে 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার। সঙ্গে বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার কথাও। কারণ, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট করুণকে আর্থিকভাবে আরও স্বাবলম্বী করবে। কে সেই ক্রিকেটার, নাম প্রকাশ করেননি করুণ। আজ বিলেতের এক ঐতিহ্যশালী সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অতীতের সেই দিনগুলোর কথা টেনে এনেছেন করুণ। বলেছেন, 'সেই দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে আমার। ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটার আমায় অবসরের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার কথা। কারণ, সেখানে অর্থ অনেক বেশি।' 'সেই' ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ্যে আনেননি করুণ। তাঁর পরামর্শও গ্রহণ করেননি তিনি। বদলে করুণ তাঁর ক্রিকেটীয় জেদ, জাতীয় দলে ফেরার তাগিদের কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্তটা সহজ হতেই পারত। কিন্তু আমি সেই পথে হাঁটার কথা ভাবিনি। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতাম আমার মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে। তাই ঘরোয়া ক্রিকেটে দিনের পর দিন সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি।'

এমন চেষ্টার ফল আট বছর পর করুণের ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। এখন বিলেত সফরে টিম ইন্ডিয়ার অভিযানে করুণ কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন, সেটাই দেখার।

আরও একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর টাইমিং বোর্ডের সামনে আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস। স্টকহোমে।

একডজন বিশ্বরেকর্ড ডুপ্লান্টিসের

স্টকহোম, ১৬ জুন : নিজেই বিশ্বরেকর্ড গড়ছেন। আবার নিজেই সেটা ভাঙছেন।

এই রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলাটা যেন তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেটাই আরও একবার প্রমাণ করলেন পোল ভল্টে দুইবারের অলিম্পিক সোনাজয়ী আর্মান্ড 'মন্ডো' ডুপ্লান্টিস। রবিবার স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে ৬.২৮ মিটার লাফিয়ে নিজের গড়া বিশ্বরেকর্ড আরও একবার ভেঙেছেন এই অ্যাথলিট। এই নিয়ে ১২ বার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস।

ঘরের মাঠে বিশ্বরেকর্ড গড়ে উচ্ছ্বসিত ডুপ্লান্টিস। তিনি বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি ঘরের মাঠে বিশ্বরেকর্ড গড়তে চেয়েছিলাম। এখানে উপস্থিত দর্শকরাও সেটাই চেয়েছিলেন। এটা আমার জীবনের সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

এর আগের রেকর্ডও ছিল ডুপ্লান্টিসের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৬.২৭ মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। ২০২০ সালে প্রথমবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন এই সুইডিশ তারকা। সেবার ৬.১৬ মিটার লাফিয়ে ফরাসি অ্যাথলিট রেনায়ুড লাভিলিয়ানের রেকর্ড ভেঙেছিলেন। তারপর থেকে ক্রমাগত রেকর্ড ভেঙেছেন ও গড়েছেন ডুপ্লান্টিস। এরপর তাঁর লক্ষ্য ৬.৩০ মিটার লাফ দেওয়া।

ভারতের মহিলা ফুটবল দল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : মহিলা এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ভারতের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

বাছাই পর্বে ভারতীয় দলকে গ্রুপ 'সি'-তে রাখা হয়েছে। গ্রুপে ভারত ছাড়াও মঙ্গোলিয়া, টিমোর লেস্ট, ইরাক ও থাইল্যান্ড রয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা সরাসরি আগামী বছরের মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পাবে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে। বাছাই পর্বের সবকয়টি খেলাই হবে থাইল্যান্ডে।

চোটের কারণে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন সন্ধ্যা রঙ্গনাথন, করিশ্মা শিভোইকরের মতো স্ট্রাইকাররা। দলে রয়েছেন মনীষা কল্যাণ, সৌম্যা গুগুলথের মতো তারকারা। উত্তরবঙ্গের অঞ্জু তামাং দলে রয়েছেন। এছাড়াও বাংলা থেকে রিম্পা হালদার, সঙ্গীতা বাসফোর জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। এই ২৪ জনের দল থেকে চূড়ান্ত ২৩ জনকে বেছে নেবেন কোচ ক্রিসপিন। এদিকে তাজিকিস্তান ও কিরঘিজস্তানের বিরুদ্ধে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য ২৩ সদস্যের অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দল ঘোষণা করছেন ভারতের কোচ নৌশাদ মুসা। চূড়ান্ত দল থেকে বাদ পড়েছেন ইস্টবেঙ্গলের সুমন দে। তবে দলে রয়েছেন মোহনবাগানের তিন সদস্য সুহেল বাট, দীপেন্দু বিশ্বাস ও প্রিয়াংশ দুবে। সোমবার দুপুরেই ভারতীয় দল তাজিকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

ভারতের মহিলা দল

গোলরক্ষক : পান্থোই চানু, মোনালিসা দেবী, পায়েল বাসুদে।

ডিফেন্ডার : সিল্কি দেবী, কিরণ পিসদা, মার্টিনা থকচোম, সুইটি দেবী, নির্মলা দেবী, পূর্ণিমা কুমারী, সঞ্জু, রঞ্জনা চানু।

মিডফিল্ডার : অঞ্জু তামাং, গ্রেস ডাংমেই, কার্তিকা আঙ্গামুথু, রতনবালা দেবী, প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই, সঙ্গীতা বাসফোর।

স্ট্রাইকার : লিন্ডা কম, মালবিকা, মণীষা কল্যাণ, মণীষা নায়েক, পিয়ারি জাকা, রিম্পা হালদার, সৌম্যা গুগুলথ।

সভাপতি দেবাশিসই, কমিটিতে নেই মন্ত্রীরা
-খবর এগারোর পাতায়

আসন্ন কলকাতা লিগ। তার আগে দলগুলোর প্রস্তুতি কেমন? বিস্তারিত পড়ুন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাতায়।

'প্রিমিয়ার' চ্যালেঞ্জ ইউনাইটেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারেও আবির্ভাবেই তাক লাগিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় ইউনাইটেড কলকাতা এসসি।

প্রথম বছরেই প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়ারে উঠে এসেছে ইউনাইটেড কলকাতা। এবার কোচ ইয়ান ল-এর তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ারের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণে দল গড়েছে তারা। রয়েছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নারায়ণ দাস থেকে নংদোম্বা নাওরেম, তুহিন শিকদার, গোলরক্ষক অভিলাষ পাল সহ ময়দানের বেশকিছু পরিচিত মুখ। এই দল নিয়েই প্রিমিয়ারে ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী কোচ ইয়ান। বলেছেন, 'লড়াই করার মতোই দল তৈরি করেছি। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য সুপার সিক্স।' দলের ডিরেক্টর হিসাবে আগে থেকেই রয়েছেন অভিজ্ঞ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ডায়মন্ড হারবার এফসি, ভবানীপুরের সঙ্গে গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা। কাজেই চ্যালেঞ্জটা যে কঠিন তা এক কথায় স্বীকার করে নিচ্ছেন ইয়ান, প্রাঞ্জলরা।

'বি' গ্রুপের আরেক দল সাদার্ন সমিতি। প্রথা ভেঙে এবার তারা দলের দায়িত্ব দিয়েছে ভারতীয় মহিলা ফুটবলের পরিচিত মুখ সুজাতা করকে। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা বেনজির। একঝাঁক অনামী মুখ নিয়ে ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সুজাতা। অতীতে সাদার্নের পুরুষ দলের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লিগের একটি ম্যাচে কোচের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই বড় দলগুলিকে রুখে দেওয়ার অঙ্ক কষছেন সুজাতা।

অন্যদিকে, কোচ পতম থাপার তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ার ডিভিশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে উয়াড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাব। জঙ্গলমহলের একঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে দল গড়েছে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। চ্যাম্পিয়নশিপ তাদের ভাবনাতেই নেই। বরং প্রিমিয়ারে অস্তিত্ব রক্ষাই এখন চ্যালেঞ্জ অর্থাভাবে ভুগতে থাকা উয়াড়ির কাছে।

কলকাতা লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল মোহনবাগান। ছবি : ডি মণ্ডল

লিগের প্রস্তুতি শুরু বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : সোমবার থেকে কলকাতা লিগের জন্য অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান। প্রথম দিনে প্রায় ৪৫ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ফুটবলার ট্রায়ালে রয়েছেন। তাঁদের অন্যতম বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর ভাই সৌরাশিস। এই মরশুমে কলকাতা লিগে খেলতে দেখা যাবে সিনিয়ার দলের সুহেল আহমেদ বাটকে।

এবার ৭ জন নতুন ফুটবলারকে দলে নিয়েছে মোহনবাগান। তার মধ্যে ভারতের অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে খেলা রোহিত সিং ও রোশন সিং থাংজাম রয়েছেন। পুরোনোদের মধ্যে সুহেল ছাড়াও সালাউদ্দিন আদনান, লিওয়ান ক্যাস্থানারা আছেন। দলে শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং ও তুষার বিশ্বকর্মাকেও রাখা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে নজরকাড়া স্ট্রাইকার প্রেম হ্যান্সডাক ও গোলকিপার জলপাইগুড়ির নন্দন রায়কে দলে রাখা হয়েছে।

তবে দল গঠন প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আরও কয়েকজন ফুটবলারকে ট্রায়াল থেকে দলে নেবে সবুজ-মেরুন শিবির। এদিন ট্রায়ালে ছিলেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর ভাই সৌরাশিস। দাদার মতো তিনিও ডিফেন্সে খেলেন।

অনুশীলনের পর কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'আমরা তরুণ দল নিয়ে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে খেলব। তবে মূল লক্ষ্য এই যুব দল থেকে সিনিয়ার দলে খেলোয়াড় সাপ্লাই করা। পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য দলটাকে তৈরি করা।' পরে সিনিয়ার দলের খেলোয়াড় সুহেলকে নিয়ে তিনি বলেন, 'সুহেল সবসময় খেলতে চায়। ভারতীয় দলে খেলেছে বলে কলকাতা লিগে খেলবে না, এমন কোনও মনোভাব ওর নেই। সুহেল অবশ্যই দলে থাকবে।'

এদিকে গতবার কলকাতা লিগে খেলা টাইসন সিং, সেরতো কমদের ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান।

জোড়া পদক আসিফ-আরিয়েষের

কোচবিহার, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ব্যাডমিন্টনে রবিবার নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল অরিগ্ন গুহ। রানার্স আসিফ নাজির। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন আরিয়েষ বসু। রানার্স আসিফ। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আশাদি নাজির। রানার্স আরিয়েষ। পুরস্কার তুলে দেন পুরসভার চেয়ারম্যান তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত প্রমুখ।

ট্রফি হাতে অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অরিগ্ন গুহ। -শিবশংকর সূত্রধর

প্লেয়ার্সের ফুটবলে জয়ী ভুজারিপাড়া

ময়নাগুড়ি, ১৬ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের ফুটবল লিগে সোমবার ভুজারিপাড়া একাদশ ৪-৩ গোলে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ভুজারিপাড়ার দীপঙ্কর রায়, কৃতি রায়, জিৎ রায় ও যতীন বর্মন গোল করেন। রায় ফুটবল অ্যাকাডেমির অবিরয় রায় জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। তাদের অন্য গোলটি জয় শীলের। মঙ্গলবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে ময়নাগুড়ি ওয়াইএসএফএ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন অবিরয় রায়। -অভিরূপ দে

উত্তরের খেলা

জোড়া গোল তন্ময়ের

কোচবিহার, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে সোমবার প্রভাত ক্লাব ৩-১ গোলে পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে তন্ময়

ম্যাচের সেরা বিক্রম সরকার। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

বর্মন জোড়া গোল করেন। অন্যটি রোহিত দলাইয়ের। রানিবাগানের গোলস্কোরার অনিকেত রায়। ম্যাচের সেরা প্রভাতের বিক্রম সরকার। সে নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছে। মঙ্গলবার খেলবে গারোপাড়া ক্লাব ও প্রভাতি ক্লাব।

জুবিলির মাঠে ফুটবল শুরু

বীরপাড়া, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের 'ই' গ্রুপের খেলা সোমবার শুরু হল। প্রথম ম্যাচে ডিটিওয়াইডিএফএ ২-০ গোলে যুবশক্তি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জুবিলি ক্লাবের মাঠে গোল করেন নীতিশ্বর ওরাওঁ ও বিক্রম শর্মা। মঙ্গলবার খেলবে টোটোপাড়া পাইকিংশা ক্লাব এবং বীরপাড়া ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি।

জিতল ইউনিট

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে সোমবার আদিবাসী ইউনিট ক্লাব দমনপুর ৩-২ গোলে সূর্যনগর ক্লাবকে হারিয়েছে। ভিএনসি মাঠে ইউনিটের বিট্টু গোয়ালা, জর্জ কেরকাট্টা ও সানি ওরাওঁ গোল করেন। সূর্যনগরের গোল দুইটি চিরঞ্জিৎ বর্মন ও অজিত ঠাকুরের।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা ঊষা লামা - কে 24.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 79G 57882 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবন একটি অসাধারণ মোড় নিয়েছে, এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার চারিপাশে বেশ কয়েকজনকে জয়ী হতে দেখার পর আমিও কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং অবিশ্বাস্যভাবে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি জিতে গেছি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিজ্ঞাপন

অ্যাথলেটিক্সে ১০ সোনা জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০টি সোনা সহ ২২টি পদক জিতল জলপাইগুড়ি জেলার অ্যাথলিটরা। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে উজ্জ্বল দাসচৌধুরী জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের লং জাম্পে রুপো পেয়েছে শচীন রায়। শট পাট ও জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা বিকি বর্মনের। অভিজিৎ বর্মন পেন্টাথলনে সোনা ও শট পাটে ব্রোঞ্জ জিতেছে। হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ নয়নদীপ রায়ের। অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের হাই জাম্পে রুপো অলীক রায়ের। জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা পেয়েছে অনির্বাণ অধিকারী। ডিসকাসে সোনা ও শট পাটে ব্রোঞ্জ পেয়েছে স্বপ্নিল দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ট্রায়াথলনে মৌসুমি পারভীন সোনা এবং পারুল বেগম ব্রোঞ্জ জিতেছে। সোহানা আখতার অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ৬০ মিটার দৌড়ে সোনা পেয়েছে। প্রিয়া বিশ্বাস লং জাম্পে সোনা জিতেছে। পেন্টাথলনে এসেছে ব্রোঞ্জ। নন্দিনী দেব সিংহ জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা ও শট পাটে ব্রোঞ্জ পেয়েছে।

জোড়া সোনা জয়ের পর বিকি বর্মন (বাঁয়ে)। সোনার পদক গলায় ডলি বর্মন।

অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের লং জাম্পে রুপো আফিয়া খাতুনের। জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপো জিতেছে তনুশ্রী মহালদার। ব্রোঞ্জ তাপসী দেব সিংহের। ডিসকাস থ্রোয়ে সোনা জিতেছে ডলি বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের রিলে রেসে ব্রোঞ্জ জিতেছে জলপাইগুড়ি জেলা।